সূচিপত্র

কুরআন কি নারীদের শস্যক্ষেত্র বলেছে?	১৫
A Reply to Christian Missionary	২৫
ইসলাম কি অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করে?	৪০
কুরআনে বৈপরীত্যের সত্যাসত্য	৫১
বনু কুরাইজা হত্যাকাণ্ড—ঘটনার পেছনের ঘটনা	৬৩
স্যাটানিক ভার্সেস ও শয়তানের ওপরে ঈমান আনার গল্প	৮০
রাসূলের একাধিক বিবাহের নেপথ্যে	৯২
জান্নাতেও মদ?	১১৩
গল্পে জল্পে ডারউইনিজম	১২৫
কুরআন কেন আরবী ভাষায়	১৩৬
সূর্য যাবে ডুবে	১৫৩
সমুদ্রবিজ্ঞান	১৬৪
লেট দেয়ার বি লাইট	১৭৯
কাবার ঐতিহাসিক সত্যতা	১৯৮
নিউটনের ঈশ্বর	২১৫
পরমাণুর চেয়েও ছোট	২২৫
লেখক-পরিচিতি	২৩৫

Scanned by CamScanner

কুরআন কি নারীদের শস্যক্ষেত্র বলেছে?

অনেকদিন পর শাহবাগে হঠাৎ নীলু দা'র সাথে দেখা। প্রথমে খেয়াল করিনি। পেছন থেকে এসে আমার মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, 'কী খবর কবি সাহেব?'

পেছন ফিরতেই দেখি হাতে একগাদা বই নিয়ে নীলু দা দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে মোটা ফ্রেমের কালো চশমা লাগিয়েছেন বলে দেখতে একদম স্কুল মাস্টারের মতো লাগছে। খয়েরি রঙের টি-শার্ট গায়ে। আমি খুবই অপ্রস্তুত ছিলাম। বললাম, 'আরে দাদাভাই যে! কেমন আছ?'

'ভালো। তুই কেমন?'

'ভালো।'

কুশলাদি বিনিময় করতে করতে আমরা একটি ফাঁকা স্থানে এসে দাঁড়ালাম। নীলু দা জিজ্ঞেস করল, 'সাজিদ কোথায়?'

এই মুহূর্তে সাজিদ কোথায় তা আমিও জানি না। একটু আগেও সে আমার সাথে ছিল। আমি মোবাইলে টাকা রিচার্জ করে এসে দেখি সে উধাও। কখন থেকে ফোন করেই যাচ্ছি! যদিও জানি, সে আমার ফোন ওঠাবে না, তবুও ব্যর্থ চেষ্টা করে যাওয়া আরকি! কতক্ষণই বা এরকম কাঠফাটা রোদে দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

নীলু দা'র প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'আছে হয়তো এদিকে কোথাও।'

Scanned by CamScanner

বলতে-না-বলতেই সাজিদ আমাদের সামনে এসে উপস্থিত। যেরকম বাতাসের মতোই উবে গিয়েছিল, সেরকম বাতাসের মতোই এসে হাজির হয়েছে। মাঝে মাঝে তাকে আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। এই মুহূর্তে মন চাচ্ছে তাকে কানের নিচে দুচারটা দিয়ে জিজ্ঞেস করি—ফোনটা ওঠালে কী অপরাধ হতো?

কোনোরকমে রাগ সংবরণ করে বললাম, 'ফোন উঠাসনি কেন?'

সে আমার কথা গ্রাহ্য করেছে বলে মনে হলো না। হাত বাড়িয়ে নীলু দার সাথে হ্যান্ডশেক-পর্ব সেরে নিল। আমার রাগ আরও বেড়ে গেল। পৃথিবীতে আমি সবকিছু সহ্য করতে পারি; কিন্তু কেউ আমাকে পাত্তা না দিলে, সামনাসামনি আমাকে ইগনোর করলে আমি সেটি একদমই মেনে নিতে পারি না। নীলু দা না-থাকলে হয়তো এই মুহূর্তে তার গায়ে এক ঘুসি লাগিয়ে দিতাম; কিন্তু সিনিয়র একজন সামনে আছেন বলে ধৈর্যের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'এতক্ষণ তুই ফোন উঠাসনি কেন?'

পাশ দিয়ে একজন চা-বিক্রেতা যাচ্ছিল। সাজিদ তাকে থামিয়ে নীলু দার দিকে ফিরে বলল, 'চা খাবে নীলু দা?'

'খাওয়া যায়' নীলু দার সম্মতি।

এরপর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই খাবি?'

রাগে আমার গা ঘিনঘিন করছিল তখন। ব্যাটা! নীলু দার মতো লোকের সামনে অপমান করার পরেও জিজ্ঞেস করছে চা গিলব কিনা! আহাম্মক কোথাকার!

রাগ চেপে বললাম, 'না, খাব না।'

আমার ব্যাপারে আর বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে সাজিদ আর নীলু দা চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটি বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। তাদের পেছন পেছন আমিও গেলাম।

'কোথায় ছিলে এতদিন?' সাজিদ নীলু দার কাছে জানতে চাইল।

'ছিলাম শহরেই।'

'আত্মগোপনে?'

Scanned by CamScanner

কিছুতে হো হো করে হাসতে পারে। সাজিদের কথা শুনে হাসতে হাসতেই বলল, 'তুই কি আমাকে চোর-ডাকাত টাইপ কিছু ভাবিস নাকি রে?'

'না। তবে যেভাবে তুমি একেবারে সবকিছু থেকে ইস্তফা দিয়ে বেখবরে চলে গেলে, তাই ভাবলাম আত্মগোপনে আছ কি না।'

দুজনের মধ্যে কথোপকথন চলছিল। মুখ গোমড়া করে আমি নীলু দার পাশে বসে আছি। একপর্যায়ে নীলু দা বলল, 'তবে ভালোই হয়েছে তোর সাথে দেখা হয়ে। কিছুদিন ধরে মনে মনে আমি তোকেই খুঁজছিলাম।'

সাজিদ বলল, 'তুমি খুঁজছিলে আমাকে! অবাক করা ব্যাপার!'

'বিস্মিত হলি বলে মনে হলো' বলল নীলু দা।

'বিস্মিত হবারই তো কথা। তোমার মতো লিজেন্ডারি পারসন আমার খোঁজ করছে, এই খুশিতে তো আমার বাকবাকুম বাকবাকুম করতে মন চাইছে।'

নীলু দা চোখ রাঙিয়ে বলল, 'মজা করবি না একদম। আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলেছি। তোর কাছে একটি ব্যাপার জানার ছিল আমার।'

এবার সাজিদ বেশ আগ্রহ দেখিয়ে জানতে চাইল, 'ব্যাপার কী?'

নীলু দা গা ঝেড়ে উঠে বলল, 'তুই তো জানিস, আমি উইমেন রাইটস নিয়ে কাজ করি। নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপত্তা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করাই আমার প্যাশন বলতে পারিস।'

সাজিদ বলল, 'তা তো আমি জানিই। নতুন করে বলার কী দরকার?'

'দরকার আছে। যেখানেই আমরা নারীর অমর্যাদা আর অসম্মান দেখব, আমাদের উচিত সেখানেই প্রতিবাদ করা, রাইট?'

'হুম।'

Scanned by CamScanner

'সেই অসম্মানটা ধর্মের নামে হোক বা অধর্মের নামে, আমাদের প্রতিবাদ সব জায়গাতেই জারি থাকা উচিত। তাই নয় কি?'

সাজিদ 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল।

'তাহলে বল, একটি ধর্মগ্রন্থ যদি নারীদের শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করে এবং যদি বলে যে তাদের যেমন ইচ্ছে ব্যবহার করতে, তখন ব্যাপারটি কেমন দেখায়?'

সাজিদ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। বুঝতে পেরেছি লম্বা একটি লেকচার ঝাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে। তবে এই মুহূর্তে তার লেকচার শোনার কোনোরকম ইচ্ছে আমার নেই। উঠে হাঁটতে পারলেই বাঁচি; কিন্তু সম্মানিত এক সিনিয়র বড় ভাই সাথে আছেন বলে এভাবে ওঠা-ও সম্ভব না। তাই ইচ্ছে না থাকলেও সাজিদের লেকচার গলাধঃকরণ ছাড়া এই মুহূর্তে আর কোনো উপায় নেই।

এবার সাজিদ বলতে শুরু করল, 'বুঝতে পেরেছি। তুমি নিশ্চয়ই সূরা বাকারার ২২৩ নাম্বার আয়াতের কথা বলছ, তাই না?'

নীলু দা না জানার ভান করে বলল, 'আমি আসলে জানি না কুরআনের কোথায় এটা বলা আছে। তবে আমি নিশ্চিত হয়েছি এরকম কিছু ব্যাপারে। এরকম কিছু যদি থেকে থাকে, তাহলে এই বক্তব্যের সাথে কি তুই একাত্মতা পোষণ করিস, সাজিদ?'

সাজিদ আবারও কয়েক মুহূর্ত ভাবল। এরপর বলল, 'আমি একাত্মতা পোষণ করি কি না, সেটি জরুরি নয়। জরুরি হচ্ছে কুরআনের এই আয়াত থেকে তুমি কী বুঝেছ সেটি।'

নীলু দা বলল, 'নতুন করে আর কী বুঝব? ওখানে তো খুব স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে নারীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা তাদের যেভাবে মন চায় ব্যবহার করো। নারীর জন্য এর চেয়ে অপমানজনক কথা আর কিছু কি থাকতে পারে, বল?'

সাজিদ নীলু দার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'এভাবে উত্তেজিত হচ্ছ কেন দাদা ভাই? কুল! আমি তো তোমাকে ঠান্ডা মাথার লোক হিশেবেই জানি। তোমার কাছ থেকে এরকম তাড়াহুড়ো কিন্তু একদম আশা করি না।'

সাজিদের কথা শুনে নীলু দা একটু নরম হলো বলে মনে হচ্ছে। নীলু দা বলল, 'কিন্তু সাজিদ, ব্যাপারটা খুবই সাংঘাতিক নয় কি? একটি ধর্মগ্রন্থে কীভাবে এরকম

Scanned by CamScanner

কথা লেখা থাকতে পারে বল? আবার এই কথা কোটি কোটি মানুষ পড়ে এবং মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করে। কী অদ্ভুত!'

'তুমি যেভাবে ভাবছ ব্যাপারটি আসলে সেরকম নয়।'

সাজিদের কথা শুনে বেশ অবাক হলো নীলু দা। বলল, 'মানে কী? তুই বলতে চাইছিস কুরআনে এমন কোনো কথা নেই?'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে।'

'তাহলে?'

'কুরআনের ওই কথাগুলোকে তোমরা ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে থাক।'

বিতর্ক জমে উঠছে। সাজিদের সাথে রাগ করে উঠে না গিয়ে ভালোই করেছি। আমার সাবেক তার্কিক বড় ভাইয়ের সাথে বর্তমান বন্ধুর তর্কটা উপভোগ্য হবে বলেই মনে হচ্ছে। এই মুহূর্তে নীলু দার জায়গায় মফিজুর রহমান স্যার হলে নিশ্চিত সাজিদকে 'মহামতি আইনস্টাইন' বলে ঠাট্টা করত; কিন্তু নীলু দা সেরকম নয়। খুবই ঠান্ডা মেজাজের লোক। বলল, 'তুই বলতে চাচ্ছিস যে, কুরআনের এই কথার অন্য কোনো ব্যাখ্যা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী সেটি?' জানতে চাইল নীলু দা।

সাজিদ দীর্ঘ বক্তব্য শুরুর আগে যা করে এবারও তাই করল। প্রথমে ঝেড়ে কেশে নিল। এরপর বলতে শুরু করল, 'সবার আগে আমরা কুরআন থেকে ওই অংশটুকু দেখে নিই যা নিয়ে তুমি কথা উঠিয়েছ। এটি আছে সূরা বাকারার ২২৩ নাম্বার আয়াতে। কুরআনে বলা হয়েছে, 'Your wives are a tilth for you, so go to your tilth when or how you will.' অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।'

আয়াতটির অর্থ বলা শেষ হলে সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে এই আয়াতটি দ্বারা কুরআন নারীদের অতি তুচ্ছ শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা তো করেছে, সাথে তাকে পুরুষের যৌন-চাহিদা মেটানোর জন্য নারীদের যেভাবে ইচ্ছা

Scanned by CamScanner

ব্যবহার করার অনুমতিও দিচ্ছে, তাই না?'

নীলু দা বলল, 'তা নয়তো কী?'

হাসল সাজিদ। হেসে বলল, 'দেখা যাক কুরআন আসলে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছে। আচ্ছা নীলু দা, তোমাকে একটি প্রশ্ন করি। তুমি কি জানো, কুরআন কার ওপর নাযিল হয়েছিল?'

নীলু দা বলল, 'নবী মুহাম্মদের ওপর।'

'এক্সাক্টলি। তাহলে কুরআনকে আমাদের ঠিক সেভাবেই বুঝতে হবে, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝেছেন এবং বুঝিয়েছেন, তাই না?'

মাথা নাড়ল নীলু দা। সাজিদ তার বক্তব্য চালিয়ে গেল, 'কুরআনের আয়াতগুলো বুঝতে হলে সবার আগে সেগুলো নাযিলের প্রেক্ষাপট, অবস্থা এবং ঘটনার পরম্পরা বুঝতে হবে। 'সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো' এই অংশ দিয়ে কি সত্যিই নারীদের ওপর পুরুষের যেমন ইচ্ছা যৌন-ক্ষুধা নিবারণের নির্দেশ কুরআন দেয় কি না এটা জানার আগে তোমাকে তৎকালীন আরবে ইহুদীদের একটি কুসংস্কার সম্পর্কে জানাই। সেটি হচ্ছে, তৎকালীন আরবের ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে, যদি স্বামীরা তাদের স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক হতে সহবাস করে তাহলে উক্ত মিলনের ফলে তাদের গর্ভে ট্যারা সন্তানের জন্ম হবে। অর্থাৎ পেছনের দিক হতে সহবাস করাটা তৎকালীন ইহুদীরা নাজায়েয মনে করত। তারা ভাবত এতে করে নাকি ট্যারা সন্তান ভূমিষ্ট হয়। ইমাম ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত তাফসীর *তাফসীরে ইবনে কাসীর*-এ এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এসম্পর্কিত বেশকিছু বিশুদ্ধ হাদীসের রেফারেন্স টেনেছেন। সেখানে একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, একবার ইবনু উমার কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে তিনি যখন এই আয়াতে, অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং, তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো'-তে এলেন, তখন পাশের একজন সাহাবীকে ডেকে বললেন, 'নাফী! এইমাত্র আমি যে আয়াত তিলাওয়াত করলাম সেটি নাযিলের প্রেক্ষাপট কি তুমি জানো?'

ইবনু উমারের প্রশ্নের জবাবে ওই সাহাবী বললেন, 'না। আমি জানি না।' তখন ইবনু উমার বললেন, 'আমরা স্ত্রীদের সাথে পেছনের দিক হতে সহবাস করতাম;

Scanned by CamScanner

কিন্তু যখন আমরা মদীনায় হিজরত করলাম এবং সেখানে যখন আমরা আনসারী নারীদের বিয়ে করলাম, আমরা তাদের সাথেও একইভাবে মিলিত হতে চাইতাম; কিন্তু আনসারী নারীরা, যারা একসময় ইহুদী ছিল, তারা এটা পছন্দ করত না। তারা এতকাল মেনে আসা ইহুদী রীতিই মেনে চলতে চাইল। তখনই আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।'

এতটুকু বলা শেষ করে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'এই ঘটনা থেকে কী বোঝা গেল? বোঝা গেল যে, এই আয়াত নারীদের ওপর পুরুষের অবাধ যৌন-কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি নয়; বরং ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত একটি কুসংস্কার উঠিয়ে দিতেই নাযিল হয়েছে। ইহুদীরা বিশ্বাস করত, স্ত্রীদের সাথে পেছন দিক থেকে সহবাস করলে ট্যারা সন্তান হয়। এই কুসংস্কার দূরীকরণার্থেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন—'তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করো।' অর্থাৎ 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করো।' একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করতেই এই আয়াত নাযিল হয়েছে। এখানে নারীদের সাথে যখন যেভাবে ইচ্ছা মিলিত হওয়াটা গৌণ, মূলত কুসংস্কারের পতন ঘটানোই ছিল মুখ্য।'

নীলু দা তার কপালে বিরক্তির ভাঁজ টেনে বলল, 'আরও সহজ করে বলত ভাই। আমি এত প্যাঁচগোছ বুঝি না।'

নীলু দার কথা শুনে সাজিদ আবারও হাসল। বলল, 'ঠিক আছে, আমি সহজ করেই বলছি। আমাদের গ্রামাঞ্চলে একটি কুসংস্কার চালু আছে। সেটি হলো—যখন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হয়, তখন যদি কোনো গর্ভবতী নারী শরীর বাঁকা করে দাঁড়ায়, তাহলে নাকি পেটের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়। এখন এই কুসংস্কার দূর করতে কেউ যদি বলে, 'সূর্যগ্রহণের সময়ে তোমরা যেভাবে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে থাকো, তাহলে এই কথার দ্বারা কি এটাই বোঝানো হয় যে, নারীদের কেবল দাঁড়িয়েই থাকতে হবে? বসতে পারবে না? হাঁটতে পারবে না? আর এই দাঁড়িয়ে থাকতে বলায় কি নারীদের অপমান-অপদস্থ করা হয়? না। বরং এই কথার উদ্দেশ্য হলো—সূর্যগ্রহণের সময় বাঁকা হয়ে দাঁড়াও বা সোজা হয়ে, হাঁটো কিংবা বসো, যা-ই ইচ্ছা করো—কোনো সমস্যা নেই। এতে গর্ভের সন্তান বিকলাঙ্গ হবে না। এই কথার মূল উদ্দেশ্য হলো একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা। আর কিছু নয়।'

Scanned by CamScanner

নীলু দা কিছু না বলে চুপ করে আছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'ঠিক সেরকম, কুরআনের ওই আয়াতের উদ্দেশ্য কিন্তু পুরুষদের অযাচিতভাবে নারীদের ওপর যৌন-ক্ষুধা মেটানোর নির্দেশনা নয়; বরং একটি কুসংস্কারের মূলোৎপাটন।'

বিকেলের সূর্যটা আরও কিছুটা পশ্চিমে হেলে পড়েছে। রোদের তীব্রতাও কমে এসেছে অনেকটা। এরকম পড়ন্ত বিকেলে ধোঁয়া-ওড়া চায়ের কাপ হাতে যদি শরতের বইতে মগ্ন হওয়া যেত তাহলে বেশ হতো; কিন্তু দুই বন্ধুর এই জ্ঞানমূলক তর্ক-বিতর্ক ছেড়েও উঠে যাওয়া যাবে না।

নীলু দা বলল, 'তা না-হয় বুঝলাম; কিন্তু নারীদের যে শস্যক্ষেতের সাথে তুলনা করল, সেটির ব্যাপারে কী বলবি?'

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'কুরআনের অনন্যতার একটি বড় দিক হচ্ছে—চমৎকার ভাষশৈলী। কিছু কিছু ব্যাপার সহজে বোঝানোর জন্য কুরআনে মাঝে মাঝে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে ব্যবহৃত উপমাগুলো এতই সুন্দর, প্রাসঙ্গিক আর চমৎকার যে, সেগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে তুমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে।'

নীলু দা গাল বাঁকা করে বলল, 'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস যে নারীদের শস্যক্ষেত্র বলাটা একটি উপমা? নারীদের শস্যক্ষেত্র বলে কুরআন মূলত উপমা দিয়েছে?'

সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ।'

হাসল নীলু দা। বলল, 'মাই গুডনেস! এই 'শস্যক্ষেত্র' শব্দটির মধ্যে তুই উপমা খুঁজে পাচ্ছিস সাজিদ! তুই এতটা অন্ধবিশ্বাসী হয়ে বসলি কবে থেকে?'

মুচকি হেসে সাজিদ বলল, 'শস্যক্ষেত্র শব্দটি কি 'ঝলসানো রুটি' শব্দের চেয়ে খারাপ?'

নীলু দা চোখ কপালে তুলে বলল, 'মানে কী?'

'মানে হলো, কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য যখন পূর্ণিমার চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি'র সাথে তুলনা করে উপমা দেয়, তখন কিন্তু তোমাদের কাছে বেখাপ্পা লাগে না; কিন্তু কুরআন কেন নারীদের শস্যক্ষেত্র বলেছে সেটি নিয়ে তোমাদের ঢের আপত্তি। জাত গেল-জাত গেল অবস্থা!'

Scanned by CamScanner

চুপ মেরে গেল নীলু দা। সম্ভবত সাজিদের যুক্তির কাছে কুপোকাত হয়ে গেছে মনে মনে। নীলু দা মুখ খুলে কিছু বলার আগেই সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'শস্যক্ষেতের উপমা দিয়ে কুরআন তো নারীদের অপমান করে-ই-নি, বরঞ্চ, প্রকৃতিগতভাবে নারীর যে অবস্থান আর সম্মান, কুরআন তাকে ঠিক সেভাবেই তুলনা করেছে।'

'এই উপমার মধ্যে তুই নারীর জন্য সম্মান খুঁজে পাচ্ছিস? বাহ! তোর যুক্তির তো তারিফ করা লাগে, সাজিদ।' উপহাসের সুরে বলল নীলু দা।

সাজিদ বলল, 'দেখো নীলু দা, নারী হচ্ছে এমন—যে সন্তান জন্ম দেয় এবং তাদের বুকে আগলে রাখে এবং যার বুকের দুধ পান করে সন্তান বেড়ে ওঠে। একজন নারী তার সবটুকু দিয়ে নিজের সন্তানের জন্য লড়ে যায়। তাহলে চিন্তা করো তো, আমরা যদি সন্তানদের শস্য তথা ফসলের সাথে মিলিয়ে দেখি, একজন নারী কি তখন শস্যক্ষেতের ভূমিকায় থাকে না? শস্যক্ষেতের বুক থেকে যেমন চারাগাছগুলো পানিসহ যাবতীয় উপাদান গ্রহণ করে বেঁচে থাকে, মায়ের বুকের দুধ পান করে একজন শিশুও কি ঠিক সেভাবে বেড়ে ওঠে না? তাহলে এই উপমাতে ভুল কী আছে বলো?'

নীলু দা বলল, 'যত যুক্তিই থাকুক না কেন, শস্যক্ষেত্র শব্দটি নারীর জন্য যথেষ্ট অপমানজনক এবং অসম্মানের বলে মনে করি।'

'একজন কৃষক এবং তার শস্যক্ষেত্র নিয়ে ভুল ধারণা থাকলেই কেবল এই উপমাটিকে অপমানজনক বলা যায়। একজন কৃষকের কাছে তার শস্যক্ষেত্রের চেয়ে বেশি আপন আর কী হতে পারে? একজন কৃষক কতটা যত্নের সাথে, পরিচর্যার সাথে তার শস্যক্ষেতের দেখভাল করে তুমি জানো? তাছাড়া, এখানে শস্যক্ষেত্রের উপমাটি এজন্যেই টানা হয়েছে; কারণ, একজন কৃষক তার শস্যক্ষেত্রকে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে চাষ করতে পারে। সে চাইলে লম্বালম্বি চাষ করতে পারে, অথবা আড়াআড়িভাবে চাষ করতে পারে। এতে কিন্তু ফসলের কোনোই ক্ষতি হয় না। কুরআনও ঠিক একই উপমা টেনে বলছে—'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে যেভাবে ইচ্ছা সহবাস করো। সামনের দিক হতে অথবা পেছনের দিক হতে। এতে করে তোমাদের সন্তানেরা অবশ্যই ট্যারা হয়ে জন্মাবে না। এটা একটি কুসংস্কার। এই কুসংস্কার থেকে তোমরা বেরিয়ে আসো।' কুরআন পুরুষদের কৃষক বানিয়ে বলছে—'নারীরা হলো তোমাদের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ। তোমাদের শস্যক্ষেত্রের জন্য যেমন তোমরা উত্তম বীজ, উত্তম সার, উত্তম পরিচর্যার ব্যবস্থা করে থাকো, ঠিক

Scanned by CamScanner

সেভাবেই তোমাদের স্ত্রীদের সাথেও তোমরা উত্তম ব্যবহার, উত্তম আচরণ, উত্তম কর্ম সম্পাদন করবে।'

সাজিদের কথা শুনে নীলু দা আবারও চুপ হয়ে গেল। সাজিদ বলতে লাগল, 'নারীদের 'শস্যক্ষেত্র' বলে কুরআন যদি তাদের অপমান করে থাকে, তাহলে একই সূরার ১৮৭ নাম্বার আয়াতে যে বলা আছে—'They (your wives) are clothing for you and you are clothing for them.' অর্থাৎ 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য বস্ত্রস্বরূপ, আর তোমরা তাদের জন্য বস্ত্রস্বরূপ।' এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরুষদের নারীর বস্ত্রের সাথে তুলনা করেছেন। বলো তো, কাপড়ের মতো খুবই তুচ্ছ জিনিসের সাথে তুলনা দিয়ে কুরআন কি তাহলে পুরুষদের অপমান করেছে? একদমই না। মূলত এই উপমা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বুঝিয়েছেন যে—'স্বামী আর স্ত্রী একে-অপরের খুবই কাছের। তারা এতই কাছের যেভাবে কাপড় শরীরের সাথে লেপ্টে থাকে।'

মাগরিবের আযান পড়তে শুরু করেছে। এতক্ষণ পরে নীলু দা আমার দিকে তাকাল। আমি তখনো মন খারাপ করে বসে আছি। নীলু দা আমার পিঠে হালকা চিমটি কেটে বলল, 'কবি ভাই, আপনার কবিতার জন্য কিন্তু আমি অপেক্ষা করে আছি এখনো।'

আমার মনে পড়ল নীলু দাকে কবিতার একটি পাণ্ডুলিপি দেবো বলেছিলাম। পরীক্ষার চাপে সে কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি আমি। নীলু দার দিকে তাকিয়ে হালকা হাসার চেষ্টা করে বললাম, 'পেয়ে যাবে নিশ্চয়ই।'

আমার কথায় মুচকি হাসল নীলু দা। বলল, 'দেখো ভাই, সুনীলের কবিতার মতো হয়ে যেয়ো না যেন!'

বললাম, 'সুনীলের কোন কবিতা?'

'ওই যে, 'কেউ কথা রাখেনি'...। হা-হা-হা।'

নীলু দার কথা শুনে আমরা তিনজনই হেসে উঠলাম। নীলু দাকে বিদায় জানিয়ে সালাত পড়ার জন্যে আমরা ছুটে এলাম সেন্ট্রাল মসজিদে। প্রথম রাকআতে ইমাম সাহেব তিলাওয়াত করছেন সূরা দোহা। সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াতে পুরো মসজিদ এক অপূর্ব সুরের মূর্ছনায় ছেঁয়ে গেছে।

Scanned by CamScanner

A Reply to Christian Missionary

ভদ্রলোকের তারুণ্যদীপ্ত চেহারা। চুল আর দাড়িতে পাক ধরায় মনে হচ্ছে হঠাৎ করেই যেন বয়স বেড়ে গেছে; কিন্তু চেহারার মধ্যে তারুণ্যের ছাপ স্পষ্ট। এই মুহূর্তে তিনি খুব মন খারাপ করে আমার সামনে বসে আছেন। কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের মুখ ভারী হলে আশপাশের পরিবেশ গুমোট আকার ধারণ করে। ভদ্রলোকও সেরকম একজন মানুষ। মনখারাপ অবস্থাটা ওনার সাথে একদমই যাচ্ছে না।

তার ফোন বেজে উঠল। কপাল কুঁচকে তিনি ফোনের দিকে তাকালেন। দেখে মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে তিনি খুবই বিরক্তি বোধ করছেন। ফোনটি বাজতে বাজতেই বন্ধ হয়ে গেল। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন। তাকিয়ে হালকা হাসার চেষ্টা করলেন; কিন্তু কৃত্রিম হাসিতে তাকে একদম মানায়নি।

তাকে প্রশ্ন করলাম, 'তো, আপনি খ্রিস্টান মিশনারিদের কোথায় পেলেন?'

প্রশ্ন শুনে তিনি কিছুটা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি পান করলেন। একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'আমার এক বৃটিশ বন্ধু লন্ডনে মিশনারিদের একটি দাওয়া-প্রোগ্রামে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল; সেখানেই।'

'আপনার বন্ধু কি মুসলিম?'

'না। খ্রিস্টান।'

'ও আচ্ছা।'

Scanned by CamScanner

ভদ্রলোকের সমস্যা সম্পর্কে একটু বলে নেওয়া দরকার। তিনি সম্প্রতি খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছ থেকে একটি তথ্য পেয়েছেন। এই তথ্যটি এতটাই বিদঘুটে যে, এর সত্যাসত্য না জানা অবধি ভদ্রলোক কোনো শান্তি পাচ্ছেন না। তথ্যটি হলো—কুরআনে নির্দিষ্ট করে বলা নেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিন ঠিক কাকে কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নাকি ইসহাক আলাইহিস সালামকে? হাদীসেও এটির তেমন কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় না; কিন্তু মুসলিমরা নাকি অন্ধভাবেই বিশ্বাস করে যে—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সেদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালামকেই কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। কুরআন এই ইস্যুতে কোনো নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করলেও বাইবেলে উল্লেখ পাওয়া যায়, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানী করতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

আমাদের আলাপ আরও কিছুদূর গড়াল। বললাম, 'তো, এখন আপনি কী বিশ্বাস করছেন?'

ভদ্রলোক আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। সম্ভবত তিনি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। এরই মধ্যে আমাদের মাঝে সাজিদ এসে উপস্থিত। হাতে একগাদা বই। লাইব্রেরি থেকে ফিরেছে। এসেই সে আমার পাশে ধপাস করে বসল। কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। কাঁধ থেকে ব্যাগটি টেবিলে রাখতে রাখতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল—'আচ্ছা, তোকে যদি বলি ক্লাসিক্যাল একটি সীরাতগ্রন্থের নাম বলতে, তুই কোন সীরাতটির কথা বলবি?'

তার চুল উসকোখুসকো। চশমার ফ্রেম ঠিক করতে করতে উত্তর পাবার আশায় সে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম—'ইবনু ইসহাক অথবা ইবনু হিশামের সীরাতগ্রন্থ। যদি আরও আপডেটেড সীরাতের কথা জানতে চাস তাহলে হাল আমলের *আর রাহীকুল মাখতূমের* কথা বলতে পারি।'

সাজিদ জোরে একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'হুম। আমি জানতাম তুই এই উত্তরটাই দিবি। ৯৫ ভাগ শিক্ষিত বাঙালী মুসলিম এই উত্তরই দেবে।'

'তুই কী বলতে চাচ্ছিস, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

Scanned by CamScanner

সে আবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সীরাতের নাম উঠলেই লাফ দিয়ে ইবনু ইসহাক অথবা ইবনু হিশামে চলে যাস; কিন্তু বাংলা ভাষায় যে অত্যন্ত ক্লাসিক্যাল সীরাত মজুদ আছে, সেটা কি জানিস?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। বাংলা ভাষায় সীরাত! তাও আবার ক্লাসিক্যাল পর্যায়ের! ঠিক মনে করতে পারছি না। হয়তো বা আমার জানা নেই। বললাম— 'না তো। কোনটার কথা বলছিস?'

সাজিদ বলল, 'মাওলানা মুহাম্মদ আকরাম খাঁ এর *মোস্তফা চরিত*'।

'বইটির কথা আমি অনেক শুনেছি। কখনো পড়া হয়নি অবশ্য। এটি যে এত উঁচু এবং ক্ল্যাসিক্যাল পর্যায়ের সীরাত সেটাই আমি জানতাম না। বললাম—বলিস কী? এত বিখ্যাত সীরাত অথচ আমিই জানি না? বাই দ্য ওয়ে, তুই কি পড়েছিস সেটি?'

সাজিদ কোনো উত্তর দেয়নি। আমি জানতাম সে উত্তর দেবে না। পড়েছে তো অবশ্যই, নয়তো এখানে এসে এটা নিয়ে লেকচার ঝারত না। পাশে বোমা ফাটলেও যার মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরোয় না, সে এসেই যখন এত্তবড় লেকচার দিয়ে দিল, তাহলে নিশ্চিত সামথিং ইজ দেয়ার।

আমাদের আলাপের মাঝখানে ভদ্রলোক কথা বলে উঠলেন। ও হ্যাঁ, ভদ্রলোকের নাম বলা হয়নি। তার নাম আহসান ইমতিয়াজ। আহসান সাহেব সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন— 'তুমিই কি সাজিদ?'

সাজিদ তার দিকে তাকাল। সে মনে হয় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। সালাম দিয়ে বলল, 'জি, আমিই সাজিদ'।

ভদ্রলোক 'ওয়া আলাইকুম আসসালাম' বলে সাজিদের দিকে হাত বাড়াল। আমি বললাম— 'সাজিদ, আহসান আঙ্কেল সেই সকাল দশটা থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছেন।'

সাজিদের প্রশ্ন, 'তুই কি গতকাল তার কথাই বলছিলি?'

'হ্যাঁ।'

সাজিদ আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বলল— 'সরি আঙ্কেল! আসলে আজ আমার এক্সট্রা ক্লাস ছিল বলে লেইট হয়ে গেল।'

Scanned by CamScanner

মাধ্যমে আহসান আঙ্কেল তার মনের খচখচানির ব্যাপারটি সাজিদকে খুলে বলতে লাগলেন—'আসলে হয়েছে কি জানো, খ্রিস্টান মিশনারিদের পাল্লায় পড়ে খুব শঙ্কার মধ্যে আছি। তারা বলতে চায় যে—ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তার পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকেই সেদিন কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেলে নাকি এমনটাই বলা আছে।'

সাজিদ চুপচাপ, ঠান্ডা মাথায় সবকিছু শুনে বলল—'বাইবেলের যে জায়গায় ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বদলে ইসহাক আলাইহিস সালামের কথা আছে তা কি আপনি পড়েছেন?'

'হ্যাঁ' বললেন আহসান আঙ্কেল।

'মনে আছে সেই অংশটুকু?'

'হ্যাঁ'

'বলুন তো।'

আহসান আঙ্কেল এবার বাইবেলের সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করে বললেন—'বাইবেলের *ওল্ড টেস্টামেন্টের* জেনেসিস অধ্যায়ে বলা আছে—'And He (God) said, 'Take now thy son, thine only (son) whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah; and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of.'[১]

এই রেফারেন্স টেনে মিশনারিরা প্রমাণ করতে চায় যে সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাইলকে নয়; বরং ইসহাককে কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন'।

সাজিদ বলল, 'আঙ্কেল, আপনি এইমাত্র বাইবেলের যে অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাতে বলা আছে—'ঈশ্বর ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ দিচ্ছেন যে, তার একমাত্র সন্তান, যাকে তিনি নিজপ্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসেন, তাকে নিয়ে ঈশ্বরের দেখানো পর্বতে গিয়ে কুরবানী দিতে।'

Scanned by CamScanner

আহসান আঙ্কেল বললেন, 'হ্যাঁ; কিন্তু বাইবেল এও বলছে যে সেই পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নয়, ইসহাক আলাইহিস সালাম।'

সাজিদ বলল 'সেই আলোচনায় আমরা একটু পরে আসছি। আগে আপনি এই অংশটুকু খেয়াল করুন। এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আদেশ করে বলা হচ্ছে—Take your only son. বিষয়টি গভীরভাবে বোঝার জন্য বাইবেলের এই শব্দচয়ন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। মূল হিব্রু ভাষায় Only শব্দের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো—Yachiyd. হিব্রুতে Yachiyd শব্দ দিয়ে 'এবসলিউট সিঙ্গুলারিটি' বোঝায়। মানে—কেবল একজনই—Just One.

আমি আর আহসান আঙ্কেল মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথা শুনছি—'তাহলে, ঈশ্বর যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 'তোমার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে যাও' বলে আদেশ দিচ্ছেন, তখন সেই আদেশে আসলে কাকে বুঝানো হচ্ছে? ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে? না ইসহাক আলাইহিস সালামকে?

আমরা দুজনই চুপ করে আছি। সাজিদ বলে চলল—'এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের এই ঘটনার পেছনের ইতিহাস খতিয়ে দেখতে হবে। ইহুদী, খ্রিস্টান, মুসলিম অর্থাৎ আব্রাহামিক ধর্মের সকল স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম জীবনের অধিকাংশ সময় সন্তানহীন ছিলেন। তখন তার স্ত্রী ছিলেন সারা আলাইহাস সালাম। যখন সারা আলাইহাস সালামের গর্ভে কোনো সন্তানের জন্ম হচ্ছিল না, তখন তিনি তার একজন দাসীর সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিয়ের বন্দোবস্ত করেন। সেই দাসীর নাম ছিল হাজেরা আলাইহাস সালাম। রাইট?'

'হুম' আমি বললাম।

'তাদের বিয়ের পরে হাজেরা আলাইহাস সালামের গর্ভ থেকে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ভূমিষ্ট হন যখন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বয়স ছিল চুরাশি বছর, তাই না?'

আহসান আঙ্কেল মাথা নেড়ে সায় দিলেন। সাজিদ বলতে লাগল—'অর্থাৎ ইহুদী, খ্রিস্টান এবং ইসলাম ধর্মের স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রথম পুত্র। ইসমাঈলের বয়স যখন ১৪ বছর, তখন সারা আলাইহাস সালাম, অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস

Scanned by CamScanner

সালামের প্রথম স্ত্রী, গর্ভবতী হন এবং পরে ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়। মোদ্দাকথা, ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের চেয়ে ১৪ বছরের ছোট ছিলেন। আরও পরিষ্কারভাবে বললে—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এবং ইসহাক আলাইহিস সালামের মধ্যে ১৪ বছরের একটা টাইম-গ্যাপ থেকে যায়। এতটুকু কি ক্লিয়ার?'

আহসান আঙ্কেল আবার 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়লেন।

'তাহলে, এখান থেকে, অর্থাৎ বাইবেল থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে—ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্মের পরে আরও ১৪ বছর পর্যন্ত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কেবল একজন সন্তানেরই পিতা ছিলেন। মানে তখন শুধু তার সন্তান ছিলেন—ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। রাইট?'

'হুম।'

'এখন, আমরা আবার বাইবেলের সেই অংশে ফিরে যাই, যে অংশে বলা হচ্ছে—'তোমার পুত্রকে, তোমার একমাত্র পুত্রকে নিয়ে যাও আমার দেখানো পর্বতে।' দেখুন আঙ্কেল, বাইবেল কিন্তু খুব স্পষ্ট করেই বলছে—'তোমার একমাত্র পুত্রকে।' এখন আমরা যদি খ্রিষ্টান মিশনারিদের কথামতো ধরেও নিই

Scanned by CamScanner

এতটুকু বলে সাজিদ একটু থামল। আহসান আঙ্কেল বললেন—‘কিন্তু এখানে একটা সমস্যা আছে, সাজিদ। খ্রিষ্টানরা ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নবী হিশেবে এবং ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ পুত্র হিশেবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। কেন দিতে চায় না, জানো? কারণ, ইসমাঈল আলাইহিস সালামের জন্ম হয়েছিল একজন দাসীর গর্ভে, তাই।’

আহসান আঙ্কেলের এই কথা শুনে সাজিদ হাসল। এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে সে কখনো হাসে না। আজ ব্যতিক্রম হলো। হাসি থামিয়ে বলল—কিন্তু আঙ্কেল, বাইবেল যে এ ব্যাপারে একদম ভিন্ন কথা বলে।’

‘যেমন?’ আহসান আঙ্কেলের উৎসুক প্রশ্ন।

বাইবেলই বলছে, হাজেরা আলাইহাস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন। বাইবেলের জেনেসিসে বলা হয়েছে—‘Sara, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her slave-girl, and gave her to her husband Abram as his wife.’[১]

অর্থাৎ ‘সারা, যিনি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের স্ত্রী ছিলেন, তার দাসী হাজেরা আলাইহাস সালামকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে দিলেন স্ত্রী হিশেবে।’ এখান থেকে একেবারে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে হাজেরা আলাইহাস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন।’

আহসান আঙ্কেল বললেন, ‘আই সী।’

‘তাছাড়া, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম শুধু মুসলিম নয়, খ্রিস্টান এবং ইহুদীদের কাছেও একজন সম্মানিত প্রফেট। তাহলে তারা কীভাবে এটা ভেবে নিতে পারে যে এরকম সম্মানিত একজন প্রফেটের কারও সাথে অবৈধ সম্পর্ক থাকতে পারে এবং অবৈধ সন্তানও আসতে পারে?’

সাজিদের কথায় ভীষণ যুক্তি আছে। আসলেই তো। যাকে নবী হিশেবে মানে, তার বিরুদ্ধে এরা কীভাবে এরকম ধারণা পোষণ করে?

Scanned by CamScanner

আহসান আঙ্কেল বললেন—'তোমার কথা বুঝতে পেরেছি আমি। তবে এ ব্যাপারে তাদের কাছে একটি যুক্তি আছে। তারা বলে—শিশু ইসমাঈল নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হিশেবে ততদিন পর্যন্ত স্বীকৃত ছিলেন যতদিন ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্ম হয়নি। ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সাথে সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সন্তান হবার মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন।'

গ্লাস থেকে ঢকঢক করে পানি পান করল সাজিদ। এরপর গ্লাসটি টেবিলের ওপরে রাখতে গিয়ে বলল, 'এটাও কিন্তু একটা বাইবেল বিরোধী ঈমান, আঙ্কেল।'

সাজিদের কথায় আহসান আঙ্কেল বেশ অবাক হলেন। অবাক হলাম আমিও। চোখেমুখে বিস্ময় নিয়ে আহসান আঙ্কেল জানতে চাইলেন—'কোনটা?'

সাজিদ বলতে লাগল—'একটু আগে যে বললেন, যতদিন ইসহাক আলাইহিস সালাম জন্মাননি, ততদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্র ছিলেন। ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সাথে সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম পুত্রের মর্যাদা হারান।'

'হ্যাঁ। তারা এরকমই বলে' জবাব দিলেন আহসান আঙ্কেল।

'কিন্তু বাইবেল কী বলে জানেন?'

'কী?'

'বাইবেল বলছে—And his sons Isaac and Ishmael buried him (Abraham) in the cave of Machpelah.[১]

অর্থাৎ—'ইবরাহীমের পুত্র ইসহাক এবং ইসমাঈল ইবরাহীমকে দাফন করল মাকপেলাহ নামক একটি গুহায়'। দেখুন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পরেও বাইবেল বলছে—And his sons Isaac and Ismael. লক্ষ্যণীয়, বাইবেল কিন্তু ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মৃত্যুর পরেও ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে তার পুত্র বলেই স্বীকৃতি দিচ্ছে, আর খ্রিস্টান মিশনারিরা কিনা ইসহাক আলাইহিস

Scanned by CamScanner

সালামের জন্মের পরেই ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পুত্রের খাতা থেকে বাতিল করে দিচ্ছে। এ যেন বাইবেলের ওপরেই একধরনের খবরদারি!'

আসলেই তো! সাজিদের কথা শুনে মনে হচ্ছে খ্রিস্টান মিশনারিগুলো তাদের বাইবেলটা ভালোমতো পড়েও দেখেনি। পড়লে তো এরকম আহাম্মকি যুক্তি দেখানোর কথা নয়।

আহসান আঙ্কেল বললেন—'বেশ যৌক্তিক আলোচনা; কিন্তু মিশনারিরা বলে, এই ঘটনায় কুরআনও ইসমাঈল নয়, ইসহাকের দিকেই নাকি ইঙ্গিত করে। অর্থাৎ কুরআনের ইঙ্গিত থেকেও নাকি জানা যায়, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈলকে নয়, পুত্র ইসহাককেই কুরবানী দিতে নিয়ে গিয়েছিলেন।'

আহসান আঙ্কেলের কথা শুনে আমি বেশ অবাক হলাম। কুরআন এরকম একটি কথা কীভাবে বলতে পারে?

সাজিদ বলল—'যেমন?'

আহসান আঙ্কেল বলতে লাগলেন—'সূরা সাফফাতের ৯৯ থেকে ১১২ নম্বর আয়াতগুলো দেখো—

[৯৯] সে (ইবরাহীম) বলল, আমি আমার রবের পথেই চলব। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পথ দেখাবেন।

[১০০] হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীল একটি পুত্র সন্তান দান করুন।

[১০১] এরপর, আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।

[১০২] অতঃপর সে (পুত্র সন্তানটি) যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 'বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমায় আমি জবেহ করছি। এখন বলো, তোমার অভিমত কী? সে বলল—হে পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।

[১০৩] দুজনেই যখন আনুগত্যে মাথা নুইয়ে দিল। আর ইবরাহীম তাকে উপুড়

Scanned by CamScanner

করে শুইয়ে দিল।

[১০৪] আমি তাকে ডাক দিলাম 'হে ইবরাহীম!'

[১০৫] তুমি তোমার ওয়াদা পূর্ণ করেছ। নিশ্চয়ই, আল্লাহ এভাবে সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করেন।

[১০৬] এটি ছিল একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

[১০৭] এবং আমি তাকে এক মহান কুরবানীর বিনিময়ে ছাড়িয়ে নিলাম।

[১০৮] এবং আমি তাকে পরবর্তীদের জন্য স্মরণীয় করে রাখলাম।

[১০৯] ইবরাহীমের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক।

[১১০] এভাবেই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করেন।

[১১১] সে (ইবরাহীম) ছিল সৎকর্মশীলদের একজন।

[১১২] আর তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাকের, যে ছিল সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী।[১]

এখান থেকে খ্রিষ্টান মিশনারিরা বলতে চায় যে, আয়াতের প্রথম দিকে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে একজন ধৈর্যশীল পুত্রের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তার নাম উল্লেখ করা নেই। সূরাটিতে আরও কিছুদূর পরে এসে আবারও সুসংবাদ সংবলিত একটি পুত্রের কথা বলা হয় এবং নামও উল্লেখ করা হয়। এবার যার নাম উল্লেখ করা হয় তিনি হলেন ইসহাক আলাইহিস সালাম, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম নয়। অর্থাৎ কুরআন থেকেই সুস্পষ্ট যে, সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামকেই কুরবানী করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন।'

সাজিদ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, মিশনারিদের এই যুক্তি খুবই দুর্বল।'

---

১ সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৯-১১২

Scanned by CamScanner

‘কীভাবে?’ প্রশ্ন করলেন আহসান আঙ্কেল।

‘প্রথমে সূরা সাফফাতের একশতম আয়াতটি খেয়াল করুন। ওখানে কী বলা হচ্ছে? বলা হচ্ছে—হে আমার প্রতিপালক, আমাকে সৎকর্মশীল একজন পুত্র সন্তান দান করুন।’

এখন আমাদের জানতে হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এই প্রার্থনা কবে করেছিলেন। এই প্রার্থনা তিনি তখন করেছিলেন যখন তিনি সন্তানহীন ছিলেন। আগেই বলেছি, জীবনের দীর্ঘ চুরাশি বছর পর্যন্ত তিনি কোনো সন্তানের মুখ দেখেননি। ঠিক?’

‘হ্যাঁ’ বললাম আমি।

‘এর পরের আয়াতে কী আছে দেখুন। পরের আয়াতে আছে ‘এরপর আমি তাকে একজন ধৈর্যশীল পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দিলাম।’

খেয়াল করুন, সন্তানহীন অবস্থায় তিনি একজন সন্তানের জন্য প্রার্থনা করলেন। এরপর আল্লাহ তাকে পুত্র-সন্তান দান করলেন। সে কে তাহলে? ইহুদী, খ্রিস্টান ও ইসলাম এই তিন ধর্মের স্কলারগণ এই ব্যাপারে একমত যে—প্রার্থনার পরে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে-সন্তান লাভ করেছিলেন তিনি-ই ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

তাহলে, ঘটনার পরম্পরা এবং ইতিহাস বলছে—প্রথম সন্তান ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম। এইটুকু কি ক্লিয়ার?’

আমরা উভয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালাম। সাজিদ আবার বলতে লাগল, ‘এরপরের আয়াতে যান। বলা হচ্ছে—‘অতঃপর পুত্র-সন্তানটি যখন তার পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে পৌঁছাল, তখন ইবরাহীম বলল, ‘বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি তোমাকে জবেহ করছি। এখন বলো, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী? সে বলল, ‘হে পিতা, আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তাই করুন। আল্লাহ চাইলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীলই পাবেন।’

আগের দুই আয়াত থেকে একটি ব্যাপার ক্লিয়ার যে, উক্ত সন্তান ছিলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম নন এবং যাকে কুরবানী করার স্বপ্ন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দেখলেন, সেও তাহলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

Scanned by CamScanner

আর তখন কিন্তু ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মও হয়নি। কথাগুলোকে যদি আমরা প্রশ্নোত্তর-আকারে সাজাই তাহলে কীরকম দাঁড়ায় দেখা যাক—

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সন্তানের জন্য কখন প্রার্থনা করলেন?

যখন তিনি সন্তানহীন ছিলেন।

আল্লাহ তার দোয়া কবুল করে যখন তাকে একজন পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দেন, সে কি প্রথম সন্তান না দ্বিতীয়?

প্রথম সন্তান।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রথম সন্তানের নাম কী?

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

আয়াতে কোন সন্তানকে কুরবানী করার কথা বলা আছে?

দোয়া কবুলের পর সুসংবাদ-প্রাপ্ত সন্তানকে।

সেই সন্তান কে ছিলেন?

ইসমাঈল আলাইহিস সালাম।

সুতরাং, এখান থেকে এটি প্রমাণিত হলো যে, আয়াতে উল্লিখিত সন্তান ইসমাঈল আলাইহিস সালাম, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।'

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। আমাদের দুজনের কেউ কোনো কথা বলছি না দেখে সে আবার বলতে শুরু করল—'এবার তাহলে মিশনারিদের লজিকে আসা যাক। তারা বলছে—কুরআন প্রথমে একজন পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছে; কিন্তু কারও নাম উল্লেখ করেনি। কিছুদূর এসে কুরআন আবারও সুসংবাদসহ ইসহাক আলাইহিস সালামের নাম উল্লেখ করেছে। এখান থেকে তারা ধরে নিচ্ছে যে, কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়া পুত্র ইসহাক ছিলেন, ইসমাঈল নয়; কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা এই আয়াতগুলো থেকে এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট ইসমাঈল আলাইহিস সালামের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ইসহাক আলাইহিস সালামের নয়।

Scanned by CamScanner

যদি তাদের দাবি মেনেও নিই, তাহলে ব্যাপারটি কেমন দাঁড়ায়? ধরে নিই যে এখানে ইসমাঈল নয়, ইসহাক আলাইহিস সালামের কথাই বলা হচ্ছে। তাহলে আয়াতের পরম্পরা অনুযায়ী দেখুন তো কেমন দেখায় ব্যাপারটি—

প্রথমে পুত্র ইসহাক আলাইহিস সালামের সুসংবাদ দেওয়া হলো। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ইসহাক আলাইহিস সালামকে কুরবানী করার স্বপ্ন দেখলেন এবং ইসহাক আলাইহিস সালাম রাজি হলেন। ইসহাককে কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়া হলো। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কুরবানী করতে উদ্যত হলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে তাকে বাঁচিয়ে দিলেন। এরপর? এরপর আরও নিচে এসে আবারও ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হলো।

ব্যাপারটা কেমন বেখাপ্পা দেখাচ্ছে দেখুন। একবার ইসহাক আলাইহিস সালামের জন্মের সুসংবাদ। এরপরে তার বেড়ে ওঠার কাহিনি। তারপরে তাকে কুরবানী করার ও তাকে বাঁচিয়ে নেওয়ার কাহিনি। শেষে এসে আবার তার জন্মের কাহিনি। কেমন না ব্যাপারটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, পুরোই বিদঘুটে ব্যাপার।'

'ইসহাক আলাইহিস সালামকে এখানে বসাতে হলে কুরআন নিজেই তার বাচনভঙ্গি থেকে সরে যাচ্ছে; কিন্তু কুরআন এখানে ইসহাক আলাইহিস সালামকে নয়, ইসমাঈল আলাইহিস সালামকেই বুঝিয়েছে। তাছাড়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ইচ্ছার কাছে নিজের জীবন এভাবে উৎসর্গ করে দিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য শক্তির পরিচয় দিতে হবে। কুরআনের অনেক জায়গায় ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে 'ধৈর্যশীল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অন্যদিকে, কুরআনে ইসহাক আলাইহিস সালামকে উল্লেখ করা হয়েছে 'জ্ঞানবান' হিশেবে।[২]

এখান থেকেও উপসংহারে পৌঁছানো যায় যে, সেদিনের ঘটনায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে পুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।

Scanned by CamScanner

এছাড়াও, বিখ্যাত তাফসীরকারক ইবনু কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তার বিখ্যাত বই *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* গ্রন্থে ইবনু আব্বাস রাহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি টেনে লিখেছেন, 'সেদিন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে-পশু দিয়ে কুরবানী করেছিলেন তার শিং কাবা শরীফের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে সংরক্ষিত ছিল।'[১]

এখান থেকেও বোঝা যায় যে, উক্ত ঘটনায় সেদিন ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়। কারণ, এই বিষয়ে সকল ইতিহাসবিদ একমত যে, কেবল ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। ইসহাক আলাইহিস সালাম কখনোই মক্কায় আসেননি। তিনি ছিলেন মিশরে। সুতরাং, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মেরও হাজার বছর আগে থেকে আরবরা জানত, এখানে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে কুরবানী দিতে এনেছিলেন। তাই ইসমাঈল আলাইহিস সালামের সেই স্মৃতি রক্ষার্থে তারা যুগ যুগ ধরে সেটা সংরক্ষণ করে রেখেছিল। যদি ইসমাঈলের জায়গায় ইসহাক আলাইহিস সালাম হতেন, তাহলে পশুর এই শিং প্রাচীন মক্কার আরবদের পাওয়ার কথাই না। এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, সেদিন ঘটনাস্থলে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়।'

আহসান আঙ্কেল আরও কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন। তিনি কিছু বলার আগেই সাজিদ বলে উঠল—আঙ্কেল, Encyclopedia Judaica-তে কী বলা আছে আপনি জানেন?

আহসান আঙ্কেল বললেন, 'কী বলা আছে?'

'বলা আছে—It is related that a renowned traditionalist of Jewish origin, from the Qurayza tribe, and another Jewish scholar, who converted to Islam, told that Caliph Omar Ibn Abd al- c Aziz (717-20) that the Jews were well informed that Ismail was the one who was bound, but that they concealed this out of jealousy.'[২]

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ ইহুদীরাও খুব ভালোভাবে জানত যে, সেদিনকার ঘটনায় ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-ই ছিলেন, ইসহাক আলাইহিস সালাম নয়; কিন্তু ঈর্ষান্বিত ইহুদীরা এটা খুব সুকৌশলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে।'

আমি বললাম, 'এটা স্বীকার করে নিলে তাদের ক্ষতি কী?'

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইহুদী এবং খ্রিস্টানরাও খুব ভালোভাবে জানত যে, শেষ যামানায় একজন ঈশ্বরের দূত আসবে। তারা আশা করে রেখেছিল, সেই দূত হবে ইসহাক আলাইহিস সালামের বংশধরদের মধ্য থেকে। কারণ, ইসহাক আলাইহিস সালাম ছিলেন সারা আলাইহাস সালামের গর্ভের, যিনি একজন স্বাধীন নারী ছিলেন। পক্ষান্তরে, ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জন্মেছেন হাজেরা আলাইহাস সালামের গর্ভে, যিনি ছিলেন একজন দাসী। অর্থাৎ একজন দাসীর পেটে জন্ম নেওয়া সন্তানের বংশে ঈশ্বর এরকম একজন সম্মানিত দূত পাঠাবে, এটি অহংকারী ইহুদী-খ্রিস্টানরা মেনে নিতে পারেনি, তাই।'

এতটুকু বলে সাজিদ তার হাতে থাকা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, আমার আরেকটি ক্লাস আছে। আজকে উঠতে হবে যে।'

টেবিলে রাখা বইগুলো সাজিদ হাতে তুলে নিচ্ছে। দেখলাম বইগুলোর মধ্যে মাওলানা আকরাম খাঁ রচিত *মোস্তফা চরিত* বইটিও রয়েছে। আমি টান দিয়ে সেটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিলাম। এত ভালো মানের সীরাত এভাবে হাতছাড়া করা যায় না।

সাজিদ আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঙ্কেল, আজ তাহলে আসি?'

আহসান আঙ্কেল আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিলেন তার দিকে। হ্যান্ডশেক করা হলে আহসান আঙ্কেল সাজিদের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'Live long my son'।

সাজিদ মুচকি হাসল। তার ক্লাসের তাড়া আছে। সালাম দিয়ে সে ক্লাসের উদ্দেশ্যে ছুটল। সাজিদ চলে যাবার পরে আমি আহসান আঙ্কেলের দিকে তাকালাম। মনে হচ্ছে, এই লোকটার বয়স হওয়া উচিত ছিল ৩০ বছর; কিন্তু লোকটা ইতোমধ্যেই ৫০ এর কোঠা পার করে ফেলেছে। তার চেহারা থেকে বিরক্তির আভটুকু চলে গেছে। বিরক্তির বদলে সেখানে জায়গা করে নিয়েছে এক চিলতে হাসি।

Scanned by CamScanner

ইসলাম কি অমুসলিমদের অধিকার নিশ্চিত করে?

ভ্যাকেশনের সময়টাতে আমরা সাধারণত ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। ঘোরাঘুরির প্রতি আমার আগ্রহ বা কৌতূহল—কোনোটাই কোনোকালে ছিল না। ক্লাস, ল্যাব, এক্সাম—এসবের ভিড়ে চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতাম কবে একদিন ছুটি পাব আর পুরোদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেবো। করতামও তাই। ছুটির দিন মানেই আরামসে ঘুম; কিন্তু এই অভ্যাসের যবনিকাপতন ঘটে সাজিদের হাতে। যখন থেকে তার সাথে পরিচয়, ঠিক তখন থেকেই তার মধ্যে দুটি নেশা প্রবলভাবে দেখে আসছি। একটি হচ্ছে বই পড়া আর অন্যটা ঘোরাঘুরি।

'ট্রাভেলিং' বিষয়ক বাংলা এবং ইংরেজিতে যতগুলো বই আছে মোটামুটি সবগুলো তার পড়া। সে শিডিউল করে রেখেছে, ফাইনাল সেমিস্টারের পরে আমাকে নিয়ে নেদারল্যান্ডের আমস্টারডাম যাবে। আমস্টারডামের কোথায় কোথায় ঘুরব তারও একটি শর্ট লিস্ট রেডি করে রেখেছে সে।

সেই শিডিউলে আছে Anne Frank House, যে গৃহটির ওপর নির্মিত হয়েছে বিখ্যাত মুভি 'The Diary of a Young Girl', পৃথিবীর একমাত্র ভাসন্ত ফুলের মার্কেট Bloemenmarkt, Tuschinski Theater, Dam Square-সহ আরও বিভিন্ন বিখ্যাত জায়গা। সাজিদের ভাষ্যমতে, 'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই পৃথিবীকে এত সুন্দর করে সাজিয়েছেন—যাতে মানুষ তার অবসরে এইসব সৌন্দর্য অবলোকন করে নৈসর্গিক আনন্দ লাভ করতে পারে। অন্যথায় একটি ছোট্ট ফুলের পাঁপড়ির মধ্যে এরকম অঢেল লাবণ্য আর কারুকাজ দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না।

Scanned by CamScanner

আমাদের কাছে সৌন্দর্যের সর্বোচ্চ মাপকাঠি হচ্ছে জান্নাত। সাজিদ বলে, সৌন্দর্যের এই পরম মাত্রা বুঝাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা খুবই কমন কিছু জিনিস উপমা হিশেবে ব্যবহার করেছেন। যেমন—ঝরনা, বাগান ইত্যাদি, যা আমাদের হাতের নাগালের মধ্যেই। আমরা হরহামেশাই চাইলে দুনিয়ায় এসব দেখতে পারি। এসব উপমা দেওয়ার কারণ হতে পারে এই—আল্লাহ চাইছেন আমরা এসব দেখে, এসবের সৌন্দর্য দেখে বিমুগ্ধ হই এবং ভাবি—'আহ! এগুলোই এত মনোহর! জান্নাতের নহর আর বাগান না জানি কত সুন্দর!' আল্লাহ চান মানুষ ভ্রমণ করুক। দেখুক। বুঝুক। অনুধাবন করুক।

এই সব আলাপ সামনে এলে সাজিদ 'ট্রাভেলিং' ইস্যুতে বিখ্যাত মনীষীদের উক্তি কপচানোর সাথে সাথে 'ভ্রমণ' বিষয়ক কুরআনের আয়াতগুলোও শুনিয়ে দেয়। আমরা যারা ভ্রমণকে নেহায়েত সময় আর অর্থ নষ্ট ভেবে ছুটির দিনে রুমের দরজা-জানালা বন্ধ করে অঘোর ঘুমে মজে থাকি, তাদের তখন চেহারা মলিন করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

ফিরছিলাম রাজশাহী থেকে। গিয়েছিলাম দাওয়াতে। সাজিদের ফুফাত ভাইয়ের বিয়ের অনুষ্ঠান। একসাথে দুটি কাজ সেরে ফেলা হলো। দাওয়াত-খাওয়া আর মহাস্থানগড় ভ্রমণ করা। সাহিত্যের ভাষায় যাকে 'রথ দেখা আর কলা বেচা' বলে।

সে যাহোক, রাতের ট্রেন। তিন দিনের সফর শেষে বাসায় যাচ্ছি। আমি খুব ক্লান্ত। মনে হচ্ছে বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুম চলে আসবে। সাজিদের দিকে তাকালাম। সে বসে আছে আমার পাশেই। তার চেহারায় ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। মনে হচ্ছে এক্ষুনি কেউ যদি তাকে ৫০০ মিটার দৌড়ে আসতে বলে তবুও সে হাসিমুখেই রাজি হয়ে যাবে।

আমাদের ঠিক উল্টোদিকের সামনের সিটে, সাজিদের মুখ বরাবর মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। চুল আর দাড়িতে মেহেদীর কলপ করেছেন বলে বয়স তেমন বোঝা যাচ্ছে না। খুবই শৌখিন মানুষ হয়তো। শৌখিন মানুষগুলোই চুল-দাড়িতে মেহেদীর কলপ করে থাকে সাধারণত। আমার দাদা ছিলেন ব্রিটিশ আমলের সরকারি চাকুরিজীবী। দাদাও প্রতিমাসে তার চুল আর দাড়িতে মেহেদীর কলপ লাগাতেন। আমাদের বাড়ির উঠোনে ইয়া বড় একটি মেহেদী গাছ ছিল। দাদির দাবি, এই গাছের দুই-তৃতীয়াংশ পাতা দাদাই ব্যবহার করতেন। মৃত্যুর মাস

Scanned by CamScanner

ট্রেন চলার শব্দ আর ঝাঁকুনির কবলে পড়ে চোখ থেকে ঘুম পালিয়ে গেছে ততক্ষণে।

সাজিদ একমনে বই পড়ছে। বইটির নাম '*There is a God: How World's most notorious Atheists changed his mind.*' একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ ফিলোসফারের লেখা বই, যিনি একসময় কট্টর নাস্তিক ছিলেন। পরে নাস্তিকতা থেকে ফিরে এসে তিনি এই বই লিখে ব্যাপক হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। সাজিদের পাশে বসে আমি কেবল হাই তুলছি আর ঝিমুচ্ছি।

একটুপরে আমাদের সামনের ভদ্রলোক কথা বলে উঠলেন। তিনি একটি চিপসের প্যাকেট খুলে আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন—'Please Take.'

ভদ্রলোকের আবদার দেখে আমার হাই আর ঝিমুনি দুইটাই উবে গেল। মুহূর্তেই আমি স্বাভাবিক চেহারা বানিয়ে বললাম—'No, Thanks.'

ভদ্রলোক একটা মুচকি হাসি দিয়ে বললেন, 'ভয় পাচ্ছ নাকি?'

আমি কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। ভদ্রলোক ভাবছেন হয়তো তাকে কোনো

Scanned by CamScanner

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'রাজশাহীতে বেড়াতে এসেছিলাম। ঢাকা ফিরছি।'

এতটুকু আলাপের পরে সাজিদ আবার বই পড়ায় মন দিল। ততক্ষণে ভদ্রলোক পটেটো চিপসের প্যাকেটটি খালি করে সেটি জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। একটুপরে তিনি সাজিদকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খুবই পারসোনাল একটি প্রশ্ন করতে পারি?'

সাজিদ সাতপাঁচ না ভেবে বলল, 'কোনো সমস্যা নেই।'

'তোমার হাতে থাকা বইটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। কিছু মনে না করলে আমি কি বইটি একটু দেখতে পারি?'

সাজিদ হাসি মুখে 'অবশ্যই' বলতে বলতে ভদ্রলোকের দিকে বইটি এগিয়ে দিল। তিনি বইটি হাতে পেয়ে বেশ কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে দেখলেন। এরপর বইটি আবার সাজিদের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। বেশ ভালো বই বলে মনে হলো।'

সাজিদ কিছু না বলে বইটি খুলে আগের জায়গা থেকে পড়তে শুরু করল। ভদ্রলোক একটু পরে আবার বললেন, 'সরি, ইফ আই মাইট হ্যাভ বদারড ইউ। আমার মনে হচ্ছে তুমি কম্পারেটিভ রিলিজিওনের ছাত্র। আসলে তোমার হাতে থাকা বইটি দেখেই অনুমান করছি।'

সাজিদ বলল, 'জি না। কম্পারেটিভ রিলিজিওন আমার অ্যাকাডেমিক সাবজেক্ট নয়। তবে বিষয়টি আমার খুব ফেভারিট। এজন্যেই সুযোগ পেলে আমি এটা নিয়ে পড়াশোনা করি।'

সাজিদের উত্তর শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'দ্যাট'স গ্রেট।' এরপর সাজিদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাইস টু মিট ইউ।'

সাজিদ মুখে কোনোকিছু না বলে হাত মিলাল। করমর্দন-পর্ব শেষ হতেই তিনি আবার বললেন, 'কিছু মনে না করলে আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতাম।'

সাজিদ তার হাতে থাকা বইটি বন্ধ করে বলল, 'জি, অবশ্যই।'

মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক। সম্ভবত আড্ডা দেওয়ার মানুষ পেয়ে তিনি যারপরনাই খুশি এই মুহূর্তে।

Scanned by CamScanner

প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়ে তিনি বললেন, ‘আসলে, পারিবারিকভাবে আমি মুসলিম পরিবারের সন্তান। ছোটবেলা থেকেই আমাদের শেখানো হয়েছে ইসলাম হলো একটি সাম্যের ধর্ম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন দানা বাঁধতে শুরু করে। আমি অবশ্য ধর্ম কিংবা স্রষ্টা কোনোটিই অস্বীকার বা অবিশ্বাস করি না। ইসলাম নিয়েও আমার ঢের কোনো আপত্তি নেই। তবুও মাঝে মাঝে আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগে। আমার খুব করে জানতে মন চায়—ইসলাম অমুসলিমদের স্বাধীনতা রক্ষায়, অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদৌ তৎপর কি না? তুমি প্রশ্ন করতে পারো, আমার মধ্যে এই প্রশ্ন জাগল কেন? আসলে, ব্যক্তিগত জীবনে এবং চাকরির সুবাদে দেশে-বিদেশে প্রচুর অমুসলিমের সাথে আমি লেনদেন করেছি। তাদের অধিকাংশকেই আমি সৎ ও ভালো মানুষ হিশেবে পেয়েছি। এমতাবস্থায়, যদি ধরে নিই যে, দেশে শারয়ী আইন বাস্তবায়িত হচ্ছে, তাহলে তাদের সাথে ইসলামিক পারস্পেক্টিভ থেকে কীরকম আচরণ করা হবে? তাদের অধিকার কতটুকু নিশ্চিত করা হবে? তাদের ধর্মান্তকরণে জোর-জুলুম, জবরদস্তি করা হবে কি না?’

ভদ্রলোক এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন কথাগুলো। কোথাও একটিবারের জন্যও থামেননি। প্রশ্ন করা শেষে তিনি উৎসুক চোখ নিয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে থাকলেন উত্তর পাবার আশায়। সাজিদ খানিকটা সময় নিয়ে কিছু চিন্তা করে বলল, ‘ভেরি গুড কোয়েশ্চান। এই ব্যাপারে সঠিক ধারণাটি আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত। এমন নয় যে, এটা আমাদের মুষ্টিমেয় কয়েকজনের প্রশ্ন। ইসলামকে আক্রমণ করতে আসা অনেকে এই প্রশ্নটা করে থাকে। তারা বলে, শারয়ী আইন নাকি অমুসলিমদের অধিকার খর্ব করে, তাদের ধর্মান্তকরণে জোর জবরদস্তি করে ইত্যাদি।’

আমার চোখেমুখে ঘুমের যে লেশটুকু অবশিষ্ট ছিল, এখন তাও লাপাত্তা। এদের দুজনের আলোচনা শোনার জন্য একটু নড়েচড়ে বসলাম। ট্রেনের জানালার ফাঁক গলে বাইরের বাতাস এসে ভেতরে ঢুকছে। তাতে হালকা শীত শীতও লাগছে। ভদ্রলোক সাজিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী যেন নাম তোমার?’

সাজিদ সুন্দর করে তার নাম বলল। তারপর তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকেও জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার নাম?’

বললাম, ‘আরিফ।’

‘বেশ! শুরু করা যাক তাহলে?’

Scanned by CamScanner

দূর্বার গতিতে ছুটে চলছে ঢাকাগামী ট্রেন। শামসুর রাহমানের কবিতার মতো ঝকঝক শব্দ করে করে এটি পার করছে একটির পর একটি স্টেশন। আশপাশের গাছপালা, মানুষগুলোকে খুবই ক্ষুদ্রাকৃতির মনে হচ্ছে।

সাজিদ বলল, 'ব্যাপারটি ভালোমতো বোঝার জন্য প্রথমে আমাদের দেখতে হবে এই ইস্যুতে কুরআন কী বলছে। কুরআন বলছে, 'There shall be no compulsion in (acceptance of) the religion.' অর্থাৎ ধর্মের মধ্যে কোনোরকম জোরজবরদস্তি নেই।'[১]

কথাটি খুবই স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলে দিচ্ছেন যে, ধর্মে কোনোরকম চাপাচাপি নেই। আপনি হিন্দু ধর্ম পালন করতে চান? খ্রিস্টান অথবা ইহুদী ধর্ম? ফাইন। ইসলাম বলছে, আপনি সেটি অবশ্যই পারেন। ইসলাম এক্ষেত্রে আপনাকে বাঁধা দেবে না।'

তিনি বললেন, 'তাহলে কেউ অন্য ধর্ম মানতে চাইলে তাকে তার ধর্ম ছেড়ে আমার ধর্মে আসার জন্য বলতে পারব না?'

সাজিদ বলল, 'অবশ্যই পারবেন। এটা তো জোরজবরদস্তি নয়। এটা আপনার বিশ্বাসের প্রচারণা। আর এই প্রচারণা কীভাবে করতে হবে সেটারও খুব সুন্দর উপায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে বাতলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'Invite (all) to the way of ur Lord with wisdom & beautiful preaching; And argue with them in ways that are best & most gracious.'[২] অর্থাৎ 'স্বীয় রবের পথে মানুষকে আহ্বান করুন জ্ঞান এবং হিকমার মাধ্যমে। আর তাদের সাথে কথা বলুন সুন্দরভাবে।' দেখুন, এখানে খুবই স্পষ্ট করে বলে দেওয়া আছে মানুষদের দ্বীনের পথে ডাকার পদ্ধতি। ইসলাম বলছে, আপনি তাদের সাথে অহেতুক, অযৌক্তিক কথা বলতে পারবেন না। আপনি যদি দাবি করেন যে আপনার বিশ্বাস সত্য, আপনার ধর্ম সত্য, তাহলে উপর্যুপরি যুক্তি, প্রমাণ, দলীল দেখিয়ে তাদের সাথে তর্ক করতে বলা হয়েছে এবং তর্কের সময়ে আপনাকে তাদের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারটাই করতে বলা হয়েছে।'

Scanned by CamScanner

'হুম; কিন্তু কুরআনের এক জায়গায় বলা হয়েছে মুশরিকদের যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই হত্যা করতে। এটা কেন?'

'খুবই সহজ জিনিস। হ্যাঁ, কুরআন বলেছে মুশরিকদের যেখানেও পাও, হত্যা করো; কিন্তু, আপনাকে এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে। এই আয়াত নাযিল হয়েছিল যুদ্ধের উত্তপ্ত সময়ে যখন মুসলিম বাহিনী এবং মুশরিক বাহিনী পরস্পর মুখোমুখি। এই আয়াতে যে-নির্দেশ এসেছে সেটি কেবল ওই প্রেক্ষাপটে। যেমন—৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কালজয়ী ভাষণে বলেছিলেন, 'আমরা ওদের ভাতে মারব, পানিতে মারব।' তার এই কথাগুলো তখন যুদ্ধশিবিরে অবস্থানরত সৈনিকদের উদ্দীপ্ত করেছিল; প্রেরণা জুগিয়েছিল; কিন্তু আজকে এই সময়ে কি আমরা বলি, 'পাকিস্তানীদের আমরা ভাতে মারব, পানিতে মারব? বলি না। ঠিক একইভাবে, কুরআনের সেই আয়াত বিশেষ একটি সময়, প্রেক্ষাপট ও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছিল। এটা কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, এই আয়াত দিয়ে ইসলাম সবসময় অমুসলিমদের হত্যার বিধান দিয়েছে বা এরকম কিছু।'

Scanned by CamScanner

সাজিদ আবার বলল, 'এরপরেই কুরআন বলছে, 'But do not transgress.' অর্থাৎ কিন্তু সীমা অতিক্রম কোরো না।' আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন, তোমাদের সাথে যারা যুদ্ধ করবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমা ছাড়িয়ো না। এটা কীরকম সীমা? মানে, যারা যুদ্ধ করতে চায় না বা করে না, যারা মুশরিক-কাফির; কিন্তু অত্যাচারী সম্প্রদায়ভুক্ত নয়, যারা নিরপরাধ, তাদের যেন জান এবং মালের কোনো ক্ষতি না হয়। এরকম বাড়াবাড়ি করলে কী হবে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একই আয়াতে স্পষ্ট করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদের ভালোবাসেন না।' এটাই হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধের শর্ত এবং বাউন্ডারি। বলুন তো এরমধ্যে আপনি এমন কিছু কি দেখছেন যেটা আপনার দৃষ্টিতে খারাপ বা বাড়াবাড়ি?'

লোকটা 'না' সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, 'ধর্মগ্রহণে ইসলাম কখনোই জোরজবরদস্তি করে না। কুরআন স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে—'তোমার ধর্ম তোমার জন্য, আমার ধর্ম আমার জন্য।'[১]

সাজিদ আবার বলতে শুরু করল, 'গেল কুরআনের কথা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী দেখলেই বোঝা যায়, তিনি অমুসলিমদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কতটা তৎপর ছিলেন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'যেমন?'

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'সাবধান! তোমাদের যে-ব্যক্তি কোনো নিরপরাধ অমুসলিম ব্যক্তির ওপর নির্যাতন চালাবে, তার অধিকার খর্ব করবে, তাকে দুঃখ দেবে, অথবা তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছ থেকে কোনোকিছু ছিনিয়ে নেবে, জেনে রাখো কিয়ামতের মাঠে আমি তার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবো।'[২] এরচেয়ে উত্তম কিছু আর কী হতে পারে বলুন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম স্বয়ং সেই মুসলিমের সাথে যুদ্ধে নামার ঘোষণা দিচ্ছেন, যে একজন নিরপরাধ অমুসলিমকে কষ্ট দেয়, আঘাত করে, অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। তিনি আরও

Scanned by CamScanner

বলেছেন, 'যদি কোনো মুসলিম কোনো নিরপরাধ অমুসলিমকে বিনা কারণে হত্যা করে, তাহলে সে জান্নাতের খুশবু পর্যন্ত পাবে না, যদিও জান্নাতের এই খুশবু ৪০ হাজার বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।'[১]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা যখন নিজেদের ওপর অকথ্য, অবর্ণনীয় অত্যাচার, নির্যাতনের পরে প্রিয় স্বদেশ ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান, কয়েক বছর পরে তারা মক্কা বিজয় করে আবার স্বদেশে ফিরে আসেন। মক্কায় ফেরার পরে মুসলিমদের এক সেনাপতি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করে বসেন, 'আজ হচ্ছে আমাদের প্রতিশোধ নেবার দিন।' তার মুখে এই কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে তাকালেন এবং বললেন, 'না! আজ হচ্ছে উন্মুক্ত ক্ষমার দিন।' এরপরে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার মুশরিকদের দিকে ফিরে বললেন, 'আজ তোমরা আমার কাছ থেকে কেমন আচরণ আশা করো?' মুশরিকরা বলল, 'আমরা আপনার কাছ থেকে তেমন আচরণই আশা করি, যেমন আচরণ ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার পাপিষ্ঠ ভাইদের সাথে করেছিলেন।' তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক সেই কথাটাই বললেন যা ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার ভাইদের সাথে বলেছিলেন—'আজ তোমাদের আর কোনো প্রশ্ন করা হবে না। আজ তোমরা সকলেই মুক্ত।'[২]

সাজিদ বলে চলল, 'কতটুকু নরম, কোমল প্রকৃতির অধিকারী হলে একজন নেতা তার পরম শত্রুদের এত সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ক্ষমা করে দিতে পারে?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'অমুসলিমদের অধিকার রক্ষা করা আমার ওপর আরোপিত বিশেষ কর্তব্যগুলোর একটি।'[৩]

আমরা গভীর মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথা শুনছি। সে বলে যাচ্ছে—'একবার মিশরের এক মুসলিম শাসক একজন অমুসলিমকে অন্যায়ভাবে শাস্তি দিয়েছিলেন। এই খবর যখন খলিফা উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু এর কানে এলো, তখন তিনি সেই অমুসলিমকে নির্দেশ দিলেন; মুসলিম শাসককে ঠিক সেভাবেই শাস্তি দেওয়ার জন্য

Scanned by CamScanner

যেভাবে অমুসলিম ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তিনি তখন ক্ষুব্ধস্বরে মুসলিম শাসককে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'কখন থেকে মানুষকে তুমি তোমার দাস ভাবা শুরু করেছ?'[১]

দেখুন, এই ঘটনাগুলোই প্রমাণ করে অমুসলিমদের অধিকার, মর্যাদা রক্ষায় ইসলাম কতটা উদার ও তৎপর।'

সাজিদ থামল। ভদ্রলোক বললেন, 'ইসলামী শাসন চালু হলে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের সাথে কী করা হবে?'

সাজিদ পানির বোতল থেকে পানি ঢেলে মুখে ছিটিয়ে নিল হালকা। এরপরে বলল, 'আরেকটি চমৎকার প্রশ্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজরান অর্থাৎ খ্রিস্টানদের ভূমি এবং তার শাসকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। তাদের জীবন, তাদের ভূমি, তাদের সম্পদ, তাদের উপসনালয় সবকিছুরই নিরাপত্তা দেওয়া হবে। কোনো যাজককে তার কাজ হতে, কোনো অফিসারকে তার চাকরি থেকে চাকরিচ্যুত করা হবে না।'[২]

শুধু তাই নয়, মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত কোনো অমুসলিম বহিঃশত্রুদের সাথে কোনো প্রকার যুদ্ধে অংশ নিতেও বাধ্য নয়। বাইরের কোনো শত্রু যদি মুসলিমরাষ্ট্র আক্রমণ করে, তাহলে মুসলিমরাই তাদের প্রতিহত করবে। সেই মুসলিমরাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমরা কোনো ধরনের যুদ্ধে যেতে বাধ্য নয়।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'অমুসলিমরা কি এমনিতেই সুফল ভোগ করবে কোনোরকম ত্যাগ ছাড়াই?'

সাজিদ বলল, 'না। অমুসলিমদের হয়ে মুসলিমরা সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ সামলাবে ঠিক, তবে অমুসলিমদেরও কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সেটি হলো অমুসলিমরা এর পরিবর্তে সামান্য ট্যাক্স দেবে কেবল।'

আমি বললাম, 'ও আচ্ছা। যেটিকে জিজিয়া কর বলা হয়, তাই না?'

Scanned by CamScanner

হয়তো তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন। লোকটির সাথে আমাদের আরও আলাপ হলো। জানতে পারলাম তার নাম মুহাম্মদ আজহার উদ্দীন। একটি বেসরকারী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে আছেন। রাজশাহীতে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছিলেন।

ট্রেন থেকে নামার আগে ভদ্রলোক আমাদের হাতে তার অফিসের কার্ড দিয়ে বললেন, 'বয়েজ, সময় করে আমার অফিস থেকে কফি খেয়ে যেয়ো।'

আমি তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে বললাম, 'জি আচ্ছা।'

আমার উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'তোমার আবার কফিতে এলার্জি নেই তো আরিফ?'

এটা বলে ভদ্রলোক হা-হা-হা করে হাসলেন। আমি খুব লজ্জা পেলাম। সাজিদের দিকে তাকালাম। সেও মুচকি হাসছে।

Scanned by CamScanner

কুরআনে বৈপরীত্যের সত্যাসত্য

সকালবেলায় ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকায় একটি চক্কর না দিলে আমার চলে না। পুরো পার্কটি একবার ঘুরে আসা চাই। যদিও পার্ক এলাকাটিতে যুবকদের তুলনায় বয়স্কদের আনাগোনাই বেশি।

এখানে এসে এই বয়স্ক লোকগুলোর চেহারা দেখতে আমার খুবই ভালো লাগে। আমি এদের দেখি। এই যে লোকগুলো, এরা আজ থেকে বিশ বছর আগে কেমন ছিল? টগবগে তরুণ। তাদের গায়ে তখন যৌবনের উন্মত্ততা। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা হয়তো এদের গর্জন আর হুংকারে প্রতিনিয়ত প্রকম্পিত হতো। শার্টের কলার খোলা রেখেই এরা ঢুকত আর বের হতো। এরা চাইলেই ক্লাস হতো নয়ত হতো না।

এরা মিছিল করত, মিটিং করত। এদের কেউ হয়তো-বা ছিল পাক্কা রাজনীতিবিদ। মোদ্দাকথা, এদের শিরদাঁড়া তখন তালগাছের মতো খাড়া ছিল। বুক ফুলিয়ে হাঁটত এরা ক্যাম্পাসজুড়ে।

কিন্তু নিয়তির কী নির্মম পরিহাস! ঠিক বিশ বছর পরে এসে এদের তালগাছের মতো খাড়া-শিরদাঁড়া নুয়েপড়া কলাগাছের মতো ঝুঁকে গেছে। যে তারুণ্য নিয়ে অহংকারে মাটিতে তাদের পা পড়ত না, আজ তা অতীত। যে শরীর নিয়ে তাদের অহংকারের অন্ত ছিল না, তা আজ নেতিয়ে পড়েছে। যাদের পায়ের শব্দে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা গমগম করত, আজকে তারা দু-মিনিট হাঁটতেই হাঁপিয়ে উঠছে! এই দৃশ্যগুলো থেকে মানুষের অনেককিছু শেখার আছে। বোঝার আছে।

Scanned by CamScanner

বেলা বাড়তেই ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকাটি সরগরম হয়ে ওঠে। চারদিকে বাড়তে থাকে মানুষের কোলাহল। বাদাম-বিক্রেতা, আইসক্রিম-বিক্রেতারা তাদের মালপত্র নিয়ে হাজির হয়। পাশেই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্রছাত্রীদের আগমনে পুরো এলাকাটি আরও মুখরিত হয়ে ওঠে।

সবচেয়ে বড় কথা, বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র বলা হয় যে জায়গাটিকে, সেই বাংলাবাজার এলাকা তো ভিক্টোরিয়ার ঠিক পাশেই। কত কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গল্পকার, রাজনীতিবিদ, কলা-কুশলী রোজ এই পথ মাড়িয়ে যায়, তার ইয়ত্তা নেই। তবু ভিক্টোরিয়া তার মতোই ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।

আজ আমার সাথে সাজিদও আছে। তার হাতে একটি বই। ড্যান ব্রাউনের লেখা *অ্যাঞ্জেলস এন্ড ডেমনস*।

বিখ্যাত ডিটেক্টিভ ক্যারেক্টার 'রবার্ট ল্যাংডন'-এর স্রষ্টা ড্যান ব্রাউনের নাম শোনেনি—এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়াই এখন দুষ্কর বলতে গেলে। পার্কের পশ্চিম দিকটায় এসে সাজিদ বসে পড়ল। বই পড়বে। মঈনুল নামে আমার এক বন্ধু আছে। ভালো কবিতা লিখত একসময়ে। একবার একটি কবিতা লিখে সে বিশ্ববিদ্যালয়ে হইচই ফেলে দিয়েছিল। সেই কবিতার সবটা আমার মনে নেই, তবে দু-লাইন মনে করতে পারি অবশ্য। লাইন-দুটো ছিল এরকম—

'একদিন লাশেরা চিৎকার করে উঠবে

চিহ্নিত হবে খুনীদের চেহারা ...'

এই কবিতা লিখে মঈনুল তখন রাতারাতি ক্যাম্পাসে 'কবি' বনে যায়। এরপর থেকে দৈনিক পত্রিকাগুলো নিয়ম করে ওর কবিতা ছাপাতে শুরু করে। পত্রিকায় কবিতা ছাপা হওয়াতে আমাদের মঈনুল তখন 'ক্যাম্পাসের কবি'র বদলে 'দেশের কবি' খেতাবে উন্নীত হয়ে যায়।

মঈনুলের একটি কবিতা পত্রিকায় ছাপা হতো, আর আমরা সবাই মিলে মিন্টু দার দোকানে গিয়ে ফুচকা খেয়ে ওর পকেট সাবাড় করতাম। বেচারা কবিতা লিখে টুকটাক যা কিছু কামাই করে, দেখা যেত তার সবটাই আমাদের পেটে ঢুকে পড়ত।

Scanned by CamScanner

মঈনুলের সাথে খুব একটা যোগাযোগ হয় না আজকাল। দুনিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আমরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ি। নিয়মের এই বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়লে সম্পর্কগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে পারাটা অনেক কঠিন হয়ে ওঠে। বন্ধু প্রতীমের কাছে জানতে পারলাম, মঈনুল এখন নাকি কবিতাচর্চা ছেড়ে নাস্তিকতা-চর্চায় বিভোর হয়েছে। শুনে কিছুটা মর্মাহত হলাম। নটরডেমে আমরা একসাথে পড়েছি। ভালো ধার্মিক ছিল সে। নিয়মিত নামাজ-কালাম পড়ত। ওর বাবা ছিলেন মৌলবী। ছোটবেলায় পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা যে পায়নি, তাও বলা যাচ্ছে না।

ভিক্টোরিয়া পার্কে সেদিন সকালবেলা চতুর্থ চক্করটা দিতে যাব ঠিক তখন দেখলাম, উত্তর-পূর্ব দিক থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে মঈনুল আসছে। দেখতে অনেক নাদুস-নুদুস হয়েছে অবশ্য। ভুঁড়িও বেড়েছে অনেকটা। হালকা পাতলা ধরনের একটি বাদামী টি-শার্ট গায়ে থাকায় তার ভুঁড়িটা সামনের দিকে আরও হেলে এসেছে।

কাছাকাছি আসতেই মঈনুল আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কীরে ভ্যাবলা! কেমন আছিস?'

মঈনুল কলেজ-লাইফ থেকেই আমাকে 'ভ্যাবলা' বলে ডাকে। আমার চেহারা নাকি দেখতে ভ্যাবলা টাইপের, তাই। নিজেকে 'ভ্যাবলা' ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করত; কিন্তু মঈনুলকে কিছু বলতেও পারতাম না। কারণ, মঈনুল ছিল আমাদের ক্লাসে অঙ্কের বস। এমন কোনো অঙ্ক ছিল না, যা সে পারত না। দু-দুবার সে গণিত অলিম্পিয়াডে প্রথম হয়েছিল।

'ভালো আছি, তুই কেমন আছিস?'

'ভালো। অনেকদিন পরে। থাকিস কোথায়?'

'কাছাকাছিই। তুই?'

'আমিও এদিকে থাকছি।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কবিতা লিখিস আজকাল?'

মঈনুল কিছু না বলে হাঁপাচ্ছে। আমি আবার বললাম, 'শুনলাম, তুই নাকি বিগড়ে গিয়েছিস?'

Scanned by CamScanner

মঈনুল আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকাল। আমি কী বলতে চাচ্ছি সেটা মনে হয় সে বুঝতে পেরেছে। চোখমুখ শক্ত করে বলল, 'সত্য জানতে চাওয়া মানে কি বিগড়ে যাওয়া?'

আমি বুঝতে পারলাম মঈনুল খুব সিরিয়াস মুডে আছে। এই মুহূর্তে তাকে পাল্টা উত্তর দিয়ে কাবু করে ফেলার ইচ্ছে আমার নেই। হাঁটতে হাঁটতে আমরা তখন পার্কের পশ্চিম দিকটায় চলে এসেছি। সাজিদ তখনো বই পড়ছে। আমি এসে সাজিদের সাথে মঈনুলের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সাজিদের একটি গুণ এই, সে অপরিচিত কারও সাথে মুহূর্তেই সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে।

প্রাথমিক পরিচয়-পর্ব সেরে আমি আর মঈনুল সাজিদের পাশে বসে পড়লাম। দুজনেই হাঁপাচ্ছি। মঈনুল মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে। সাজিদ তার ব্যাগে থাকা পানির বোতলটি মঈনুলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। মঈনুল হাত বাড়িয়ে বোতলটি নিয়েই ঢকঢক করে বোতলের অর্ধেক পানি পেটের ভেতরে চালান করে দেয়। এরপর সে বোতলটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নে, পানি খা।'

পানি পান করে শার্টের হাতায় মুখ মুছে নিয়ে বললাম, 'তা তোর বিগড়ে যাওয়ার রহস্যটা কীরে, মোটকু?'

মঈনুল দাঁতমুখ খিঁচে আমার দিকে তাকাল। তাকে তখন আলিফ লায়লার কান খাড়া করা পিশাচের মতো দেখাচ্ছিল। আমি বললাম, 'সরি! সরি! আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম, তোর এই পরিবর্তনের কারণ কী?'

আমার কথা বেশ গায়ে লাগল তার। ভারী মুখ নিয়েই বলল, 'পড়াশোনা কর, জানতে পারবি...'

'তুই পড়াশোনা করেই এরকম বিগড়ে গিয়েছিস? মাই গুডনেস।'

আমাদের এই ঝগড়া বেশিদূর আগাতে দিল না সাজিদ। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী নিয়ে তর্ক করছিস তোরা?'

মঈনুলের দিক থেকে কঠিন দৃষ্টি ফিরিয়ে আমি সাজিদের দিকে তাকালাম। বললাম, 'মঈনুল নাকি নাস্তিক হয়ে পড়েছে। আমাদের ধর্ম নিয়ে সে নাকি এত বেশি পড়াশোনা করে ফেলেছে যে, সে আস্ত একটা অশ্বডিম্ব হয়ে বসে আছে।'

Scanned by CamScanner

আমার কথায় বেশ রাগ ঝরছে দেখে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল সাজিদ। বলল, 'একজন লোক তো চাইলে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে পারে। সেটি ধর্ম নিয়ে হোক বা অন্যকিছু।'

'তাই বলে নাস্তিক হয়ে যেতে হবে?' আমার প্রশ্ন।

'সেটি তো তোর মর্জিমাফিক হবে না। কে আস্তিক থাকবে আর কে নাস্তিক থাকবে ব্যাপারটি তো আমি আর তুই ঠিক করব না, তাই না?

এমনিতেই প্রচণ্ড রেগে আছি। তার ওপর সাজিদের এমন দরদমার্কা কথা শুনে আমার তো একেবারে গা জ্বলে যাওয়ার মতো অবস্থা।

আমাকে দুচার-কথা শুনিয়ে এবার সে মঈনুলের দিকে ফিরে খুব শান্ত গলায় বলল, 'মঈনুল ভাই, আরিফের কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। সে আসলে অল্পতেই রেগে যায়। অস্থির স্বভাবের; কিন্তু বন্ধু হিশেবে সে যথেষ্টই ভালো মনের মানুষ।'

সাজিদের কথা শুনে আমার রাগের মাত্রা যেন আরও বেড়ে গেল। গাছের গোড়া কেটে আগায় পানি ঢালা হচ্ছে! খেয়াল করলাম মঈনুলের মুখ থেকে রাগের আভাটুকু সরে গেছে। সাজিদের কথাগুলো সে হয়তো পছন্দ করেছে। তাই বলল, 'না, কী মনে করব? ও আর আমি তো কলেজ-লাইফ থেকেই এরকম খুনসুটি করতাম। এগুলো আমাদের জন্য স্বাভাবিক ব্যাপার।'

সাজিদ হেসে বলল, 'বাহ। তাহলে তো আর কোনো ঝামেলাই নেই। তা, কোন ডিপার্টমেন্টে আছেন?'

মঈনুল বলল, 'ম্যাথমেটিক্স।'

'খুব ভালো। আপনার কথা আরিফের কাছে আগে কখনোই শুনিনি। আজকে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগল।'

মঈনুল ইতস্তত করে বলল, 'আমরা তো একই বয়সের বলা চলে। আমাদের মধ্যে 'আপনি' সম্বোধনটা না থাকলেই ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে।'

মঈনুলের কথায় সায় দিয়ে সাজিদ বলল, 'ঠিক আছে।' ঠিক আছে বলার পরে সাজিদ পুনরায় প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, যদি কিছু মনে না করো আমি কি তোমাকে

Scanned by CamScanner

একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'অবশ্যই অবশ্যই' বলল মঈনুল।

'আরিফ একটু আগে বলল, তুমি নাকি নাস্তিক হয়ে গেছ। আমি অবশ্য জানতে চাইব না যে, কেন তুমি নাস্তিক হয়ে গেছ। আমি শুধু এটুকু জানতে চাচ্ছি, কোন জিনিসটা তোমাকে নাস্তিক হতে অনুপ্রাণিত করেছে?'

'আমি কুরআন নিয়ে পড়াশোনা করেছি। পড়াশোনা করে বুঝতে পেরেছি যে, এটা কখনোই স্রষ্টার বাণী হতে পারে না। স্রষ্টাকে যদি আমরা আউট অব মিসটেক হিশেবে ধরে নিই, তাহলে স্রষ্টার বাণীর মধ্যে কোনোরকম অসামঞ্জস্য কিংবা বৈপরীত্য থাকতে পারে না; কিন্তু কুরআনে এরকম অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য রয়েছে।'—বলল মঈনুল

আমি ধৈর্য ধরে চুপ করে আছি। সাজিদ হাসিমুখে বলল, 'বুঝতে পেরেছি তোমার কথা। আচ্ছা, তুমি কুরআন নিয়ে কোথায় বা কার কাছে পড়াশোনা করেছ?'

চুপ করে আছে মঈনুল। কুরআন নিয়ে কোথায় বা কার কাছে পড়েছে সে তার কোনো উত্তর দিতে পারল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে সাজিদ আবার বলল, 'আচ্ছা, বাদ দাও সেটা। তুমি বললে যে কুরআনে অসামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছ। দয়া করে আমাকে একটু বলবে কি, সেগুলো কীরকম? আমিও আসলে কুরআনকে বোঝার চেস্টা করি। এজন্যেই জানতে চাইছি।'

মঈনুল কিছুটা সময় নিল। এরপর বলতে লাগল, 'যেমন ধরো, কুরআনের এক জায়গায় বলা হচ্ছে আল্লাহর একদিন হলো একহাজার বছরের সমান। আবার অন্য জায়গায় বলা হচ্ছে আল্লাহর একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। ব্যাপারটি কি পরস্পরবিরোধী নয়? এখান থেকে আমরা কোনটা বুঝব? আল্লাহর একদিন মানে দুনিয়ার একহাজার বছর নাকি পঞ্চাশ হাজার বছর?'

এবার আমি কথা বলে উঠলাম, 'কুরআনের কোন জায়গায় এই কথাগুলো বলা আছে রেফারেন্স দেখা। তুই নিজের মতো করে কথা বললে তো আর হবে না।'

সাজিদ বলল, 'আরিফ, মঈনুল কিন্তু ঠিকই বলেছে। কুরআনের এক জায়গায় বলা আছে আল্লাহ তাআলার একদিন, একহাজার বছরের সমান। আবার অন্য জায়গায়

Scanned by CamScanner

বলা হয়েছে তার একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।'

সাজিদের কথা শুনে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মঈনুলের এই নাস্তিক্যধর্মী কথাকে সে ডিফেন্ড করল কি না বুঝতে পারলাম না। তাকে প্রশ্ন করলাম, 'কুরআনের কোথায় বলা হয়েছে এরকম কথা?'

সাজিদ উত্তর দিল, 'সূরা হজ, সাজদা এবং মাআরিজে।'

মঈনুল বেশ উৎফুল্ল গলায় বলল, 'রাইট রাইট। এই সূরাগুলোতেই আছে। আমি পড়েছিলাম; কিন্তু রেফারেন্সগুলো মনে নেই।'

সাজিদ মঈনুলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু মঈনুল ভাই, অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলোতে আমি তোমার সাথে মোটেও একমত নই।'

অবাক হলো মঈনুল। বলল, 'কেন?'

'আমার দৃষ্টিতে এই ব্যাপারগুলোতে আসলে কোনোরকম অসামঞ্জস্য বা বৈপরীত্য নেই।'

'কী অদ্ভুত!' বলল মঈনুল। 'স্পষ্টভাবে দু-জায়গায় দু-রকম ইনফরমেশান দেওয়া আছে। তারপরেও তুমি বলছ এখানে কোনোরকম বৈপরীত্য নেই?'

'হ্যাঁ। আমি আমার বিশ্বাসের জায়গা থেকে শক্তভাবেই বলছি, এই জায়গাগুলোতে বিন্দুমাত্র বৈপরীত্য নেই।'- সাজিদ বলল।

সকালের রোদ চড়ে বসতে শুরু করেছে। বেড়ে চলেছে কর্মমুখী মানুষের আনাগোনা। গাড়ির হর্ন আর মানুষের আওয়াজে এলাকাটি কোলাহলপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমরা পাশের একটি রেস্টুরেন্টে এসে বসলাম। চা-পরোটা অর্ডার করে সাজিদ আর মঈনুল আবারও তর্কে জড়িয়ে পড়ল। মঈনুল বলল, 'তার-মানে তুমি বলতে চাচ্ছ, এই আয়াতগুলো বৈপরীত্য নির্দেশ করে না, তাই তো?'

'হ্যাঁ'

'তোমার দাবির পক্ষে প্রমাণ কী?'

Scanned by CamScanner

নড়েচড়ে বসে সাজিদ বলল, 'তোমার আপত্তির ব্যাপারটা আছে সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াতে, সূরা সাজদার ৫ নম্বর আয়াতে এবং সূরা মাআরিজের ৪ নম্বর আয়াতে। প্রথম দুই আয়াত, অর্থাৎ সূরা হজ এবং সূরা সাজদার আয়াতে বলা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একদিন হলো একহাজার বছরের সমান। আবার, সূরা মাআরিজের আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর একদিন হলো পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। এখন, এই আয়াতগুলোতে সত্যি কোনো বৈপরীত্য আছে কি না—তা জানতে হলে একটি বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। তোমার হাতে কি সময় আছে শোনার জন্য?'

সম্মতি জানিয়ে মঈনুল বলল, 'অবশ্যই আছে।'

সাজিদ বলল, 'ঠিক আছে। ব্যাপারটি আমি দুইভাগে বোঝানোর চেষ্টা করব। প্রথমে আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস থেকে দলীল টেনে ব্যাখ্যা করব। এরপরে আয়াতগুলো দিয়েই আয়াতগুলোকে পর্যালোচনা করব। ব্যাখ্যায় যাওয়ার আগে আমরা কুরআনের সেই আয়াতগুলো দেখে নিই যেগুলো নিয়ে আজকের আলাপ।'

এতটুকু বলে সাজিদ তার ফোন থেকে কুরআনের এ্যাপস ওপেন করে সেখান থেকে সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াতটি তিলাওয়াত এবং অর্থ পড়ে শোনাল আমাদের।

'তারা আপনাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসতে বলে (কিন্তু শাস্তি তো আসবে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে); কেননা, আল্লাহ কক্ষনো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

এরপর সে তিলাওয়াত করল সূরা সাজদার ০৫ নম্বার আয়াত—

'তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন, অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

এরপর সূরা মাআরিজের ০৪ নম্বর আয়াত—

'ফেরেশতা এবং রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

Scanned by CamScanner

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম আয়াত এবং দ্বিতীয় আয়াতে সময়কাল দেখানো হচ্ছে এক হাজার বছর করে; কিন্তু তৃতীয় আয়াতে সময়কাল দেখানো হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার বছর। তাহলে কোনটি সঠিক? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার ১ দিন সমান ১০০০ বছর? নাকি ৫০,০০০ বছর? মূলত, আল্লাহর ১ দিন সমান ১০০০ বছর। এর পক্ষে হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূল সাল্লাললাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'নিঃস্ব মুসলিমরা ধনীদের তুলনায় অর্ধেক দিন অর্থাৎ ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে।'[১]

'এখানে অর্ধেক দিন হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একদিনের অর্ধেক সময়। আর এই সময়টা কত? তা হলো ৫০০ বছর। অর্ধেক দিন যদি ৫০০ বছরের সমান হয়, তাহলে পুরো দিন সমান কত বছর হবে? সোজা অঙ্ক। পুরোদিন সমান এক হাজার বছর। অর্থাৎ আল্লাহর একদিন সমান বান্দাদের অর্থাৎ পৃথিবীর ১০০০ বছরের সমান।'

মঈনুল বলল, 'পঞ্চাশ হাজার বছরের সময়টা কোত্থেকে এলো তাহলে?'

'ভালো প্রশ্ন। পঞ্চাশ হাজার বছরের সময়টা তাহলে কীভাবে এলো, তাই না? এই সময়টা আসলে আল্লাহ এবং বান্দার মাঝের সময় নয়। এই সময়টা মূলত কিয়ামত দিবসের একটা সময়। এই আয়াতে 'পঞ্চাশ হাজার বছর' বলে যে সময়টা উল্লেখ করা হয়েছে সেটি কিয়ামত দিবস-বিষয়ক। যাকাত প্রদান করে না এমন ব্যক্তির শাস্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তার (যে যাকাত দেয় না) শাস্তি চলতে থাকবে এমন একদিন পর্যন্ত—যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তারপর তার ভাগ্য নির্ধারিত হবে হয় জান্নাতের দিকে, না হয় জাহান্নামের দিকে।'[২]

এখান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, উল্লিখিত দিন হলো কিয়ামতের দিন এবং উল্লিখিত সময় হলো ৫০,০০০ বছর, যা সূরা মাআরিজে উল্লিখিত আছে। তা ছাড়া, সূরা মুত্বাফফিফীন এর ৬ নম্বর আয়াত, যেখানে বলা হচ্ছে, 'যেদিন সৃষ্টিকুলের মানুষ দাঁড়াবে তাদের রবের সামনে', এটার ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তা হবে এমন একদিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। তারা তাদের কান পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।'[৩]

---

১ *জামি তিরমিযী, হাদীস : ২৩৫৩, ২৩৫৪*

২ *সহীহ মুসলিম, ৯৮৭, মুসনাদে আহমদ, ০২ / ৩৮৩*

৩ *মুসনাদে আহমদ, ০২ / ১১২*

Scanned by CamScanner

এখান থেকে দুইটি বিষয় পরিষ্কার।

এক. 'যেদিন সৃষ্টিকুলের মানুষ দাঁড়াবে তাদের রবের সামনে।' সেটি কোন দিন? কিয়ামতের দিন।

দুই. 'তা হবে এমন একদিন, যার পরিমাণ হবে ৫০,০০০ বছর।' সুতরাং এখান থেকে বোঝা যায় যে, কিয়ামত দিবসের সময়কাল সাধারণ সময়কালের চেয়ে দীর্ঘ। হাদীস এবং কুরআন থেকে এটি স্পষ্ট যে, সূরা মাআরিজে উল্লিখিত সময়কাল পৃথিবী এবং আল্লাহর মধ্যবর্তী সময়কাল নয়; বরং এটি কিয়ামত দিবসের সময়কাল। জেনারেল সেন্স থেকেও যদি আমরা বিচার করি, দুঃখ-কষ্টের সময়গুলো আসলেই কেমন যেন দীর্ঘ মনে হয় আমাদের কাছে। সময়গুলো যেন ফুরোতেই চায় না। কিয়ামত দিবসের চেয়ে ভয়াবহ সময় আর কী হতে পারে? তাই এই সময়কালটা দীর্ঘ হওয়াই কিন্তু স্বাভাবিক।'

সাজিদ এক নিঃশ্বাসে বলে গেল কথাগুলো। এরপর সে থামল। আমাদের গরম-গরম চা-পরোটা চলে এসেছে। চায়ের মধ্যে পরোটা ডুবিয়ে মুখে দিতে দিতে সাজিদ আবারও বলতে শুরু করল, 'এরপর দ্বিতীয় ভাগে আসা যাক। আমরা আয়াতগুলো আবার খেয়াল করি।

সূরা হজের ৪৭ নম্বর আয়াত—

'তারা আপনাকে তাড়াতাড়ি শাস্তি নিয়ে আসতে বলে (কিন্তু শাস্তি তো আসবে আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে); কেননা, আল্লাহ কক্ষনো তাঁর ওয়াদার খেলাফ করেন না। তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

সূরা সাজদার ৫ নম্বর আয়াত—

'তিনি আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করেন, অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাপ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

সূরা মাআরিজের ৪ নম্বর আয়াত—

'ফেরেশতা এবং রূহ (অর্থাৎ জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

Scanned by CamScanner

প্রথম আয়াত দুটো খেয়াল করো, মঈনুল ভাই। প্রথম আয়াতে একটি স্পেসেফিক কথা আছে। সেটি হলো, 'তোমার প্রতিপালকের একদিন হলো তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।'

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হচ্ছে, 'অতঃপর সকল বিষয়াদি তাঁরই কাছে একদিন উত্থিত হবে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বছর।'

দুটি আয়াতেই একটি কমন জিনিস বলে দেওয়া হচ্ছে। সেটি হলো—'তোমার রবের একদিন তোমাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।' কিন্তু তৃতীয় আয়াতে শুধু বলা হচ্ছে, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।'

খেয়াল করো, আগের দুই আয়াতের মতো এই আয়াতে কিন্তু বলা হচ্ছে না যে, 'তোমাদের রবের একদিন তোমাদের গণনা অনুযায়ী এত বছর।' কেন এমনটা বলা হলো না? কারণ, এই হিশাবটা আগের আয়াতগুলোর মতো একই ঘটনার নয়, এ জন্য। আগের আয়াত দুটো ছিল আল্লাহ এবং পৃথিবীর মানুষের মধ্যকার সময়; কিন্তু পরের আয়াতে একটি আলাদা, নির্দিষ্ট দিক ইঙ্গিত করে। সেটি হলো, কিয়ামত দিবস।

সুতরাং আগের দুই আয়াতের এক হাজার বছরের সাথে পরের আয়াতের পঞ্চাশ হাজার বছর গুলিয়ে ফেলার কোনো কারণ নেই। আশা করি তুমি বুঝতে পেরেছ।'

মঈনুল কিছু না বলে চুপ করে আছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদ বলতে লাগল, 'আরেকটি ব্যাপার খেয়াল করো। প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ যেখানে একহাজার বছরের কথা বলেছেন, সেখানে কিন্তু রূহ বা জিবরাঈল, কারও কথাই উল্লেখ নেই। শুধু মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যবর্তী সময়সীমা নিয়ে বলা আছে; কিন্তু তিন নম্বর আয়াতে যেখানে পঞ্চাশ হাজার বছরের কথা এসেছে, সেখানে ফেরেস্তা এবং রূহের কথাও কিন্তু বলা হচ্ছে। আয়াতটির দিকে আরেকবার খেয়াল করো, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে আরোহণ করে এমন এক দিনে—যার পরিমাণ ৫০,০০০ বছর।'

এখান থেকে কী বোঝা গেল? এখান থেকে এটাই বোঝা গেল যে, দুই জায়গায় বক্তব্যের সাবজেক্ট কিন্তু আলাদা আলাদা। একটি জায়গায় মানুষকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, অন্য জায়গায় ফেরেশতাদের। যেখানে বক্তব্যের সাবজেক্ট-ই আলাদা হয়ে গেছে, সেখানে উল্লিখিত সময়কাল যে একই থাকবে, তা কী করে ধরে নিলে?'

Scanned by CamScanner

সাজিদের এই কথাটা বুঝতে না পেরে মঈনুল বলল, 'বুঝিনি।'

'ঠিক আছে। আমি একটি উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছি ব্যাপারটা।'- বলল সাজিদ। 'ধরো, তোমার বাসা থেকে স্কুলের দূরত্ব হলো আধা কিলোমিটার। এই দূরত্বটুকু হেঁটে যেতে তোমার সময় লাগে ১০ মিনিট। এখন তুমি বললে, 'বাসা থেকে স্কুলে যেতে আমার সময় লাগে ১০ মিনিট।'

মঈনুল মাথা নাড়ল।

'আরও ধরো, তোমাদের বাসা থেকে স্কুলে হেঁটে যেতে তোমার ছোটবোনের লাগে ২০ মিনিট। এখন সে যদি বলে, 'বাসা থেকে স্কুলে যেতে আমার সময় লাগে ২০ মিনিট, তাহলে তোমার কথা এবং তোমার বোনের কথার মধ্যে কি কোনো বৈপরীত্য আছে?'

'না', মঈনুল বলল।

'তোমার কথা এবং তোমার বোনের কথার মধ্যে যদি কোনো বৈপরীত্য না থাকে, তাহলে ওপরের আয়াতগুলোতেও কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, তুমি আর তোমার বোন আলাদা আলাদা সাবজেক্ট। তোমার জন্য যেটা দশ মিনিটের, তোমার বোনের জন্য সেটি ২০ মিনিটের। তোমাদের উভয়ের বক্তব্যে না তুমি ভুল বলেছ, না তোমার বোন ভুল বলেছে। তোমরা দুজনেই দুজনের জায়গা থেকে ঠিক। কোনো বৈপরীত্য নেই এখানে। ঠিক একইভাবে, একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন তাঁর আর বান্দার মধ্যবর্তী সময়ের কথা বলছেন, তখন সে পিরিওড একরকম, আবার তিনি যখন কিয়ামত দিবসের কথা বলছেন, তখন সে পিরিওড অন্যরকম। দুই ক্ষেত্রে দুই রকম টাইম স্কেল হলেই যে সেটি বৈপরীত্য হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়। কুরআনকে যারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে না তাদের কাছেই কেবল এই আয়াতগুলো অসামঞ্জস্য বলে মনে হবে।'

মঈনুল কিছু না বলে চুপ করে আছে। সাজিদের ওপর এতক্ষণ অভিমান করে থাকলেও এখন আর সেটি নেই। আমার খুব করে মঈনুলকে আরেকবার জিজ্ঞেস করতে মন চাইছে—সে কোন কোন পণ্ডিতের কাছে কুরআন পড়েছে। কিন্তু না; এই মুহূর্তে তাকে আর অপমান করা ঠিক হবে না।

Scanned by CamScanner

বনু কুরাইজা হত্যাকাণ্ড—ঘটনার পেছনের ঘটনা

শাবিরকে আমি সবসময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কারণ, আমাকে দেখলেই সে 'মোল্লা' বলে টিটকারি করে। আমাকে নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করাটা তার কাছে আনন্দের ব্যাপার। 'তোর ধর্ম এমন-তেমন' বলে বলে আমাকে সে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে। আরে বাপু, দু-চার লাইন পড়ে পণ্ডিত হয়েছিস ভালো কথা, প্যান প্যান করে অন্যের মাথা খেতে হবে কেন শুনি?

ইসলামের বিরুদ্ধে রয়েছে তার অসংখ্য অভিযোগ! এত অভিযোগ সম্ভবত মক্কার কুরাইশ নেতাদেরও ছিল না। সেদিন দোয়েল চত্বরে তার সাথে দেখা। দূর থেকে দেখেই আমি পাশ ফিরে গেলাম। বিরক্তিকর লোকগুলো সবসময়ই আমার আশপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে। কী জ্বালা! শাবির ঠিক-ই আমাকে চিনে ফেলল। এসেই তার ফোকলা দাঁতগুলো বের করে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছিস আরিফ?'

'ভালো।'

আমার উচিত সে কেমন আছে জিজ্ঞেস করা; কিন্তু এই ক্যাটাগরির লোকগুলোর সাথে যত কম কথা বলা যাবে, ততই উত্তম। সে আবার জিজ্ঞেস করল, 'কারও জন্য অপেক্ষা করছিস?'

'না'

'চল চা খাই?'

Scanned by CamScanner

'না! আমার তাড়া আছে।'

'রোবটের মতো উত্তর দিচ্ছিস কেন?'

মন চাচ্ছে ওর সামনে থেকে দৌড়ে পালাতে। ওর প্রশ্নের এখনো যে আমি রোবোটিক গলায় উত্তর দিচ্ছি সেটিই তো ঢের আশ্চর্যের ব্যাপার! শাবির আমার হাত ধরে বলল, 'চল, চা খাব। কতদিন হয় তোর সাথে চা খাই না।'

চোখেমুখে মহাবিরক্তি নিয়ে আমি তার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করলাম। চেষ্টা করেও তার অনুরোধ ফেলতে পারলাম না। শাবির বলল, 'তুই আমাকে খুব অপছন্দ করিস, তাই না?'

এই মুহূর্তে যদি তার মুখের ওপরেই বলতে পারতাম 'আমি তোকে এক্কেবারে অপছন্দ করি। তুই আর কোনোদিন আমার সাথে কথা বলবি না', তাহলে বেশ হতো; কিন্তু পৃথিবীতে মন চাইলেই সবকিছু করা বা বলা যায় না। আমিও বলতে পারলাম না। কেবল তার প্রশ্নের প্রতিউত্তরে নকল একটি হাসি দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম—আমি তাকে আসলে অপছন্দ করি না।

আলম ভাইয়ের টং দোকানে এসে সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে সে বসল। আলম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতগুলো বের করে বলল, 'মামা, চা দাও দুই কাপ। আমারটায় চিনি কম দিবা, লিকার বেশি।'

রিক্সাওয়ালা থেকে শুরু করে বাদাম-বিক্রেতা, চা-বিক্রেতা সবাইকেই ঢাকা শহরের লোকজন 'মামা' বলে ডাকে। কেবল আমিই একটু ভিন্ন। একটু কম বয়স হলে 'ভাইয়া' ডাকি, একটু বেশি বয়স হলে 'আঙ্কেল।' মামা ডাকি না কাউকেই। আলম ভাই আমাকে খুব ভালোভাবেই চেনেন। রোজ সকালে তার দোকান থেকেই চা খাই আমি আর সাজিদ। আলম ভাই আমার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি একটি হাসি দিলেন। শাবির ধমকের সুরে আমাকে বলল, 'আরে বস না ব্যাটা।'

আমি বসলাম ওর পাশে। ইয়া লম্বা লম্বা চুল তার। হাতে ব্রেসলেট, গায়ের কয়েক জায়গায় ট্যাটু করা। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, 'জানিস, আমার বাবার একটি ব্যাপার না আমার খুব্বি ভালো লাগে। বাপ আমার উঠতে-বসতে ইয়াহিয়া খান আর ভুট্টোকে গালি দেয়। শোবার আগে গালি দেয়, শোয়া থেকে উঠে

Scanned by CamScanner

গালি দেয়; অবস্থা দেখে মনে হয় এই দুই ইনসানকে গালি না দিলে আমার বাপের পেটের ভাত হজম-ই হয় না।'

মনে মনে বললাম, 'তোর বাপের গল্প শুনতে চেয়েছে কে-রে, নালায়েক!'

সে আবার বলল, 'কেন গালি দেয়, জানিস?'

'না।'

'কারণ, এই দুই লোক বাঙালিদের ওপরে ১৯৭১ সালে গণহত্যা চালিয়েছিল। হত্যা করেছিল হাজার হাজার মানুষ। এই কারণে বাবা এদের দুজনকে একদমই দেখতে পারে না। বলতে পারিস দুজন-ই বাবার চোখের বিষ।'

চুপ করে আছি আমি। সে অনর্গল কথা বলেই যাচ্ছে, 'কিন্তু আমার বাবা আবার খুবই ধার্মিক লোক। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ-কালাম পড়ে। তার পিয়ারের পিয়ার নবীর জন্য তার যে কী দরদ! আহা!'

আমি জানতাম শাবির ঘুরে-ফিরে এই টপিকেই চলে আসবে। খাঁজকাটা কুমিরের গল্পের মতো-ই সে সবখানে ধর্মকে টেনে আনে। মহাত্মা গান্ধীর ছাগল চুরি হয়ে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করতে দিলে তারমধ্যেও সে ধর্মকে টেনে এনে একহাত নেওয়ার চেষ্টা করবেই করবে।

এরই মধ্যে আমার মোবাইলে কয়েকবার রিং হয়ে গেল। সাজিদের ফোন। আমার মোবাইল সাইলেন্ট থাকায় বুঝতে পারিনি। কল ব্যাক করতেই সাজিদ ওপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল, 'কই আছিস?'

'আলম ভাইয়ের দোকানে। তোর ক্লাস কি শেষ?'

'হুম।'

'তাহলে চলে আয় এদিকে।'

'আচ্ছা' বলে সাজিদ ফোনটি রাখল।

Scanned by CamScanner

সাজিদ সম্ভবত কাছাকাছিই ছিল। আসতে বেশিক্ষণ লাগল না ওর। তাকে দেখে আলম ভাই আবারও মিষ্টি একটি হাসি দিলেন। এই লোকের হাসিটি খুবই চমৎকার। পাক্কা কোনো ফটোগ্রাফারের চোখে পড়লে ফ্রেমবন্দি হয়ে যাবে নিশ্চিত।

সাজিদের জন্যও এককাপ চা অর্ডার করা হলো। সে এসে আমার পাশে বসল। শাবিরকে সে আগে থেকেই চেনে। কবিতা আবৃত্তিশালায় একসাথে ওরা কবিতা আবৃত্তি শিখত। তা ছাড়া, আমি আর শাবির সেইম ডিপার্টমেন্টেই পড়ি। সেই সুবাদে শাবিরকে নিয়ে অনেক গল্প করা হয়ে গেছে সাজিদের সাথে।

পৃথিবীতে মানুষ মানুষের কাছে তার ভালোলাগার মানুষদের গল্প করে। আর আমি গল্প করি আমার অপছন্দের মানুষগুলো নিয়ে। আমার অপছন্দের তালিকায় বাংলাদেশের কয়েকজন সেলিব্রেটি আছেন। আছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আজমত স্যার, বাকি বিল্লাহ স্যারসহ অনেকে। শাবির সেই তালিকার একেবারে প্রথম দিকের একজন।

আমি শাবিরের একটি কথা বুঝতে পারিনি। তার বাবা নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে গালাগাল দেয় তা বুঝলাম; কিন্তু এর সাথে তার বাবার ধার্মিক, নবী-প্রেমিক হবার কী সম্পর্ক?

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও শাবিরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোর বাবা ১৯৭১ এর ঘটনার জন্য ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে গালাগালি করে, বুঝলাম; কিন্তু এর সাথে তার ধার্মিক বা নবী-প্রেমিক হবার কী হেতু?'

শাবির চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিতে দিতে বলল, 'ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঠিক যে-দোষে বাবার গালি খায়, ইসলামের নবীও ঠিক একই দোষে দোষী; কিন্তু বাবা ইয়াহিয়া-ভুট্টোকে রোজ গালি দিলেও, ইসলামের নবীর জন্য তিনি একেবারে দিওয়ানা। আশেকে রাসূল। পিয়ারে রাসূল। একেই বলে অন্ধবিশ্বাস। ধর্মান্ধতা।'

সাজিদ শাবিরের দিকে তাকাল। সে তাকানোয় একধরনের বিস্ময় আছে। কোনো ছেলে তার বাবাকে নিয়ে এভাবে মন্তব্য করতে পারে দেখে সাজিদ হয়তো অবাক-ই হয়েছে। সাজিদ বলল, 'আমি ঠিক বুঝলাম না। তুই কী বোঝাতে চাচ্ছিস? ইয়াহিয়া-ভুট্টো-ইসলামের নবী... সব গুলিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে।'

Scanned by CamScanner

ব্যাপারটি স্পষ্ট করার জন্য নড়েচড়ে বসল শাবির। বলল, 'সাজিদ, তুই তো ১৯৭১ সালের ঘটনা জানিস, তাই না?'

'হুম।'

'ইয়াহিয়া-ভুট্টো বাঙালিদের ওপরে যে-পাশবিকতা চালিয়েছিল, সেটিও নিশ্চয় জানিস?'

'হুম।'

'বাঙালির কি কোনো অপরাধ ছিল এতে?'

'না।'

'ঠিক একইভাবে বনু কুরাইজার ওপরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল তোদের নবী। অথচ বনু কুরাইজা গোষ্ঠীর কোনো অপরাধ ছিল না। অপরাধ কী ছিল জানিস?'

সাজিদ বলল, 'বল শুনি...।'

'বনু কুরাইজা গোষ্ঠীর অপরাধ ছিল মুহাম্মদকে যখন মক্কার কুরাইশরা স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন মদীনার এই বনু কুরাইজাসহ অন্যান্য ইহুদী গোষ্ঠী মুহাম্মাদকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিল।'

'এরপর?'

'বনু কুরাইজারা মুহাম্মদকে নেতা নির্ধারণ করেছিল।'

'তারপর?'

'বনু কুরাইজারা সংখ্যালঘু ছিল।'

শাবির থামল। চায়ে ফুঁ দিয়ে চুমুক দিল সাজিদ। এরপর বলল, 'আর কিছু?'

'এভাবে নিরপরাধ একটি জাতিকে উচ্ছেদ করা কোনো বিবেকবান লোক সহ্য করতে পারে?'

Scanned by CamScanner

সাজিদ বলল, 'একদমই না। এটি একেবারে মেনে নেওয়া যায় না।'

হঠাৎ, পেছন থেকে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল কেউ একজন। পাশ ঘুরতেই দেখলাম বিমল দা।

বিমল দা হচ্ছে আমাদের ডিবেট ক্লাবের সেক্রেটারি। তিনি খুবই ভালো মানুষ; কিন্তু একটাই দোষ। ধর্মবিরোধী। এজন্য বিমল দাকে আমি কিছুটা অপছন্দ করি। আমি কেন যেন ধর্মবিরোধী লোকগুলোকে একদম সহ্য করতে পারি না। এই যেমন শাবির, আমার ক্লাসমেট। অথচ ওর কাছ থেকে পালিয়ে থাকতে পারলেই যেন বাঁচি; কিন্তু সাজিদের ওঠা-বসা, মেলামেশা সব এদের সাথেই। ওর কথা হচ্ছে, জগতের সবার মতামতকে শুনতে হয়, বুঝতে হয়। আমি বাপু এত মতামত শোনার পক্ষে না।

বিমল দা আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল—

'ইচ্ছে করে শালিক হতে নীল আকাশের কোলে
ইচ্ছে করে ধুলোয় লুটাই আমার মায়ের বোলে।
ইচ্ছে করে মেঘের দেশে বৃষ্টি হতে ফের-
যখন তখন হারিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার ঢের!'

এটি আমার লেখা কবিতার একটি অংশ। বিমল দার মুখে এটি প্রায়ই শুনি। বিপ্লব দা এবং বিমল দা আমার কবিতার একনিষ্ঠ ভক্ত। কবিতার এই লাইনগুলো আবৃত্তি করে বিমল দা বলল, 'কী ব্যাপার! কবিদের সভা হচ্ছে নাকি এখানে? আমাকে ছাড়া টিএসসিতে কোনো কবিতার আড্ডা হতে দেওয়া চলবে না। এ জন্য আজকে হরতাল!!!'

তার কথা শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আমাদের সাথে সাথে আলম ভাইও হেসে ফেললেন। বিমল দা খুবই মজার লোক। মানুষকে হাসাতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছে। শাবির বলল, 'না দাদা, এখানে কবিতার সভা হচ্ছে না, ধর্ম নিয়ে আলাপ হচ্ছে...।'

বিমল দা বলে উঠল, 'ওম শান্তি! ওম শান্তি!!'

বিমল দা এটি টিটকারি করে বলল নাকি মজা করে বলল ঠিক বুঝলাম না। বিমল দা আবার বলল, 'তা ধর্মের কোন অংশটি নিয়ে আলাপ হচ্ছে? রামের লঙ্কা জয়,

Scanned by CamScanner

নাকি যিশু খ্রিস্টের মরেও বেঁচে যাওয়া? অথবা, মুহাম্মাদের ধর্মযুদ্ধ? কোনটা?'

আমি আর সাজিদ চুপ করে আছি। শাবির বলল, 'দাদা, ইসলামের নবী শান্তি প্রতিষ্ঠার নাম করে যে নিরপরাধ বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যা করেছিল, এটি নিয়েই বলছি...।'

'ও আচ্ছা। বনু কুরাইজা নিরপরাধ তো ছিলই, তাদের গোত্রের সকল পুরুষকেই হত্যা করেছিলেন দয়ার নবী। শুধু তা-ই না, বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যা করার আগে দয়ার নবীকে মদীনায় আশ্রয় দেওয়া আরও দুই ইহুদী সম্প্রদায় বনু কায়নুকা এবং বনু নাযীরকেও তিনি মদীনা থেকে বের করে দেন। অথচ, তিনি নাকি স্রষ্টার কাছ থেকে রহমতস্বরূপ এই ধরাধামে অবতরণ করেছেন। What an irony...!

না! আর চুপ করে থাকা যাচ্ছে না। দুজনের টিটকারি আর উপহাসে আমার গা ঘিনঘিন করছে। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম, সাজিদ আমাকে ইশারা করে চুপ করতে বলল। ইতোমধ্যেই বিমল দা তার হাতে থাকা চায়ের কাপে শেষ চুমুকটুকু দিয়ে সিগারেট ধরাল। সিগারেটের ধোঁয়া খোলা আকাশে ফুঁ দিয়ে বিলীন করে দিতে দিতে বলল, 'কই, আলাপ কি থেমে গেল নাকি?'

বিমল দার কথা শুনে শাবির সাজিদের দিকে ফিরে বলল, 'সাজিদ, তোর কী মনে হয়, এগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধ নয়?'

'অবশ্যই মানবতাবিরোধী অপরাধ', সাজিদের সরল স্বীকারোক্তি।

'এরপরেও কি বলবি তোদের নবী ঠিক কাজ করেছে?'

এবার সাজিদ চুপ করে গেল। বিমল দা বলল, 'He'll be back with his witty logics now, Ha-ha-ha...'

সাজিদ বিমল দার কথায় কর্ণপাত করল বলে মনে হলো না। সে শাবিরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শাবির, দেখা যাচ্ছে তুই আমার মতামত শুনতে বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছিস। যদি ধৈর্য ধরে শোনার মতো অবস্থায় থাকিস, তাহলে আমি আমার মতামত তুলে ধরতে পারি।'

Scanned by CamScanner

বিমল দা সিগারেটে শেষ-টান দিয়ে দূরে ছুড়ে মারল শেষ অংশটুকু। এরপর বিদ্রুপের সুরে বলল, 'শুধু শাবির কেন ব্রো? আমরাও তোমার বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় আছি।'

শাবির বলল, 'অবশ্যই, আমরা শুনতে আগ্রহী।'

দুজনের আগ্রহ দেখে সাজিদ বলতে আরম্ভ করল, 'আচ্ছা বিমল দা, খুব সংক্ষেপে কিছু কথা বলব। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।'

বিমল দা বলল, 'হুম।'

'ধরো, তুমি, আমি, আরিফ আর শাবির, আমরা চারজন মিলে একটি রাষ্ট্র গঠন করলাম।'

'হুম।'

'আরও ধরো, আমরা এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিশেবে তোমাকে নির্বাচিত করলাম। ঠিক আছে?'

বিমল দা মাথা নেড়ে বললেন, 'কিয়া বাত হ্যায়! আমি রাষ্ট্রপতিও হয়ে গেলাম? সে যা-ই হোক, ধরে নিলাম—আমি এখন রাষ্ট্রপতি। তারপর?'

সাজিদ বলল, 'এখন তুমি যেহেতু আমাদের ভূখণ্ডের রাষ্ট্রনায়ক, তাহলে আমাদের করণীয় কী?'

বিমল দার উত্তর, 'তোদের করণীয় হচ্ছে, তোরা যেহেতু আমাকে নেতা নির্বাচন করেছিস, সেহেতু আমার সিদ্ধান্ত মেনে চলা। আমার তৈরি আইনের প্রতি শ্রদ্ধা করা এবং তা মেনে চলা।'

'তোমার তৈরি আইন মানে?' সাজিদের প্রশ্ন।

'আমার তৈরি আইন মানে হচ্ছে রাষ্ট্রের তৈরি আইন।'

'ও আচ্ছা, সে আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার কোনো ধারা থাকবে?' সাজিদের পাল্টা প্রশ্ন।

বিমল দার উত্তর, 'অবশ্যই থাকবে। থাকতে হবে।'

Scanned by CamScanner

'কীরকম?'

'কেউ যখন যে-রাষ্ট্রে বাস করে সেই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন ও সরকার ইত্যাদির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'সেগুলো কেমন হতে পারে?'

বিমল দা ভাবতে লাগল। সাজিদ আবারও বলল, 'বিমল দা, তুমি চাইলে বাংলাদেশ সংবিধানের সাহায্য নিতে পারো।'

সাজিদের কথা শুনে হাসি দিল বিমল দা।। ঝটপট সমাধান পেয়ে হয়তো-বা খুশি হয়েছে। সাথে সাথেই গুগল সার্চ করে বিমল দা বাংলাদেশ সংবিধানের দণ্ডবিধির ধারাগুলো পড়া শুরু করল। দুবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে এবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিধান খুঁজে পেল। বিমল দা সরাসরি বাংলাদেশ সংবিধানের 'পেনাল কোড-১৮৬০' এর ১২১ ধারা থেকে পড়া শুরু করল : ১২১ ধারায় আছে, 'Whoever wages war against Bangladesh, or attempts to wage such war, or abets the waging of such war, shall be punished with death, or [imprisonment] for life, and shall also be liable to fine'

'অর্থাৎ বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারায় বলা হচ্ছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কেউ যদি যুদ্ধ পরিচালনা করে অথবা যুদ্ধ পরিচালনার চেষ্টা করে, নতুবা এরকম যুদ্ধ পরিচালনায় যদি অন্যপক্ষকে সাহায্যও করে, তাহলে সে (বা তারা) মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে, সাথে অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবে।

১২১ ধারার (ক) নম্বর ধারায় আছে, 'Whoever within or without Bangladesh conspires to commit any of the offences punishable by section 121, or to deprive Bangladesh of the sovereignty of her territories or of any part thereof, or conspires to overawe, by means of criminal force or the show of criminal force, the Government, shall be punished with imprisonment for life] or with imprisonment of either description which may extend to ten years, and shall also be liable to fine'

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ 'কেউ বাংলাদেশের ভেতরে ও বাইরে ১২১ ধারায় কোনো অপরাধের ষড়যন্ত্র করলে অথবা বাংলাদেশের বা বাংলাদেশের কোনো অংশের সার্বভৌমত্ব খর্ব করার ষড়যন্ত্র করলে অথবা অপরাধমূলক শক্তি প্রয়োগ বা প্রদর্শন করে বৈধ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করলে তার শাস্তি হবে যাবজ্জীবন বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ডও।'

১২২ নম্বর ধারায় আছে, 'Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against Bangladesh, shall be punished with [imprisonment] for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine'.

অর্থাৎ 'কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য, অস্ত্র, গোলাবারুদ সংগ্রহ করে, তাহলে সে (বা তারা) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

বিমল দার পড়া শেষ হলে সাজিদ বলল, 'তাহলে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনে রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য যে-শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা এরকম :

এক. কেউ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করলে বা করার চেষ্টা করলে বা (এরকম কাজে লিপ্ত বাইরের) কাউকে সাহায্যও করলে, তার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন এবং অর্থদণ্ড।

দুই. বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং এর সরকারকে উচ্ছেদ কিংবা কোনো অংশের স্বাধীনতা খর্ব করার কোনো ষড়যন্ত্র কেউ করলে তার শাস্তি—যাবজ্জীবন বা অনূর্ধ্ব ১০ বছর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।

তিন. কেউ যদি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে সৈন্য, অস্ত্র, গোলা-বারুদ সংগ্রহ করে, তাহলে সে (বা তারা) যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবে।'

বিমল দা মাথা নাড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ। এরকমই তো লেখা।'

Scanned by CamScanner

এবার প্রশ্ন করল শাবির। সে বলল, ‘কিন্তু সাজিদ, তুই হঠাৎ এরকম আইন-আদালত নিয়ে বসলি কেন এখানে?’

‘আগে আমার কথা শেষ হোক’ বলে সাজিদ আবার বলতে আরম্ভ করল, ‘আচ্ছা বিমল দা, তুমি এখন আমাদের রাষ্ট্রপতি, ঠিক আছে?’

মাথা নাড়ল বিমল দা।

‘ধরো, যদি আমি এবং আরিফ তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্লট আঁকি? যদি আমরা তোমাকে মান্য করার, তোমার তৈরি সংবিধান মান্য করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েও তোমার বিরুদ্ধে, তোমার আইনের বিরুদ্ধে যাই? যদি তোমার শত্রুদের সাহায্য করি? অস্ত্র দিই? সৈন্য দিই? তাহলে তুমি তোমার সংবিধান-মতে আমাদের কী বিচার করবে?’

বিমল দা কিছুক্ষণ ভাবল। এরপর বলল, ‘হয়তো তোদের দুজনকে মৃত্যুদণ্ড দেবো, নয়তো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড...।’

‘এক্সাক্টলি! তুমি ঠিক এটাই করবে এবং রাষ্ট্রনেতা হিশেবে, সংবিধান-মতে, তোমার ঠিক এটাই করা উচিত।’ সাজিদ বলল। সে আরও বলতে লাগল, ‘এবার একই চিত্রপটে আরেকটি ঘটনায় আসো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনায় আসলেন, তখন মদীনায় ইহুদী সম্প্রদায় ছিল তিনটি। বনু নাযীর, বনু কায়নুকা এবং বনু কুরাইজা। মদীনায় এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার নেতা হলেন এবং মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়সহ অন্যান্য সম্প্রদায় নিয়ে তিনি একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধান তৈরি করলেন। সেই সংবিধানের নাম : মদীনা সনদ। এটুকু তো সবাই জানি, তাই না?’

‘হু’, বিমল দার সম্মতি।

‘সেই মদীনা সনদের অনেকগুলো ধারা ছিল। ধারাগুলোতে বলা ছিল : মদীনায় মুসলিম, ইহুদী এবং অন্যান্যরা পরস্পর সহাবস্থান করবে এবং কেউ মদীনা আক্রমণ করলে সবাই একযোগে যুদ্ধ করবে। মদীনার কেউ কখনোই কুরাইশদের সাহায্য-সহযোগিতা করবে না ইত্যাদি।’

‘হু।’

Scanned by CamScanner

'এখন, সীরাত থেকে আমরা জানতে পারি, মদীনায় ইহুদী গোষ্ঠী বনু নাযীর এবং বনু কায়নুকা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে প্লট আঁকে। তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করে। কুরাইশদের সাথেও গোপনে যোগাযোগ রাখে, যা ছিল স্পষ্ট সনদবিরুদ্ধ। এমতাবস্থায়, এই দুই সম্প্রদায়কে মদীনা থেকে বহিষ্কার করলে কি তা সংবিধানবিরুদ্ধ হবে? আমাদের 'পেনাল কোড- ১৮৬০' অনুসারে এদের কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

বিমল দা চুপ করে আছে। সাজিদ কেন এত লম্বা গল্প ফাঁদল এতক্ষণে বুঝলাম। বিমল দা যে বলেছিল, 'দয়ার নবী কেবল বনু কুরাইজা নয়, বনু নাযীর আর বনু কায়নুকা গোত্রও স্বদেশ ছাড়া করেছিল', এর জবাব দেওয়ার জন্যই সে এতদূর কাহিনি সাজিয়েছে।

সাজিদ আবার বলতে লাগল, 'আমাদের পেনাল কোড অনুযায়ী-ই তো এটি স্বতঃসিদ্ধ। তাহলে একজন রাষ্ট্রনায়ক হয়ে, মদীনার সর্বোচ্চ নেতা হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আইনের প্রয়োগ করে, তাতে কেন অসুবিধা হবে বিমল দা?'

কারও মুখে কোনো কথা নেই। বিমল দা একদম চুপসে গেছে। আলম ভাই চায়ের কেতলি চুলোয় তুলে দিচ্ছেন আর মুচকি মুচকি হাসছেন।

একটু থেমে সাজিদ এবার শাবিরকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এবার তোর পয়েন্টে আসি, শাবির। তুই বলতে চাস যে, বনু কুরাইজা গোত্র নিরপরাধ ছিল, তাই তো?'

'হ্যাঁ', শাবির বলল।

'তোর দাবির পক্ষে প্রমাণ আছে?'

শাবির বলল, *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এ বর্ণনা করা আছে, মুহাম্মদ যখন খন্দকের যুদ্ধের জন্য পরিখা খনন করে ঘরে এসে অস্ত্র ত্যাগ করে গোসলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই জিবরাঈল এসে তাকে কুরাইজা গোত্রের বিরুদ্ধে ফুসলিয়ে দেয়। ব্যস, মুহাম্মদ তার সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তাদের হত্যা করে আসে। অথচ, বনু কুরাইজা ছিল নিরপরাধ। একটি নিরপরাধ গোত্রের সকলকে নির্বিচারে হত্যা করে ফেলা কি অমানবিক নয়?'

Scanned by CamScanner

সাজিদ একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর কত পৃষ্ঠায় এটি আছে?'

'৮২ পৃষ্ঠায়', শাবিরের উত্তর।

'তার মানে, তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর বর্ণনা টেনে প্রমাণ করতে চাইছিস যে, বনু কুরাইজা কোনো অপরাধ করেনি।'

'হ্যাঁ। *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর এই বর্ণনাতে তাদের অপরাধের কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। এটাই প্রমাণ করে বনু কুরাইজা গোষ্ঠী নিরপরাধ ছিল।'

সাজিদ বলল, 'তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক* পুরোপুরি পড়েছিস কখনো?'

এই প্রশ্ন শুনে বিমল দা, শাবির এবং আমি সাজিদের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালাম।

সাজিদ বলল, 'তুই *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর ৮২ পৃষ্ঠার বর্ণনা টেনে প্রমাণ করতে চাইছিস যে, বনু কুরাইজা নিরপরাধ। অথচ *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর ৮০ পৃষ্ঠাতেই আছে, 'And news came that the Jewish tribe of Banu Qurayza had broken their treaty with Muhammad'

অর্থাৎ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে খবর দেওয়ার আগেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর চলে আসে যে, বনু কুরাইজা গোত্র চুক্তিভঙ্গ করেছে। *সীরাতে ইবনে ইসহাক*-এর এই লাইনগুলো মনে হয় তোর চোখ এড়িয়ে গেছে, তাই না?'

সাজিদের কথা শুনে শাবির চুপ করে আছে। সাজিদ বলে যেতে লাগল, 'বনু কুরাইজা যে অপরাধী ছিল, তার অনেক ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। *সহীহ বুখারী*-তে ইবনু উমারের বরাতে বলা হয়েছে, 'Bani An-Nadir and Bani Quraiza fought (against the Prophet violating their peace treaty), so the Prophet exiled Bani An-Nadir and allowed Bani Quraiza to remain at their places (in Medina) taking nothing from them till THEY FOUGHT AGAINST THE PROPHET AGAIN'[১]

Scanned by CamScanner

এখান থেকে স্পষ্ট যে, বনু কুরাইজা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সুনানু আবি দাউদে ইবনু উমারের বরাতে বলা হচ্ছে, 'The Jews Al Nadir and Quraizah fought with the Apostle of Allah, so the Apostle of Allah expelled Banu Al Nadir and allowed the Quraizah to stay and favored them. The Quraizah thereafter fought (with the Prophet).'[১]

এখান থেকেও স্পষ্ট যে, বনু কুরাইজা সম্প্রদায় নিরপরাধ ছিল না। তারা চুক্তি ভঙ্গ করেছিল এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল। তাহলে, তুই যে বলছিলি—নিরপরাধ বনু কুরাইজা-নিরপরাধ বনু কুরাইজা, এটা একটা ডাহা মিথ্যা কথা। তারা নিরপরাধ ছিল না, অপরাধী ছিল। সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মতো অপরাধ।

তাহলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে গিয়ে, তাকে উৎখাত করে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন চালু করতে বা অন্য কোনো শত্রুপক্ষকে বিজয়ী করতে যখন কেউ রাষ্ট্রদ্রোহ করে, পেনাল কোড- ১৮৬০ অনুযায়ী তার কী শাস্তি হওয়া উচিত?'

আমি বললাম, 'মৃত্যুদণ্ড...।'

'এক্সাক্টলি', সাজিদের জবাব।

এতক্ষণ পরে বিমল দা বলে উঠল, 'তা বুঝলাম; কিন্তু মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে যাবজ্জীবন দণ্ড দিলেও তো পারত, তাই না?'

সাজিদ হাসল। তারপরে বলল, 'মজার ব্যাপার হলো কী জানো, হত্যার এই নির্দেশ কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি।'

অদ্ভুত কিছু শুনলে মানুষ যেরকম চমকে ওঠে, আমিও সেরকম চমকে উঠলাম অনেকটা। চোখ বড় বড় করে সাজিদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। শাবির বলল, 'মানে কী? হত্যার নির্দেশ নবী মুহাম্মাদ না দিলে তাহলে দিল কে?'

Scanned by CamScanner

সাজিদ বলল, 'বনু কুরাইজা সম্প্রদায়কে হত্যার নির্দেশ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি। দিয়েছিলেন সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু। বনু কুরাইজাদের সামনে অপশান রাখা হয়, তারা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রায় মানবে, নাকি তাদের পূর্বসূরি, যিনি একসময় ইহুদী ছিলেন, সেই সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর রায় মানবে। ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বাছাই করেছিল এবং সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুর দেওয়া রায় অনুসারেই কিন্তু তাদের হত্যা করা হয়। তাদের হত্যার রায়টি আলটিমেটলি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আসেনি।'

শাবির কাচুমাচু করে বলল, 'তবুও, এটি একটি অমানবিক কাজ।'

'কোনটি অমানবিক?' সাজিদের জিজ্ঞাসা।

'এভাবে একসাথে এতগুলো ইহুদী-হত্যার নির্দেশ দেওয়াটা।'

সাজিদ হেসে বলল, 'অমানবিক হবে কেন? এই আইন তো স্বয়ং ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের-ই আইন। তাদের ধর্মগ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে এই আইনের কথা উল্লেখ করা আছে।'

সাজিদের এই কথা শুনে এবার অবাক হলো বিমল দা। বলল, 'বুঝতে পারলাম না ঠিক।'

সাজিদ বলল, 'সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বনু কুরাইজাদের হত্যার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেটি মূলত ইহুদী ধর্মগ্রন্থ *ওল্ড টেস্টামেন্টের* একটি আইন। চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্য এরকম আইনের শাস্তির কথা *ওল্ড টেস্টামেন্টেই* উল্লেখ করা আছে।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরকম?'

সাজিদের প্রামাণ্য জবাব, '*ওল্ড টেস্টামেন্টের* Deuteronomy অধ্যায়ে আছে : 'Thou shalt smite every male thereof with the edge of the sword : But the women, and the little ones, and the cattle, and all that is in the city, even all the spoil thereof, shalt thou take unto thyself; and thou shalt eat the spoil of thine enemies, which the LORD thy God hath given thee'.[1]

Scanned by CamScanner

এখানে স্পষ্ট করেই বলা আছে, 'চুক্তিভঙ্গের জন্য প্রত্যেক পুরুষকে হত্যা করো....।' সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু সেদিন যেটি করেছিলেন, সেটি বাইবেলেরই আইন। তাহলে, ইহুদীদের আইন তো ইহুদীদের ওপরেই আরোপ করা হয়েছে। এতে তো কারও বিরোধ থাকার কথা না...।'

সবাই চুপ করে আছে। একটু পরে বিমল দা বলল, 'কিন্তু, বনু কুরাইজার সকল পুরুষ হত্যা করা হলো, ব্যাপারটি কেমন না? একটি গোত্রের সকল পুরুষ তো আর অপরাধ করে না। এমন অনেক পুরুষ কি সেই গোত্রে ছিল না—যারা হয়তো যুদ্ধ করেনি বা যুদ্ধ করার মতো অবস্থায়ও ছিল না? তাহলে তাদেরও কেন হত্যা করা হলো?'

সাজিদ একটু থামল। এরপর বলল, 'ওইদিন বনু কুরাইজার সকল পুরুষ হত্যা করা হয়নি; বরং সকল যোদ্ধা (যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম) হত্যা করা হয়েছিল। সেদিনকার ঘটনার বর্ণনায় যে-সকল হাদীস পাওয়া যায়, সবগুলোতে 'রাজুল' তথা 'পুরুষ' শব্দের পরিবর্তে 'মোকাতেল' তথা 'যোদ্ধা' শব্দ ব্যবহার করা হয়।

সহীহ বুখারী-তে ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর বরাতে বলা হয়েছে, 'বনু কুরাইজার ঘটনার দিন তাদের কিছু লোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ক্ষমা করে দেন। পরে তারা ইসলাম গ্রহণ করে।' সুতরাং, সকল পুরুষ হত্যার যে মিথ্যা বর্ণনা আমরা শুনি, তা এই হাদীস দিয়ে বাতিল করে দেওয়া যায়। কারণ, সেদিন ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের মধ্যে অনেক নারী-পুরুষ থাকাটাই যুক্তিযুক্ত।'

সাজিদ থামল। আলম ভাই তার দিকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিলে সে ঢকঢক করে পানিটুকু গলাধঃকরণ করল। এরপর আবার বলতে শুরু করল, 'তাহলে, আমরা দেখলাম যে—

(১) বনু নাযীর এবং কায়নুকা সম্প্রদায় রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী। তাই তাদের রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা বেআইনি ছিল না; বরং আইনসিদ্ধ ছিল।

(২) বনু কুরাইজা সম্প্রদায় নিরপরাধ ছিল না। তারাও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী ছিল। তাদের অপরাধ প্রথমবার ক্ষমা করা হয়। তথাপি তারা তাদের অপরাধ থেকে সরে না এসে বারবার মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করে। ফলে, তাদের রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় আনা যুক্তিযুক্ত।

Scanned by CamScanner

(৩) বনু কুরাইজার সকল পুরুষ নয়; বরং সকল যোদ্ধা হত্যা করা হয়েছিল।

(৪) হত্যার রায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন, দিয়েছিলেন ইহুদীদের একসময়কার সমগোত্রীয় নেতা সাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু।

(৫) হত্যার রায় দেওয়া হয়েছিল ইহুদীদের ধর্মীয় বিধানমতেই। সুতরাং, এতে আপত্তি তোলার অবকাশ নেই।

(৬) কুরাইজা গোত্রের সকলকে হত্যা করা হয়নি। যারা ক্ষমা চেয়েছিল, তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে, একটি রাষ্ট্রীয় সংবিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বনু নাযীর, বনু কায়নুকা এবং বনু কুরাইজার সাথে হওয়া ঘটনাগুলো কোনোভাবেই অমানবিক নয়; বরং আইনসম্মত ছিল। এই আইন প্রয়োগ করে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বরং একজন ন্যায়পরায়ণ রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব-ই পালন করেছিলেন।

সাজিদের কথা বলা শেষ হলে আমি শাবিরের মুখের দিকে তাকালাম। বললাম, 'ইশ! এতক্ষণ কী সুন্দর বাঙালি-ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সাথে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গুলিয়ে ফেলা গল্প শুনছিলাম। সাজিদ এসে সেগুলোকে ঠাকুরমার ঝুলি বানিয়ে দিল।'

আমার কথা শুনে আলম ভাই হা-হা-হা করে হেসে উঠল। এই লোকের হাসিটি খুবই চমৎকার। বাঁধাই করে রাখার মতো।

Scanned by CamScanner

স্যাটানিক ভার্সেস ও শয়তানের ওপরে ঈমান আনার গল্প

রোববার আমাদের কাছে ‘আড্ডাবার’ বলে খ্যাত। রোববারে আমরা শাহবাগে বসে আড্ডা দিই। আমাদের আড্ডার বিষয়বস্তু থাকে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আবিষ্কার ও বিভিন্ন বই নিয়ে।

গত রোববারের আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলু দা-ও ছিলেন। পিকলু দা হলেন আমাদের সবার কাছে প্রিয় ও পরিচিত মুখ। ক্যাম্পাসে পিকলু দাকে চেনে না—এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কেনই-বা চিনবে না? যে-লোক জাপান, হংকং এবং কানাডা থেকে চার চারবার ফটোগ্রাফিতে গোল্ড মেডেল পায়, তাকে আবার চিনবে না—এমন কেউ থাকতে পারে নাকি?

আমরা পিকলু দাকে একজন উঁচু মাপের ‘ফটোগ্রাফার’ হিশেবে জানলেও, সাজিদের কাছে পিকলু দার কদর অন্য জায়গায়। সাজিদ পিকলু দাকে একজন উঁচু মানের বইপড়ুয়া হিশেবে চেনে। সাজিদের ভাষ্যমতে—পুরো পৃথিবী থেকে যদি তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেরা দশজন বইপড়ুয়া লোক খুঁজে বের করা হয়, তাহলে পিকলু দার Rank সেখানে সেরা তিনে থাকবে, শিওর...।

পিকলু দার সাথে আমাদের চেয়ে সাজিদের সখ্যই বেশি। এর কারণ, ঢাবিতে ভর্তির পরে পুরো এক বছর সাজিদ আর পিকলু দা হলের একই রুমে ছিল। সাজিদের কাছে শুনেছি, একবার ঘোর বর্ষার সময়, পিকলু দা ঠিক করলেন যে, তিনি বান্দরবান যাবেন। চারদিকে করুণ অবস্থা। পানিতে টইটম্বুর সবকিছু। ভারী বজ্রপাতের সাথে বিরতিহীন

Scanned by CamScanner

বৃষ্টির ফোয়ারা, এর মধ্যেই পিকলু দা চাচ্ছে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়তে। সাজিদ খুবই অবাক হলো। বলল, 'এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কি বাইরে যায় নাকি?'

পিকলুদা কয়েক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে বললেন, 'Without such environment, you can't enjoy adventure, my dear...'

সাজিদ দেখল, সেই যাত্রায় পিকলুদা ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরার সাথে শেক্সপিয়ারের *A Mid Summer Night's Dream* এবং রবীন্দ্রনাথের *গোরা* উপন্যাসের বই দুটোও পুরে নিচ্ছে। সাজিদ আবারও অবাক হলো। বলল, 'বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে ভিজবে নাকি বই পড়বে?'

পিকলু দা সেবার কিছু না বলে মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়ল। ফিরল ঠিক দশদিন পরে। জ্বরে কাঁপাকাঁপি অবস্থা। অন্য কেউ হলে এই মুহূর্তে বেহাল দশা হয়ে যেত। অথচ, পিকলুদার মুখে অসুখের কোনো চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে মনের মধ্যে রাজ্য জয়ের সুখ বিরাজ করছে।

সাজিদ জিজ্ঞাসা করল, 'কী অবস্থা করে এসেছ নিজের?'

পিকলু দা সাজিদের কথা কানে নিল বলে মনে হলো না। গোল্ডলিফ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'জানিস তো, অনেকগুলো অসাধারণ ছবি তুলে এনেছি এবার। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশ ক্রস করে কোনো এক পাহাড়ের দেশে ঢুকে পড়েছি।'

পরের দিন ক্যাম্পাসে পিকলু দা আমাদের অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বান্দরবানের দুর্গম এলাকা থেকে তুলে আনা ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন। আমরাও খুব আগ্রহভরে দেখছিলাম ছবিগুলো। আসলেই সব কয়টি ছবিই ছিল দারুণ। আমার সাধ্য থাকলে প্রতিটি ছবির জন্য পিকলু দাকে একটি করে গোল্ড মেডেল দিয়ে দিতাম।

আমরা সবাই ছবি দেখাদেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, সাজিদের সেদিকে মোটেও আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে সে পিকলু দার কাছে জানতে চাইল সাথে নিয়ে যাওয়া বইগুলোর ব্যাপারে। পিকলু দা ফিক করে হেসে দিলেন। এরপর, সাতখণ্ড রামায়ণ পাঠের মতো করে তিনি শেক্সপিয়ারের *A Mid*

Scanned by CamScanner

Summer Night's Dream এবং রবি ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা শুরু করলেন। আমরাও আগ্রহভরে শুনছিলাম আর আবিষ্কার করছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পিকলু দাকে। যিনি কেবল ছবির মাঝেই ডুব দেন না, বইয়ের মাঝেও অসাধারণভাবে ডুব দিতে পারেন...।

বলছিলাম গত রোববারের আড্ডার কথা। সে আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলু দা-ও ছিলেন। ছিল রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সোহেল রানা এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সৌরভ ধর। আরও ছিলেন ইংরেজি ডিপার্টমেন্টের আহমেদ ইমতিয়াজ এবং রসায়নের সুমন্ত বর্মণ দা। সুমন্ত দা খুব ভালো গিটার বাজাতে পারেন। তিনি যখন গিটারে তাল ধরেন, তখন সবাই সমস্বরে মান্না দার সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে ওঠে :

কাকে যেন ভালোবেসে, আঘাত পেয়েছে শেষে, পাগলা গারদে আছে রমা রায়
অমলটা ধুঁকছে দুরন্ত ক্যান্সারে, জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায়
কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই...

আমাদের আড্ডা শুরুর প্রাক্কালে, সৌরভ পিকলু দার কাছে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, তুমি কি সালমান রুশদির *The Satanic Verses* পড়েছ?'

পিকলু দা 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নেড়ে জানালেন, তিনি পড়েছেন। এরপর সৌরভ সাজিদের কাছে জানতে চাইল, সে পড়েছে কি না। সাজিদও 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়ল। পিকলু দা সাজিদের কাছে জানতে চাইল, 'তোর কেমন লাগলরে বইটি?'

সাজিদ বাদাম ছুলে মুখে দিতে দিতে বলল, 'ফিকশনাল বই হিশেবে বলব নাকি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিশেবে বলব?'

পিকলু দা খানিকটা অবাক হলেন বলে মনে হলো। বললেন, 'মানে কী?'

'কিছুই না। ফিকশনাল বই হিশেবে বললে এটি মোটামুটি ভালো; কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর নির্ভর করে লেখা কোনো বই হিশেবে যদি বিচার করতে বলো তাহলে এটি পাস মার্ক পাবে বলে মনে হয় না।'

Scanned by CamScanner

পিকলুদা আরও খানিকটা অবাক হলেন। বললেন, 'বইটাতে রুশদি যে ইনফরমেশান ব্যবহার করেছে, সে ব্যাপারে তোর কোনো আপত্তি আছে?'

সাজিদ বলল, 'আলবত আছে।'

'কিন্তু তুই কি জানিস, ওই বইতে রুশদি যে ইনফরমেশান ব্যবহার করেছে তার সবটাই ইসলামিক সোর্স থেকে নেওয়া?' পিকলুদা বললেন।

'হ্যাঁ, জানি।'

'তুই বলতে চাচ্ছিস এসব ইসলামিক সোর্সে ভুল ইনফরমেশান দেওয়া আছে?'

'থাকতেও পারে। দুনিয়ায় কুরআন ছাড়া সকল গ্রন্থ মানুষের লেখা। আর মানুষের লেখায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।' সাজিদের সরল উত্তর।

এবার কথা বলে উঠল ইমতিয়াজ ভাই। তিনি বললেন, 'দাঁড়াও দাঁড়াও। সালমান রুশদিকে তো চিনি এবং *The Satanic Verses* নামক তার বইটার নামও শুনেছি আমি; কিন্তু যেটি বুঝতে পারছি না সেটি হলো তোমাদের বিতর্কের বিষয়। তোমরা দুজনে *The Satanic Verses* নিয়ে বেশ ঝড়ো আলাপ করছ। মূল কাহিনিটা আসলে কী?'

পিকলুদা সাজিদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুই একটু ব্রিফ করে দে এ ব্যাপারে।'

পিকলু দার কথায় সাজিদ বলতে শুরু করল, 'ইন্ডিয়ান লেখক সালমান রুশদি একটি বই লিখে খুবই বিতর্কিত হয়ে পড়েন। বইটার নাম : *The Satanic Verses*। রুশদি সেই বইতে কিছু ইসলামিক সোর্স থেকে দলিল টেনে ইসলামকে আক্রমণ করে এবং প্রমাণের চেষ্টা করে যে—কুরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাযিল হওয়া নয়; বরং শয়তান থেকে প্রাপ্ত কিতাব। রুশদি সোর্স হিশেবে উল্লেখ করে *আত-তাবারী* এবং *ইবনু সাদ*-এর মতো সীরাতগ্রন্থ।'

আত-তাবারী এবং *ইবনু সাদ*-এ একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি হলো এরকম, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যখন দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন একদিন তিনি কাবা শরীফের প্রাঙ্গণে বসে সদ্য ইসলামে দাখিল হওয়া মুসলিমদের মাঝে বক্তৃতা করছিলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক কুরাইশরাও ছিল।

Scanned by CamScanner

ঠিক এমন সময়ে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আগমন করেন। সেদিন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সূরা নাজম নিয়ে অবতীর্ণ হন। তাবারী এবং ইবনু সাদ বলছেন, সেদিন সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াতের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বাড়তি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, যা আদতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ওহী হিশেবে নিয়ে আসেননি। এই দুই আয়াত মূলত শয়তান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধোঁকা দিয়ে কুরআনের আয়াতের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। পরে জিবরাঈল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ব্যাপারে সতর্ক করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা ওহী ছিল না বলে বাদ দেন।

সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াত হলো মুশরিকদের পূজিত সবচেয়ে বড় তিন দেবী : লাত, উযযা এবং মানাতকে নিয়ে। ওই সূরার ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াত হলো, 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?' 'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

তাবারী এবং ইবনু সাদ বলছেন, এই দুই আয়াতের পরে আরও দুটি বাড়তি আয়াত ছিল, যা পরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল বুঝতে পেরে বাদ দিয়েছিলেন। সেই আয়াত দুটি এরকম—

'These are the high-flying ones, whose intercession is to be hoped for!'

['তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের ক্ষমতাবান দেবী। তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...।']

তাহলে, তাবারী এবং ইবনু সাদের বর্ণনামতে, সূরা নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াতের সাথে বাদ পড়া আয়াত দুটো জুড়ে দিলে কীরকম শোনায় দেখা যাক—

'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)'

'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...'

Scanned by CamScanner

ইবনু সাদ এবং তাবারীর দাবি, পরের দুই আয়াত শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তারা ভাবল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবার তাদের দেবীদের প্রশংসা করলেন। তার মানে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দেবীদের প্রভু হিশেবে মেনে নিয়েছেন। তাই সেদিন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মক্কার মুশরিকরাও সিজদা করেছিল মক্কা প্রাঙ্গণে।

তাবারী এবং ইবনু সাদের এই রেফারেন্সগুলো পরে ইসলামবিদ্বেষী এবং খ্রিষ্টান মিশনারিরা লুফে নেয়। তারা এই ঘটনাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য সূরা ইসরার ৭৩-৭৫ নম্বর আয়াত এবং সূরা হজের ৫২ নম্বর আয়াতকে রেফারেন্স হিশেবে দাখিল করে থাকে।

সাজিদের সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং শেষ হলে ইমতিয়াজ ভাই বললেন, ‘মারাত্মক ব্যাপার তো! রুশদি এই ইনফরমেশানগুলো কোথায় পেয়েছে? আত-তাবারী এবং ইবনু সাদের সীরাতে?’

‘হুম’ বলল সাজিদ।

পিকলু দা বললেন, ‘তো সাজিদ, তোর মতে রুশদি এখানে ভুল ইনফরমেশান দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে, এই তো?’

‘হ্যাঁ’ সাজিদের উত্তর।

হাসল পিকলু দা। বলল, ‘আচ্ছা, ধরেই নিলাম যে, সালমান রুশদি ইসলামের কিছুই জানে না বা কিছুই বোঝে না; কিন্তু তুই কি বলতে চাইছিস ইবনু সাদ আর আল তাবারীর বর্ণনাও ভুল?’

সাজিদ হালকা দম নিয়ে বলল, ‘দাদা, আমি আগেও বলেছি, ইবনু সাদ হোক বা আত-তাবারী হোক বা অন্য যে-কেউ, তাদের কাছে তো আর ওহী আসত না। যেহেতু তাদের গ্রন্থগুলো আসমানী কিতাব নয়, তাই সেগুলোর মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।’

এতক্ষণ পরে সোহেল রানা ভাই মুখ খুললেন। বললেন, ‘আচ্ছা সাজিদ, ধরেই নিলাম তুমি ঠিক বলছ। ইবনু সাদ বা আত-তাবারীর বর্ণনা ভুল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন তাদের বর্ণনা ভুল বা তোমার কাছে কেন তাদের বর্ণনাকে ভুল মনে হচ্ছে?’

Scanned by CamScanner

এবার আমরা সবাই নড়েচড়ে বসলাম। এরই মধ্যে আড্ডায় চলে এসেছে পঙ্কজ দা, ইসলামিক স্ট্যাডিজের ইবরাহিম খলীল এবং ফিন্যান্সের শরীফ ভাই। সোহেল ভাইয়ের সাথে সুর মিলিয়ে সৌরভ বলল, 'Yes, explain, why you think renowned author both At Tabari & Ibn Saad are wrong according to u...'

ইতোমধ্যে আড্ডায় অনেকে এসে জমা হওয়াতে আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। আমরা সবাই অপেক্ষায় আছি সাজিদের উত্তরের জন্য। দেখার অপেক্ষা সাজিদ কীভাবে এই ক্রিটিক্যাল প্রশ্নের উত্তর দেয়। একটু ঝেড়ে কেশে নিয়ে সে বলতে শুরু করল, 'প্রথমে, আমাদের বুঝতে হবে, ইবনু সাদ এবং আত-তাবারীর গ্রন্থে যা আছে, তা মানুষের রচনা। এর মধ্যে যেমন শুদ্ধ জিনিস, শুদ্ধ বর্ণনা আছে, ঠিক তেমনই ভুল জিনিস, ভুল বর্ণনা থাকাটাও স্বাভাবিক। কারণ, ইবনু সাদ বা আত-তাবারী, কেউ-ই রাসূলের যুগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন না। তারা রাসূলের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে, যার কাছে যা পেয়েছেন, তা-ই লিপিবদ্ধ করেছেন। ভুল-শুদ্ধ কতটুকু, তা নির্ণয়ের চেয়ে আপাতত সংরক্ষণ করাকেই তারা প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাদের রচনায়ও যে ভুল থাকতে পারে, তা তারা নিজেরাও স্বীকার করে গেছেন। আত-তাবারী তার কিতাবের শুরুতেই বলেছেন, 'Hence, if I mention in this book a report about some men of the past, which the reader of listener finds objectionable or worthy of censure because he can see no aspect of truth nor any factual substance therein, let him know that this is not to be attributed to us but to those who transmitted it to us and we have merely passed this on as it has been passed on to us.'

অর্থাৎ তিনি শুধু তা-ই কিতাবে স্থান দিয়েছেন, যা তার পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন কেউ যদি তার কিতাবে কোনো আপত্তিকর বিষয়াদি খুঁজে পায় যা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর সাথে সাংঘর্ষিক এবং অন্যান্য সহীহ সূত্রে তা বাতিলযোগ্য দেখা যায়, তাহলে সে-দায় আত তাবারীর নয়, তিনি যার কাছ থেকে পেয়েছেন, কেবলই তার। তিনি এখানে কেবল একজন 'লিখিয়ে'-এর ভূমিকায়। সুতরাং, আত-তাবারীর বর্ণনা যে ভুল 'হতেও' পারে, তা আত-তাবারীই বলে গেছেন। একই কথা, একই ব্যাপার ইবনু সাদ এর ক্ষেত্রেও।

Scanned by CamScanner

এতটুকু বলে সাজিদ থামল। পিকলু দা বললেন, 'ভুল হতেও পারে মানে এটি প্রমাণিত হয় না যে, তিনি ভুল। ভুল হতেও পারে এর পরের শর্ত কিন্তু সঠিকও হতে পারে। আমরা তাহলে কোনটি ধরে নেব? তিনি ভুল না শুদ্ধ?'

সাজিদ হাসল। এরপরে বলল, 'দেখা যাক কী হয়...।' এরপর আবার বলতে শুরু করল, 'সকল ইতিহাসবিদদের মতে, সূরা নাজম নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তির পঞ্চম বছরে, রজব মাসে, যে-বছর প্রথম একটি মুসলিম দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের আরও ৮ বছর আগে। এখন সালমান রুশদি এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের দাবি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়তান থেকে ওহীপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং পরে আল্লাহ কুরআনের আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই ব্যাপারে সংশোধন করে দেন। তাদের দাবি হলো, সূরা হজের ৫২ নম্বর আয়াত নাকি সেদিনের ওই ঘটনা, অর্থাৎ স্যাটানিক ভার্সেস ঘটনার দিনের প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে—'আমি তোমার পূর্বে যে-সব রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, তাদের কেউ যখনই কোনো আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, শ্রেষ্ঠ হিকমতওয়ালা।'

সালমান রুশদি এবং খ্রিষ্টান মিশনারিদের দাবি, এই আয়াত দিয়েই আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দেন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজমের সাথে মিশিয়ে ফেলা ওই আয়াত দুটো বাতিল করে দেন।

এতটুকু বলার পরে সাজিদ একটু থামল। এরপর আবার বলতে শুরু করল, 'শত্রুপক্ষ এই গল্প খুব চাতুরির সাথে বানিয়েছে বলা যায়; কিন্তু ঘাপলা রেখে গেছে অন্য জায়গায়। সেটি হলো, সূরা নাজম নাযিলের সাথে সূরা হজ নাযিলের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান। সূরা নাজম নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ম বছরে, মক্কায়। সূরাটি মাক্কী সূরার অন্তর্গত। আর সূরা হজ নাযিল হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রায় ১২-১৩ বছর পরে, হিজরতের প্রথম বছরে। সূরাটি মাদানী সূরা।

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ তাদের কথানুযায়ী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেন নবুওয়াত প্রাপ্তির ৫ম বছরে, আর সূরা হজ নাযিল হয় নবুওয়াত প্রাপ্তির ১৩ তম বছরে। দুই সূরার মধ্যে সময় ব্যবধান ৮ বছর।

অর্থাৎ তাদের দাবি অনুযায়ী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল করেছেন আজ, আর আল্লাহ তা সংশোধন করেছেন ৮ বছর পরে...!

সাজিদ জোরে বলতে লাগল, 'আচ্ছা বলুন তো, নেহাত পাগল ছাড়া এই গল্প কোনো মানুষ বিশ্বাস করবে? ভুল করেছে আজ আর তা সংশোধন হলো আরও ৮ বছর পরে। তাদের দাবি মানতে গেলে বলতে হয়, এই আট বছরের মধ্যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা নাজমে লাত, উযযা, মানাতের মতো দেবীর প্রশংসা করেছেন আবার একইসাথে কালেমায় বলেছেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই।

একদিকে দেবীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার বৈধতা, আবার অন্যদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে তাদের বাতিল করে দেওয়া—এতসব কাহিনি করার পরেও কীভাবে তিনি সেখানে 'আল আমীন' হিশেবে থাকতে পারেন? হাউ পসিবল?'

আমরা কেউ-ই কোনো কথা বললাম না। চুপ করে মনোযোগ দিয়ে সাজিদের কথাগুলো শুনে যাচ্ছি। সে আবারও বলতে আরম্ভ করল, 'ঠিক আছে। তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে, সূরা হজের সেই সংশোধনী আয়াত আল্লাহ তাআলা আট বছর পরে নয়, ওই রাতেই নাযিল করেছিলেন এবং ওই রাতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ভুল শুধরে নিয়েছিলেন। ভুল শোধরানোর পরে ওই রাতেই ঘোষণা করলেন যে—লাত, উযযা, মানাতের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।'

খেয়াল করুন, তিনি দিনে বলেছেন এরকম :

'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)

'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...।'

আবার রাতে নিজের ওই কথাকে পাল্টে নিয়ে বলছেন, 'লাত, উযযা, মানাতরা বাতিল। তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।'

Scanned by CamScanner

অবস্থা যদি সত্যিই এরকম হতো, তাহলে মক্কার কাফির, পৌত্তলিকদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একজন ঠগ, প্রতারক ও বেঈমান বলে গণ্য হবার কথা ছিল না? অথচ, ইতিহাসের কোথাও কি তার বিন্দু-পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়? যায় না। যাদের সাথে তিনি মুহূর্তেই এতবড় বেঈমানি করলেন, তাদের কারও কাছেই তিনি 'ঠগ' 'প্রতারক' 'মিথ্যুক' সাব্যস্ত হলেন না। ব্যাপারটি খুব আশ্চর্যের নয় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান-অপদস্ত করার এতবড় সুযোগটি কীভাবে তার শত্রুপক্ষ মিস করে বসল? তা ছাড়া, ইতিহাস থেকে জানা যায়, মদীনায় হিজরতের আগের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার ঘরে রেখে যান, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গচ্ছিত আমানত যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। ভাবুন তো, যিনি একদিনে দু-রকম কথা বলতে পারেন, তাকে কিন্তু তখনো মক্কার কুরাইশরা বিশ্বাস করছে, ভরসা করে আমানত গচ্ছিত রাখছে। কীভাবে? তিনি যদি সত্যিই এমন কাজ করে থাকেন, এরপরও মক্কার লোকজনের তার ওপরে এত অগাধ বিশ্বাস স্থাপনের কারণ কী ছিল? আদৌ কি সেদিন 'Satanic Verses' জাতীয় কিছু নাযিল হয়েছিল রাসূলের ওপর? উত্তর হলো—না।

সাজিদ ঘামতে শুরু করেছে; কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। এতজনের সামনে এভাবে সে আগে কোনোদিন কথা বলেনি। এজন্যেই হয়তো একটু অসুবিধে হচ্ছে তার। সে আবার শুরু করল-'দ্বিতীয় প্রমাণ হলো, তর্কের খাতিরে যদিও ধরে নিই যে, 'Satanic Verses' সত্য, তাহলে চলুন, সূরা নাজমের আয়াতের সাথে ওই তথাকথিত শয়তানের আয়াতগুলো মিলিয়ে আমরা আরেকবার দেখে নিই :

[১৯] 'তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

[২০] 'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

[২১] 'তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী)

[২২] 'এবং তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়'...

[২৩] 'এগুলো তো কেবল (এই যে লাত, উযযা, মানাত এসব) কতকগুলো নাম, যে নাম তোমরা আর তোমাদের পিতৃপুরুষেরা রেখেছ, এর পক্ষে আল্লাহ কোনো প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে,

Scanned by CamScanner

যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।'

খেয়াল করুন, ২১ এবং ২২ নম্বর আয়াতের পরে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে কোনোরকম সংশোধনী আসার আগেই ঠিক ২৩ নম্বর আয়াতে এসে বলা হচ্ছে, 'এগুলো (লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি) তো কেবল কতগুলো নামমাত্র, যা তোমরা (মুশরিকরা) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষেরা রেখেছ। এদের (ক্ষমতার) পক্ষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি।'

বড়ই আশ্চর্যের, তাই না? একটু আগে বলা হলো, তারা হলেন খুবই উঁচু পর্যায়ের দেবী। তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়।' আবার, তার ঠিক পরেই বলা হচ্ছে, 'এগুলো তো কেবল কিছু নাম মাত্র, যা তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত।' What a double stand! এরকম ডিগবাজি দেওয়ার পরেও যারা একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে নতুন ইসলামে এসেছে, তারা কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেত না?

আর কুরাইশরা এত পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এটি বুঝতে পারল না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে মাইন্ড গেইম খেলছে?'

সাজিদ থামল। পঙ্কজ দা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে, বলা হয় যে, আবিসিনিয়ায় হিজরত করা একটি দল এই ঘটনার কথা শুনে অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মুশরিকদের দেব-দেবীদের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনা শুনে ফেরত চলে এলো, তাদের ব্যাপারে কী বলবে?'

সাজিদ বলল, 'হ্যাঁ, তারা ফেরত এসেছিল ঠিকই; কিন্তু তারা ফেরত এসেছে এই ঘটনা শুনে নয়, অন্য ঘটনা শুনে। নবুওয়াতের ৫ম বছরে তৎকালীন আরবের অন্যতম বীর উমার ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং হামজা রাযিয়াল্লাহু আনহুর মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের খবর শুনে, মক্কার পরিস্থিতিকে কিছুটা নিরাপদ ভেবে, তারা ফেরত এসেছিল। তথাকথিত 'Satanic Verses' নাযিলের কথা শুনে নয়। প্রত্যেক সহীহ রেওয়ায়েতেই এটার বর্ণনা পাওয়া যায়।'

আমাদের কারও মুখে কোনো কথা নেই। সাজিদ পিকলু দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিকলু দা?'

'হু।'

Scanned by CamScanner

'আচ্ছা, তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো?'

'না।'

'ঠিক তো?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ্বাস করো যে, ঈশ্বর বলে কেউ নেই?'

'হুম, বিশ্বাস করি যে—ঈশ্বর বলে আদৌ কেউ নেই।'

'আচ্ছা, তুমি কি বিশ্বাস করো শয়তান বলে কেউ আছে, যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, বোঝা যায় না?'

'আরে না! আমি অমন ফাও জিনিসে বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না।'

'ঠিক বলছ তো?'

'হ্যাঁ।'

এবার সাজিদ হো-হো করে কিছুক্ষণ হাসল। এরপরে বলল, 'তাহলে কী করে তুমি সালমান রুশদির 'Satanic Verses' বিশ্বাস করছ যেখানে তুমি 'শয়তান' বলে কিছুতে বিশ্বাসই করো না? সালমান রুশদীকে বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে আগে শয়তানের ওপরে ঈমান আনতে হবে। তারপরেই না 'Satanic Verses' (শয়তানের আয়াত) বিশ্বাস করা যাবে। হা-হা-হা-।'

এতক্ষণের নীরবতা ভেঙে সবাই এবার হাসিতে ফেটে পড়ল। অট্টহাসিতে ভরে উঠল আমাদের আড্ডাস্থল। মাগরিবের আযান হচ্ছে। পিকলু দা, পঙ্কজ দা আর সৌরভ উঠে চলে যাবার পথ ধরল। আমরা মসজিদের পথ ধরলাম।

দূরে পাখিরা আপনালয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমি আর সাজিদ পাশাপাশি হাঁটছি। ভাবছি, ইশ! আজকের আড্ডাটি আরেকটু দীর্ঘ হলেও পারত...।

Scanned by CamScanner

রাসূলের একাধিক বিবাহের নেপথ্যে

আমি আর সাজিদ বিশাল এক দালানের সামনে এসে দাঁড়ালাম। দালানের চারপাশ সুন্দর সব ফুলগাছে ভর্তি। একটি সাদা রঙের ফুলে আমার চোখ পড়ল। লাল রঙের টবে লিকলিকে এক লতা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সেই লিকলিকে লতার গায়ে সেনাপতির মতো শৌর্যবীর্য নিয়ে কিছু সাদা রঙের ফুল যেন তার বাড়ন্ত যৌবনের জানান দিচ্ছে। ফুলগুলোর কাছে গেলাম। এধরণের ফুল আগে কখনোই দেখিনি। অদ্ভুত এক নেশাজাগানিয়া সুবাস ছড়াচ্ছে তারা। সেই মাতাল করা গন্ধে মৌ মৌ করছে বাতাস।

যেই আমি ফুলগুলো ছুঁতে যাব, অমনি বিশালাকার গোঁফওয়ালা এক লোক কোত্থেকে যেন দৌড়ে এসে আমার সামনে হাজির। এই লোকের যে শুধু গোঁফই বিশাল তা নয়, শরীরের তুলনায় তার মাথাটাও বিশাল সাইজের। আস্ত একটা ফুটবলের সমান মাথা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে লোকটি আমায় বলল, 'ফুলগাছে হাত দেওয়া নিষেধ, জানেন না?'

তার প্রশ্ন শুনে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম। আশপাশে ভালোভাবে তাকালাম। কোথাও কোনো সাইনবোর্ডে লেখা নেই যে, 'ফুল ছেঁড়া ও ফুলগাছে হাত দেওয়া নিষেধ'। ত্বরিতগতিতে চারদিকে একনজর তাকিয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞামূলক বাণীর সন্ধান না পেয়ে তার দিকে ফিরলাম। দেখলাম লোকটি তখনো আমার দিকে মারমুখী চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে। তার চোখ দুটোও স্বাভাবিকের তুলনায় বিশাল দেখাচ্ছে। মানুষ রেগে থাকলে যা হয় আর কি! কিন্তু এই লোক আমার ওপরে এত চটে বসার যথেষ্ট কোনো কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। বললাম, 'ফুলগাছে হাত দিলে কী সমস্যা?'

Scanned by CamScanner

আমার কথা শুনে তার চোখ দুটো যেন আরও বিশাল হয়ে উঠল। নাকটাও ফুলে উঠছে ক্রমশ। বুঝতে পারছি, লোকটি এখনো রাগের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছায়নি। ওই ধাপে গেলে তার চেহারার কী-যে অবস্থা হবে, কে জানে। খুব ইচ্ছে করছিল তার রাগের সর্বশেষ পারদ দেখে যাওয়ার। কোনো এক গল্পে পড়েছিলাম, একবার এক ব্যাঙ নিজেকে ফুলাতে ফুলাতে একসময় পটাশ করে ফেটে গিয়েছিল। এই লোকের ক্ষেত্রে সে রকম ঘটার সম্ভাবনা যদিও ক্ষীণ, তবুও তাকে রাগতে দেখে আমি কেমন যেন অদ্ভুত মজা পাচ্ছি। আমার নজর তখন সাদা রঙের ফুলগুলোর চেয়ে লোকটির ওপরেই বেশি। পাশ ফিরে সাজিদকে ডাকতে যাব, ওমা! অমনি দেখি সাজিদ ভ্যানিশ! কোথায় গেল সে?

পরে সাজিদকে আবিষ্কার করলাম অন্য জায়গায়। এই দালানের উত্তর-পূর্ব দিকে একটি কৃত্রিম ঝরনা আছে। বাঁধের মতো করে একটি ছোট্ট পুকুরসদৃশ কুয়া। সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগের মাধ্যমে পানিকে সঞ্চারণ করে ওপর থেকে নিচের দিকে ফেলা হচ্ছে। সেই ঝরনার কাছে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আমি অনেকটা লম্বা লম্বা পা ফেলে তার কাছে ছুটে এলাম। আমাকে এভাবে স্থান ত্যাগ করতে দেখে লম্বা গোঁফওয়ালা লোকটি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েছে। সে নিশ্চয়ই ভাবছে আমি তার ভয়ে পালিয়ে এসেছি। বিজয়ীর মতো হেসে হেসে, গর্বে ফুলে ওঠা বুক নিয়ে সে নিশ্চয়ই তার জায়গায় চলে গেছে এতক্ষণে। তার চোখ আর নাকের কী অবস্থা, কে জানে! সেগুলো কি এখনো ফুলে-ফেঁপে আছে? নাকি চুপসে গেছে?

সাজিদের কাছে এসে বললাম, 'কীরে! এদিকে চলে এসেছিস যে? তোকে আমি খুঁজছিলাম চারদিকে।'

সে আমার দিকে ফিরে বলল, 'কেন? দারোয়ানের ফোলানো নাক আর বিশালাকার চোখ দেখাতে?'

যা বাবা! এই ব্যাপারটি সাজিদ কীভাবে জানল? সে তো আমার সাথে ছিল না সেখানে। আমি থতমত খেয়ে তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। সে আমার অবাক করা দৃষ্টিকে অগ্রাহ্য করে আবার ঝরনার দিকে মুখ ফেরাল। আমি তখনো এক অদ্ভুত বিস্ময় নিয়ে তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ সে আমাকে বলল, 'আরিফ...?'

'হু।'

Scanned by CamScanner

'এই ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে দেখ!'

'কী দেখব?'

'কৃত্রিমতা দেখবি।'

'লাভ কী?'

'লাভ নেই।'

'তাহলে?'

এবার সাজিদ আমার দিকে ফিরে বলল, 'মানুষ মনে করে কী জানিস? টাকা, বিশাল অট্টালিকা, দামি গাড়ি আর ঐশ্বর্যের মধ্যেই সুখ। এই ঐশ্বর্য আর ধন-সম্পদের পেছনে ছুটতে ছুটতে মানুষ এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, স্রষ্টার অনুপম প্রকৃতিকে কাছ থেকে দেখার, সবুজাভ প্রকৃতির কাছে গিয়ে বুক ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার ফুরসত তার হয় না; কিন্তু সে জানে, দিনশেষে তার অট্টালিকা, তার বিশালাকার দালান তাকে মনোতৃপ্তি দিতে পারে না। সে এসবের মাঝে বন্দিজীবন পার করে; কিন্তু জীবন তাকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে ধরে যে, সে এই শৃঙ্খল থেকে কোনোভাবেই নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। তবুও তার একটু ফুরসত চাই। একটু অবসর। সেই অবসর, মনোরম পরিবেশ স্রষ্টার প্রকৃতি ছাড়া কোথায় পাবে? সে নিজের ইচ্ছেমতো তৈরি করে নেয় ঝরনা, কৃত্রিম হ্রদ ইত্যাদি। দিনশেষে সব আইডিয়া স্রষ্টার কাছ থেকেই ধার করা...।'

আমি মন দিয়ে সাজিদের এক নাগাড়ে বলে যাওয়া কথাগুলো শুনলাম। নিজ থেকে সে কখনোই আমার সাথে এভাবে কথা বলে না। তাকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দেয়, ব্যস! কিন্তু আজ তার এমন দার্শনিক কথাবার্তা দেখে আমি আরও একবার অবাক হলাম।

Scanned by CamScanner

সাজিদের এসব বড়দা, মেঝদা, ছোট দা'দের আমি চিনি না। অবশ্য আমার চেনার কথা-ও না। সে কোন দিন কাকে, কোথায়, কখন যে অ্যাপয়েনমেন্ট দিয়ে রাখে সেটা আমিও বুঝতে পারি না। আজকে এসেছি তার কোনো এক বড়দার বাড়িতে। ইতিপূর্বে এই বিশাল বাড়িতে এসেছি বলেও আমি স্মরণ করতে পারছি না। সাজিদের পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে তার সেই বড়দার ঘরে ঢুকে পড়লাম। ঘরটি বেশ পরিপাটি করে সাজানো। ঘরের আসবাবপত্র আর দেয়ালে টাঙানো কারুকাজ করা চিত্রকর্ম দেখেই বোঝা যায় লোকটি বেশ শৌখিন। বেতগাছের সোফার ওপর ভদ্রলোক পা লম্বা করে দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে বই। সিগারেটটি জ্বলে শেষ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে; কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। তিনি বইপড়ার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছেন। সম্ভবত মজার কোনো বই-টই হবে।

সাজিদ গলা খাঁকারি দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢোকে। সাজিদের গলার আওয়াজ শুনেই ভদ্রলোক ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালেন। গোলগাল চেহারার এই লোকটি আমাদের দেখেই হাতে থাকা সিগারেট মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষে থ্যাঁতলে দিয়ে বললেন, 'সাজিদ, এসো এসো, বসো।' তিনি আমাদের সোফার দিকে ইশারা করে বসতে বললেন। আমি আর সাজিদ বাধ্যছেলের মতো সোজা গিয়ে সোফায় বসলাম। তিনি এবার তার রকিং চেয়ারে পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বসলেন। ভদ্রলোকের চেহারার সাথে কার চেহারার যেন আমি অদ্ভুতরকম মিল পাচ্ছি। আমি কি এর আগে তাকে দেখেছি কোথাও? অথবা তার মতো কাউকে কি আমি চিনি? ঠিক মনে করতে পারছি না।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তোমাদের কষ্ট হয়নি তো আসতে?'

সাজিদ মাথা নেড়ে জানাল, 'না, কোনো কষ্ট হয়নি।'

আমাদের আসতে কোনো কষ্ট হয়নি শুনে ভদ্রলোক পা দুখানা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমরা একটু বসো। আমি আসছি' বলে তিনি ভেতরের ঘরে চলে গেলেন। আমি সাজিদকে বললাম, 'হ্যাঁ রে! লোকটার চেহারাটি বেশ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথাও দেখেছি?'

সাজিদ চুপ করে রইল।

'খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে। আগে কোথাও দেখে থাকতে পারি কি?'

Scanned by CamScanner

'তিনিই হয়তো ভালো বলতে পারবেন', এই বলে সাজিদ সোফার সামনে টি-টেবিলে থাকা বইটি উল্টাতে লাগল। রাশিয়ান লেখক ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা *মা* উপন্যাসটি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা বিখ্যাত এই উপন্যাস সাজিদ এর আগেও কয়েকবার পড়েছে। যেহেতু উপন্যাসটি আগেই পড়া আছে, এই মুহূর্তে সেটি উল্টানোর কারণ কী? সাজিদের এমন গা-ছাড়া উত্তর শুনে আমার পিত্তি জ্বলে উঠল। ইচ্ছে করছিল তার পিঠে আস্ত একটি কিল বসিয়ে জবাব দিই; কিন্তু সম্ভব না। ভদ্রলোকের বাড়ি। এখানে বন্ধুত্বের ষোলকলা ফলাতে যাওয়া বিপদ। কোনোরকমে নিজেকে সংবরণ করে বললাম, 'আমি কিন্তু এরকম ঠাট্টা-টাইপ জবাবের আশায় প্রশ্নটি করিনি। তাকে সত্যিই খুব পরিচিত লাগছে। মনে হচ্ছে আগে কোথায় যেন দেখেছি।'

'দেখেও থাকতে পারিস।'

'তাকেই?'

'হয়তো তাকে অথবা তার মতো কাউকে। অসম্ভব তো না।'

বুঝতে পারছি সাজিদ আমার সাথে লুকোচুরি খেলছে। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, তেমনই সোজা কথায় ওর পেট থেকে মূল কাহিনি বের হয় না। ওর বাম কান মলে দিয়ে বললাম, 'সোজা কথার সোজা উত্তর দিতে কি তোর খুব কষ্ট হয়?'

সাজিদ 'উহ্!' শব্দ করে বলল, 'ছাড়! ব্যথা লাগছে তো।'

'বল তাহলে এই লোককে কোথায় দেখেছি?'

সাজিদ বুঝতে পারল আমি নাছোড়বান্দা। বলল, 'পৃথিবীতে কাছাকাছি চেহারার মানুষ তো থাকতেই পারে, তাই না? যেমন ধর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। অনেকে বলে তার চেহারার সাথে রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম যৌবনের চেহারার মিল আছে। এখন কেউ যদি রামমোহনের যৌবনকালের একটি ছবি এবং সুনীল দার যৌবনকালের ছবি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলে—এরা দুজন একই ব্যক্তি, সেটি কি ঠিক? আবার ধর হিটলারের কথা। কথিত আছে হিটলার একটি কারাগারে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দুই হাজার কয়েদিকে হত্যা করেছিল। সেই কয়েদিদের মধ্যে জুলিয়ান নামে একজন কবিও ছিলেন। এর ঠিক দু-বছর পরে কবি জুলিয়ানকে আবার পশ্চিম

Scanned by CamScanner

জার্মানির রাস্তায় উলঙ্গ অবস্থায় হাওয়া খেয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। সবাই তো খুবই অবাক! অলৌকিক কাহিনি না তো? কিন্তু কবি জুলিয়ান এভাবে উলঙ্গ অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে কেন? বোদ্ধা মহল সেই ঘটনার পক্ষেও যুক্তি দাঁড় করিয়ে ফেলল। তারা জানাল, কোনো এক অলৌকিক শক্তিবলে জুলিয়ান সেদিন প্রাণে বেঁচে যান; কিন্তু এমন আকস্মিক ঘটনার প্রভাব তিনি সইতে পারেননি। কথায় আছে, অধিক শোকে পাথর। বেচারা জুলিয়ান হয়তো অধিক শোকে পাথর হবার বদলে পাগল হয়ে যান। এরপর, একদিন জানা গেল এই পাগলটি আসলে জুলিয়ান ছিল না। হুবহু কবি জুলিয়ানের মতো দেখতে ছিল বটে। দেখ, মানুষ কতভাবেই-না বিভ্রান্ত হতে পারে, তাই না?

সাজিদের কথা শুনে আমার মাথায় যেন রক্ত চড়ে বসল। তার কাছে আমি শুনতে চাইলাম চর্যাপদের শ্লোক, সে আমাকে পুরো মহাভারত শুনিয়ে বসে আছে। আমি চোখ রাঙিয়ে বললাম, 'এই! তোর দার্শনিক কথাবার্তা অন্যদের জন্য তুলে রাখ। তোর কাছে এত প্যাঁচাল শুনতে চাইনি। রাজা রামমোহন রায় আর সুনীলের মধ্যকার সাদৃশ্য কীরকম, কিংবা কবি জুলিয়ান-নামার প্রাগৈতিহাসিক বর্ণনা তোর কাছে কি চেয়েছি? যা জানতে চেয়েছি তার উত্তর দে।'

সাজিদ ধপ করে দমে গেল। কথা বলতে শুরু করার পর তাকে যদি কেউ থামিয়ে দেয়, তখন সে তার চেহারা ঠিক বাঙলা পাঁচের মতো বানিয়ে ফেলে। ঝুমবৃষ্টির পর প্রকৃতিতে যেমন একটি থমথমে অবস্থা বিরাজ করে, সাজিদের চেহারার ভাবটাও এই মুহূর্তে সেরকম। আমাদের মাঝে রীতিমতো একটি ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। নীরব ঝগড়া। অবশেষে সে শান্ত গলায় বলল, 'লাস্ট ইয়ারে আমরা বার্সেলোনার যে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে এক লোক আমাদের বিরল প্রজাতির একটি সাদা রঙের গরিলা দেখিয়েছিল না?

'হুম।'

'ওই লোকটার নাম মনে আছে?'

Scanned by CamScanner

ওই লোকটার নাম মনে করার চেষ্টা করলাম। কী যেন নাম ছিল? ধুর ছাই। মনে আসছে না। বললাম, ‘ভুলে গেছি।’

‘তার নাম ছিল ড্যানিয়েল।’

‘ওহ হ্যাঁ, ড্যানিয়েল; মনে পড়েছে। তো?’

‘তো আবার কী?’

‘আমি তো তোর কাছে ড্যানিয়েল-সংক্রান্ত লঙ্কাকাহিনি শুনতে চাইনি। তোর সামনে উপবিষ্ট থাকা তোর বড়দার ব্যাপারে জানতে চেয়েছি।’ সাজিদ বলল, ‘ওহ! ভুলে গিয়েছিলাম। এই সেই ড্যানিয়েল, যার সাথে আমাদের বার্সেলোনার চিড়িয়াখানায় দেখা হয়েছিল। আমাদের ইনিই তো পুরো চিড়িয়াখানা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন।’

আমি যেন তাজ্জব বনে গেলাম। সাদা চামড়ার সেই স্প্যানিশ লোকটি কি জলবৎ তরলং করে বাংলা বলে যাচ্ছে! আমি সাজিদের দিকে ফিরে বললাম, ‘দেখ সাজিদ, আজকাল তুই খুব বেশিই মজা করছিস। এরকম একজন নিখাদ বাঙালিকে তুই স্প্যানিশ ড্যানিয়েল বানিয়ে দিয়েছিস? তুই কি মনে করেছিস তোর সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কথাবার্তা আমি বিনাবাক্যে বিশ্বাস করে নেব? নেভার!’

হঠাৎ আমাদের পেছন থেকে কথা বলে উঠলেন সাজিদের সেই বড়দা। তিনি বললেন, ‘এক্সকিউজ মি, আরিফ। মে বি অ্যাই অ্যাম ইন্টারফেয়ারিং ইন ইওর পারসোনাল ডিসকাশন। বাট ইট সীমস লাইক ইউ আর মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ভেরি পোলাইট বয়, সাজিদ। হি ইজ নট লাইয়িং অ্যাট অল। অ্যাই অ্যাম দ্যাট গাই উইথ হুম ইউ গাইস মেট অ্যাট দ্য জু অব বার্সেলোনা। আমার নাম ড্যানিয়েল। আমার জন্ম বাংলাদেশেই। খুলনাতেই আমি বেড়ে উঠেছি। আট বছর বয়সেই আমরা সপরিবারে স্পেন চলে যাই। দীনেশ আচার্য থেকে আমি হয়ে উঠি ড্যানিয়েল।’

আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই লোক কী করে সেই লোক হতে পারে? স্পেনে যখন ছিলাম, এই লোক একটিবারের জন্যও আমাদের সাথে কেন বাংলা বলেননি? আর সাজিদের সাথে এই লোকের বিশেষ সম্পর্কটাই-বা কী? সবকিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি...।

Scanned by CamScanner

ড্যানিয়েল ওরফে দীনেশ আচার্য নামের লোকটি ট্রেতে করে কফি নিয়ে এসেছেন। চকোলেট রঙের কফির কাপগুলো আমাদের সামনে রেখে তিনি আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলেন। পায়ের ওপর পা তুলে কফির কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদের কাছে জানতে চাইলেন, 'তোমার মফিজুর রহমান স্যার কেমন আছেন, বলো তো?'

আরে বাহ! সাজিদ এই লোকটার সাথে মফিজ স্যারের গল্পও করে রেখেছে, অথচ আমি দাবি করে থাকি সাজিদের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের খবর আমার নখদর্পণে। নিজের ওপর নিজেরই খানিকটা রাগ হলো। সাজিদ উত্তরে বলল, 'জি, স্যার ভালো আছেন।'

'আচ্ছা, ভদ্রলোক তোমাকে আইনস্টাইন বলে ডাকেন কেন? আই মিন, ফিজিক্স তো তোমার বিষয় নয়। তোমার বিষয় হচ্ছে বায়োলজি। তিনি যদি তোমাকে কোনো উপনামে ডাকবেনই, তাহলে বায়োলজিতে বিরাট অবদান রেখেছে এরকম কোনো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নামানুসারে ডাকলেই পারেন। আইনস্টাইন তো বায়োলজির কেউ ছিলেন না।'

সাজিদ বলল, 'ঠাট্টা করে ডাকেন।'

'ও আই সী।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, ঠাট্টা করে আইনস্টাইন-ই বা ডাকতে হবে কেন?'

সাজিদ একটু নড়েচড়ে বসে হাত থেকে কফির কাপটি রেখে বলল, 'আসলে, আইনস্টাইন এমন একটি ফিগার, যাকে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের বাইরের যে কেউ চেনে। বিজ্ঞানের জগতে আইনস্টাইন যতটা পপুলার, ততটা আর কেউ হতে পারেননি। আপনি যদি টলেমি, কোপার্নিকাসদের নাম সাধারণ মানুষের কাছে বলেন, ওরা বোকা বোকা চোখে আপনার দিকে তাকাবে। সাধারণ মানুষ আইনস্টাইনকে যেভাবে চেনে বা তার নাম তারা যেভাবে শুনেছে, অন্য কারও নাম সেভাবে তারা শোনেনি। যেমন ধরুন, আমাকে যদি বায়োলজি ফিল্ডের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তির নাম বলতে হয় আমি কিন্তু ডিএনএ-এর আবিষ্কারক স্যার ফ্রান্সিস ক্রিকের কথাই বলব। এখন মফিজুর রহমান স্যার যদি আমাকে ঠাট্টা করে 'মিস্টার আইনস্টাইন' এর বদলে 'মিস্টার ফ্রান্সিস ক্রিক' বলে ডাকেন, সম্ভবত কেউই তার এই ঠাট্টা ধরতে পারবে না। মানুষ ভাববে, আমার নাম বোধকরি সত্যি সত্যিই ফ্রান্সিস ক্রিক; কিন্তু আমাকে যখনই তিনি 'মিস্টার আইনস্টাইন' বলে ডাকেন, তখন কিন্তু সবাই তার উপহাসটি ধরে ফেলে আর মজা পায়। হাসাহাসি করে। এটি হচ্ছে হিউম্যান সাইকোলজি। মানুষ তার পরিচিত

Scanned by CamScanner

রহমান স্যারের ব্যাপারে ওকালতি করল? যাওয়ার পথে জিজ্ঞেস করতে হবে...।

আমাদের আলোচনার ছেদ ঘটিয়ে ঘরের সামনের দরজার ওখান থেকে একজন বলে উঠলেন, 'গুড মর্নিং গাইস।'

মুহূর্তেই আমাদের দৃষ্টি তার দিকে পড়ল। এই লোককে দেখতে মোটেও ব্রিটিশ বা স্প্যানিশ বলে মনে হয় না। বাংলার হাওয়া-জল আর মাটিতে গড়াগড়ি খেয়েই যে তার বেড়ে ওঠা, সেটি তার চেহারা আর শারীরিক গঠনই বলে দিচ্ছে। ভদ্রলোক হুড়মুড়

Scanned by CamScanner

একজন রুমমেট ছিল, যে ইসলামিক স্ট্যাডিজের ওপরে এম.ফিল করছিল। তার থিসিসের বিষয় ছিল মুহাম্মাদের জীবনী। তার থিসিসটি একবার আমাকে পড়তে দিয়েছিল সে। থিসিসটি পড়তে গিয়ে খেয়াল করলাম যে, মুহাম্মাদ নাকি এগারোটি বিয়ে করেছেন জীবনে। আই রিপিট, এ-গা-রো... আমাকে বলতে পারো, একজন লোকের জীবনে ঠিক এগারোজন স্ত্রীর দরকার পড়বে কেন?'

বুঝতে পারলাম পুরোনো কাসুন্দি। সচরাচর নাস্তিকরা যে-সব প্রশ্ন পকেটে নিয়ে ঘোরে আর-কি! আরে বাবা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগারোটি বিয়ে করবেন, না পঁচিশটি করবেন, তা দিয়ে তোমাদের কী? এ-জাতীয় প্রশ্ন শুনলেই আমার পিত্তি জ্বলে ওঠে। নাস্তিক হয়েছ ভালো কথা, তাই বলে কারও ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলাতে যাওয়া লাগবে কেন? যত্ত সব!

সাজিদ এরকম প্রশ্নগুলো শোনার পরে এখনো কীভাবে স্বাভাবিক রয়েছে আল্লাহ মালুম। আমার তো রাগে গা গিজগিজ করছে। হাত থেকে ম্যাক্সিম গোর্কির *মা* উপন্যাসটি রেখে সাজিদ বলল, 'আমি কি আপনাকে 'রমেশ দা' বলে ডাকতে পারি?'

'অবশ্যই পারো', সামনে উপবিষ্ট লোকটি বলল।

'আচ্ছা রমেশ দা, আপনি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী কখনো পড়েছেন?'

'তা পড়িনি অবশ্য। তবে নানাজনের কাছ থেকে কিছু কিছু ব্যাপারে শুনেছি।'

লোকটার কথা শুনে আমার মাথা গরম হয়ে গেল। বলে ফেললাম, 'আপনি যখন তার কোনো জীবনীই পড়েননি, তাহলে প্রশ্নের ঝুলি নিয়ে ঘুরছেন কীভাবে? কোনো কিছু নিয়ে প্রশ্ন করতে হলে আগে সে সম্পর্কে পড়াশোনা করতে হয়। এই কমন-সেন্সটুকুও কি আপনাদের নেই?'

আমার জোরালো ও ঝাঁঝালো বক্তব্য শুনে দীনেশ আচার্য এবং রমেশ আচার্য, দুই আচার্য মিলে আমার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকাল। বুঝতে পেরেছি, আমার গলার স্বর একটু বেশিই উঁচু করে ফেলেছি। পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য সাজিদ বলল, 'ফাইন! প্রশ্ন করার জন্যে যে, আগে সে ব্যাপারে ব্যাপক পড়াশোনা থাকতে হবে, ব্যাপারটি এমন নয়। এটি একটি ভুল ধারণা। প্রশ্ন যে-কারও থাকতে পারে। একটি

Scanned by CamScanner

ছোট শিশু যখন আকাশের চাঁদ দেখে প্রশ্ন করে, তখন তার অবশ্যই জানা লাগে না যে, চাঁদ হলো একটি উপগ্রহ। এটি পৃথিবী থেকে এত কিলোমিটার দূরে। এটার ভূপৃষ্ঠ অমুক-তমুক পদার্থ দিয়ে গঠিত। প্রশ্ন করার জন্যে তার সে ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ এবং পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই। যদি থাকত, তাহলে সে-বিষয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগত না।'

সাজিদের গোছালো বক্তব্য শুনে আমি চুপসে গেলাম। আপাতবিরোধী মনে হলেও তার কথায় যুক্তি আছে। সে আবার বলতে শুরু করল, 'তাহলে রমেশ দা, আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো জীবনীই পড়েননি?'

'না।'

'কোনো সমস্যা নেই। আপনার প্রশ্নটি হচ্ছে, কেন তিনি এগারোটি বিয়ে করেছিলেন, রাইট? একজন মানুষের জীবনে এতগুলো স্ত্রীর দরকার পড়বে কেন, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। আচ্ছা, আপনি কি জানেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঠিক কত বছর বয়সে প্রথম বিয়ে করেছিলেন এবং কাকে বিয়ে করেছিলেন?'

'নামটি এক্সাক্টলি মনে পড়ছে না। তবে কোনো ব্যবসায়ী নারীকে বিয়ে করেছিলেন এ্যাজ ফার এ্যাজ আই ক্যান রিমেম্বার।'

'একদম ঠিক। তিনি বিয়ে করেছিলেন একজন ব্যবসায়ী নারীকে। তার নাম ছিল খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ। মানে, খুওয়াইলিদ নামের এক ব্যক্তির কন্যা, যার নাম ছিল খাদিজা। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাকে বিয়ে করেন, তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল পঁচিশ বছর। আর খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের বয়স কত ছিল জানেন?'

রমেশ আচার্য জানতে চাইল, 'কত?'

'চল্লিশ বছর।'

'ও, আই সী', বলল রমেশ আচার্য নামের ভদ্রলোক।

Scanned by CamScanner

'কিন্তু আপনি কি আমাকে বলতে পারেন, একজন সুদর্শন পুরুষ, যখন তার টগবগে তারুণ্য, ভরা যৌবনকাল, তখন ঠিক কীসের জন্যে তিনি চল্লিশ বছরের একজন নারীকে বিয়ে করলেন যখন তার যৌবনকাল অস্তমিত প্রায়? শুধু কি তা-ই? এই চল্লিশোর্ধ্ব নারী ছিলেন একজন বিধবাও। আমাকে বলুন তো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতো একজন তরুণ, যার কি না তখন যৌবনের উচ্ছলতায় মেতে ওঠা কোনো সুদর্শনা তরুণীকেই বিয়ে করাটাই ছিল যুক্তিসংগত, তিনি কেন স্ত্রী হিশেবে বেছে নিলেন একজন বিধবা, চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের নারীকে?'

'মে আই ইন্টারফেয়ার হিয়ার?' বললেন দীনেশ আচার্য ওরফে মি. ড্যানিয়েল।

'শিওর', সাজিদ বলল।

'আমার মনে হয় কি সাজিদ, খাদিজা নামের যে ব্যবসায়ী নারীর কথা তুমি বললে, তার অঢেল সম্পত্তি, ব্যবসায় ইত্যাদির মালিকানা হস্তগত করার জন্যেই মুহাম্মাদ আসলে তাকে বিয়ে করেছে। আই ডোন্ট নো হোয়্যাট দ্য একচুয়াল ম্যাটার ইজ, বাট এটি একটি পয়েন্ট হতে পারে বলে আমার মনে হয়েছে।'

মধ্যবয়স্ক এক চাচা গোছের মানুষ আমাদের জন্যে আবার কফি নিয়ে এসেছেন। কফির কাপগুলো টেবিলে রাখামাত্রই তিনি সুড়সুড় করে হেঁটে ভেতরে চলে গেলেন। মি. ড্যানিয়েল সাহেব আমাদের সকলকে আবারও কফি পরিবেশন করলেন। ধোঁয়া-ওড়া কফির কাপে চুমুক দিয়ে সাজিদ বলতে শুরু করল, 'হ্যাঁ, এটি একটি চমৎকার পয়েন্ট বটে; কিন্তু আপনি যদি ইতিহাসের পাতা উল্টান, এমনকি যদি আপনি ক্রিশ্চিয়ান মিশনারি, ওরিয়েন্টালিস্টদের লেখা বইপত্রও ঘাঁটেন, তাহলে কোথাও আপনি এর পক্ষে বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাবেন না।'

'কীসের পক্ষে?' রমেশ দার প্রশ্ন।

'এই যে, বড়দা যেটি বললেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাকি ব্যবসায়-সম্পত্তির লোভেই খাদিজার মতো বয়স্ক ও বিধবা নারীকে বিয়ে করেছেন।'

'তাহলে এর পেছনের রহস্য কী?'

'কোনো রহস্য-টহস্য নেই আসলে। তৎকালে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্বাসযোগ্যতা, সত্যবাদিতা, কর্মনিষ্ঠা ও সুন্দর আচরণের কথা মক্কার সর্বত্র

Scanned by CamScanner

ছড়িয়ে পড়ে। এই সংবাদ মক্কার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের কানেও চলে যায়। অনেকদিন থেকে তিনি তার ব্যবসায় পরিচালনার জন্যে এরকম একজন সৎ, বিচক্ষণ, সত্যবাদী, ন্যায়পরায়ণ ও কর্মনিষ্ঠ লোক খুঁজছিলেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে এরকম প্রশংসা শুনে তিনি তাকে একটু যাচাই করে নিতে চাইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাকে কিছু কাজ দিয়ে বণিকদের সাথে সিরিয়ায় পাঠালেন। সাথে বিশেষ এক সহচর নিযুক্ত করলেন, যাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পুরো সফরে খুব কাছ থেকে ভালোভাবে, অবজার্ভ করা যায়। তার ব্যাপারে লোকমুখে যে সুনাম, যে প্রশংসা চাউর হয়ে আছে, তা আদৌ সত্য কি না, সেটি যাতে হাতেনাতে প্রমাণিত হয়। যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিরিয়া-সফর থেকে ফিরলেন, সে-বার ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা হয় এবং তিনি তার হিশাবপত্রেও ছিলেন একেবারেই নির্ভুল, সৃচ্ছ এবং সৎ। খাদিজার নিযুক্ত করা সহচরও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে খুব ইতিবাচক ফলাফল প্রদান করলেন। সব দেখেশুনে খাদিজা রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মনে হলো যে, এই তরুণকে চাইলেই বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া যায় এবং তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যাপারে অভিভাবক হিশেবে তার চাচা আবু তালিবকে সাব্যস্ত করেন। পরবর্তীতে আবু তালিবের সম্মতিতে খাদিজার সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এটাই হচ্ছে পুরো এবং প্রকৃত ঘটনা। এবার বলুন তো, এই ঘটনার কোথাও কি সম্পত্তির প্রতি লোভ আছে? অর্থের প্রতি লোভ আছে? নাকি ব্যবসায়ে মালিকানা হস্তগত করার কোনো পূর্বপরিকল্পনা বা দুরভিসন্ধি আছে?'

রমেশ আচার্য নামের লোকটি পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'ইফ দ্যা কেইস ইজ দিস, দ্যান ইটস ওকে।'

সাজিদ বলতে লাগল, 'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহুবিবাহের প্রসঙ্গ টেনে মূলত নাস্তিকরা যা বোঝাতে চায় তা হলো, তিনি নাকি নারীলোভী ছিলেন। অথচ আপনি যদি ইতিহাসের পাতা খুলে দেখেন, তাহলে দেখবেন যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যৌবন, পড়ন্ত যৌবন এবং বার্ধক্যেরও কিছুটা সময় পার করেছেন তার প্রথম স্ত্রী খাদিজার সাথেই। প্রথম স্ত্রী যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর কাউকে বিয়ে করেননি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন পঞ্চাশ বছর, যখন তার যৌবন শেষ হয়ে শরীরে বার্ধক্য নেমে আসে তখন তার প্রিয় সহধর্মিনী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহার মৃত্যু হয়।

Scanned by CamScanner

নাস্তিকরা যাকে নারীলোভী আখ্যায়িত করতে চায়, সে-ই তিনিই নাকি ভরা যৌবনের সবটুকু সময় অর্থাৎ—পঁচিশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছেন একজন স্ত্রীর সাথেই। নাস্তিকদের দাবি যদি সত্যি হতো, তাহলে এই পঁচিশ বছরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তত পাঁচ-পাঁচটি স্ত্রী থাকা উচিত ছিল; কিন্তু ইতিহাসে এরকম কোনো প্রমাণ নেই। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়? এ থেকে প্রমাণিত হয় যে নাস্তিকদের যুক্তিটি অত্যন্ত দুর্বল এবং অযৌক্তিক।'

'তাহলে বাদবাকি বিয়েগুলো? সেগুলোর ব্যাপারে কী বলবে তুমি?' বলে উঠলেন মি. ড্যানিয়েল।

'বলছি। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন, তখন তিনি মক্কায় আস্তে আস্তে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। যখন তার দাওয়াত ধীরে ধীরে বিশাল আকার ধারণ করতে লাগল, যখন চারদিক থেকে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত মানুষেরা তার কাফেলায় এসে শামিল হতে লাগল, ব্যাপারটি তখন আরবের গোত্রপ্রধানদের নজরে এলো। তারা ভাবল, 'না, এই লোককে তো দমন করতে হবে।' তারা ইসলামধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে আসা মানুষগুলোর ওপরে চালাতে লাগল অমানুষিক অত্যাচার, নির্যাতন। নির্যাতনের সেই মাত্রা এতটাই ভয়াবহ এবং পৈশাচিক ছিল; যা বর্ণনাতীত। বুকের ওপর পাথর তুলে দেওয়া, তপ্ত মরুভূমিতে বেঁধে রাখাসহ নানাবিধ অত্যাচার। তবুও দমে যাননি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীরা। এরকম অমানুষিক নির্যাতনের মুখেও মানুষ দলে দলে ইসলামধর্মে যোগ দিতে শুরু করল। কুরাইশদের পরিকল্পনা কোনো কাজে আসলো না। তারা ভাবল, 'না, এভাবে তো এদের দমানো যাবে না। তাহলে কী করা যায়?'

এবার নতুন প্রস্তাব পাস হলো। কুরাইশ গোত্রপ্রধান, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, 'মুহাম্মাদ, তুমি কী চাও বলো? তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে আমরা আমাদের রাজা বানিয়ে নেব। আরব মুল্লুকের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের এনে তোমার পায়ের কাছে রেখে যাব। তবুও তুমি নতুন যে-ধর্মের কথা মানুষকে বলে বেড়াচ্ছ, সেটি বন্ধ করে দাও।'

চিন্তা করুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কীসের লোভ দেখানো হলো? রাজা হওয়ার এবং আরবকুলের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের ভোগ করতে পারার লোভ; কিন্তু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছিলেন সেদিন, জানেন?'

Scanned by CamScanner

লোকটার কথা শুনে আমার মাথা তৃতীয় বারের মতো গরম হয়ে গেল। সাজিদ কিছু বলার আগে আমি বলে উঠলাম, 'মি. আচার্য, আমি কিছু বলতে চাই।' লোকটি আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, 'শিওর।'

'আপনি কি নিজেকে একজন নাস্তিক দাবি করেন?'

'অবশ্যই করি।'

'আপনি কি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী?'

'অবশ্যই।'

'আপনি যখন ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, তাহলে আরেকজন লোক কেন এতগুলো বিয়ে করল সেটি তো আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে না, তাই না? কে কতগুলো বিয়ে করল সে ব্যাপারে তো আপনার নাক গলানোর কিছু নেই।'

'তুমি খুব বেশিই রেগে যাচ্ছ মাই ডিয়ার', লোকটি বললেন।

সাজিদ আমার দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারায় আমাকে ধৈর্য ধরতে এবং চুপ করতে বলল। লোকটিকে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম; কিন্তু সাজিদের অনুরোধে নিজের ক্ষোভ নিজের ভেতরেই চাপা দিলাম।

সাজিদ বলতে লাগল, 'আচ্ছা, আমার একটি প্রশ্ন আছে। বহুবিবাহ ব্যাপারটি যদি কোনো সমাজে পারমিটেড কিছু হয়, তাহলে সেটি অনুসরণ করতে কোনো অসুবিধে আছে কি?'

'না', বললেন সাজিদের বড়দা ওরফে দীনেশ আচার্য।

'ঠিক আছে। আমরা যদি তৎকালীন আরবের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাব, জাহিলিয়্যাতের ওই সময়টায় নারীদের না ছিল কোনো মর্যাদা, না ছিল কোনো অধিকার। সে-সময়ে জীবন্ত কন্যাশিশুদের কবরস্থ করা হতো। পুরুষকুল নারীদের

Scanned by CamScanner

'কী?'

'তিনি তাদের প্রস্তাব হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার একহাতে যদি সূর্য আর অন্য হাতে চাঁদও এনে দাও, তবুও আমি এই সত্যপ্রচার থেকে একটুও পিছপা হবো না।' কী আশ্চর্য! যে-লোককে আজ নাস্তিকরা নারীলোভী বলতে চাচ্ছে, সেই লোকের সামনে যখন আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারীদের হস্তগত করার সুযোগ এলো, তিনি সেই প্রস্তাব হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বলুন তো বড়দা, এরকম নারীলোভী আপনি কখনো দেখেছেন জীবনে?'

খেয়াল করলাম, দীনেশ আচার্য নামের লোকটি ঢোক গিলল দু-বার। টেবিলে থাকা জগ থেকে পানি ঢেলে নিয়ে ঢকঢক করে পান করে সাজিদ আবার বলতে শুরু করল—'মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে যে-কয়টি বিবাহ করেছেন তাদের সবাই ছিলেন বয়স্কা এবং বিধবা; কেবল আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহা ব্যতীত। অথচ একটি হাদীসে পাওয়া যায়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার জাবির ইবনু আব্দিল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কুমারী কোনো নারীকে বিয়ে করেছেন কি না। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন বললেন, তিনি একজন বিধবাকেই বিয়ে করেছেন, তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'কুমারী মেয়েকে বিয়ে করলে না কেন? তাহলে তোমরা দুজনে মিলে আনন্দ করতে পারতে।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, কুমারী নারী বিয়ে করলে শারীরিক তৃপ্তি বেশি পাওয়া যায়। তাই তিনি জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহুকে কুমারী কেন বিয়ে করল না সে-ব্যাপারে প্রশ্ন করলেন। অথচ তিনি নিজে যাদের বিয়ে করেছেন তাদের সবাই ছিলেন বয়স্কা এবং বিধবা। যদি তিনি নারীলোভীই হতেন, তাহলে তো তিনি বেছে বেছে কুমারী মেয়েদেরই বিয়ে করতেন, তাই না?'

'এক্সাক্টলি', আমি বললাম।

সাজিদ বলতে লাগল, 'এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, মুহাম্মাদ

Scanned by CamScanner

আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের মর্যাদা সমুন্নত করে দিলেন। তিনি নিজে নারীদের স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—নারীরা রক্ষিতা হবার জিনিস নয়।'

রমেশ আচার্য বলে উঠলেন, 'বাট, চৌদ্দশো বছর আগে আরবের কালচারে কী ছিল আর কী হতো তা দিয়ে তো তুমি মুহাম্মাদের বহুবিবাহকে জাস্টিফাই করতে পারো না সাজিদ।'

'কোনটি চৌদ্দশো বছর আগের কালচার?', সাজিদ জানতে চায়।

'এই যে, আরবে তখন নারীদের রক্ষিতা হিশেবে রাখার ব্যাপারটি।'

'এটি তো শুধু আরবের কালচার ছিল না, এটি পুরো বিশ্বেরই একটি চিত্র। শুধু কি চৌদ্দশো বছর আগের ঘটনা এসব? এগুলো তো আমাদের সমাজে সেদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।'

'বুঝলাম না কথাটা।' নড়েচড়ে বসলেন দীনেশ আচার্য।

সাজিদ বলতে লাগল, 'বুঝিয়ে বলছি। ১৯৩৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া আমেরিকান লেখিকা Pearl S. Buck এর নাম শুনেছেন?'

রমেশ আচার্য বললেন, 'হ্যাঁ। শুনেছি।'

'তার অধিকাংশ উপন্যাস চীনের সামাজিক পটভূমির ওপরেই রচিত। তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস *A House Divided, East Wind : West Wind, The Good Earth* ইত্যাদিতে ১৯০০ সালের দিকে চীনের সামাজিক প্রেক্ষাপটের ব্যাপারে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উপন্যাসসমূহে তিনি দেখিয়েছেন ওই সময়গুলোতে চীনের পুরুষেরা স্ত্রীর পাশাপাশি কীভাবে একাধিক রক্ষিতা রাখত। ওই রক্ষিতাদের গর্ভে চীনের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, ক্ষমতাবান রাজনীতিবিদদের জন্ম হয়, যারা কোনোদিন পিতার পরিচয় পাননি। শুধু তা-ই নয়, আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের নিকট-অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকালেও আপনি একই রকম চিত্র দেখতে পাবেন।'

'তাই নাকি?' জানতে চাইল রমেশ আচার্য।

'জি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন? পশ্চিমবঙ্গের কথাসাহিত্যিক?'

Scanned by CamScanner

'হ্যাঁ।'

'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বিখ্যাত একটি উপন্যাসের নাম হচ্ছে *প্রথম আলো*। ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক রথী-মহারথী ব্যক্তিত্বের জীবনী তিনি সেখানে চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। ব্রিটিশ ভারতের সময়কালে, অর্থাৎ ১৯০০ সালের দিকে ত্রিপুরার মহারাজ চন্দ্র মাণিক্যের যে অনেকগুলো রক্ষিতা ছিল, সেই কাহিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবেই তুলে ধরেছেন উপন্যাসটিতে। চন্দ্র মাণিক্যের ওই রক্ষিতাদের গর্ভে তার অনেক সন্তান জন্মলাভ করে, যাদের চন্দ্র মাণিক্যের পৌরুষের প্রতীক বলা হতো।

'আই সী', অবাক হলেন দীনেশ আচার্য।

'এই হচ্ছে আমাদের সমাজের খুব নিকট-অতীতের কথা। আর, রমেশ দা বলছেন আমি কেন চৌদ্দশো বছর আগের কালচার টেনে একাধিক বিয়েকে জাস্টিফাই করছি।'

রমেশ আচার্য কাচুমাচু মুখ নিয়ে বললেন, 'সরি টু সে সাজিদ। এসব আসলে আমার জানা ছিল না।'

'ফাইন। আমি আপনাকে বিব্রত করার জন্যে এসব ইতিহাস টেনে আনিনি। আমি শুধু এটি দেখাতে চেয়েছিলাম যে, এই কালচারটি কত আগেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংস্কার করে গিয়েছেন। নারীদের তিনি দিয়ে গেছেন তাদের প্রাপ্য মর্যাদা। পরিপূর্ণ অধিকার...।'

দীনেশ আচার্য বললেন, 'আমার মনে হয় কী জানো? মুহাম্মাদের এগারোটি বিয়ের পেছনে কোনো যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে। তোমার কী মনে হয় সাজিদ?'

'অবশ্যই', সাজিদ বলল। 'আপনি যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের সব ঘটনা পরম্পরায় সাজান, আপনি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করবেন যে, সেগুলোর পেছনে যৌক্তিক কোনো-না-কোনো কারণ অবশ্যই রয়েছে। আর

Scanned by CamScanner

হয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করলেন, তখন তিনি হয়ে উঠলেন মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা, একচ্ছত্র সেনাপতি। তার কিছু বিয়ে ছিল সন্তানদের দেখভালের দায়িত্ব অর্পণের জন্য। যেমন সাওদা রাযিয়াল্লাহু আনহা। খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা মারা যাওয়ার পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার কন্যাসন্তানকে দেখভালের তাগিদেই তিনি তাকে বিয়ে করেন। তার কিছু বিয়ে ছিল অন্য গোত্রের সাথে জোরদার সম্পর্ক তৈরির খাতিরে। যেমন বনু মুসতালিক গোত্রের নেতা হারেসার কন্যা জুরাইরিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার কথাই ধরুন। পিতা হারেসার সাথে বন্দি হয়ে আসার পরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মুক্তি চাইলে তিনি তাকে মুক্তি দেন এবং বিবাহেরও প্রস্তাব দেন। এতে তিনি রাজি হন এবং তাদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরে হারেসা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর হয়ে গেলেন। এদিকটি বিবেচনা করে সাহাবীরা বনু মুসতালিক গোত্রের সবাইকে মুক্ত করে দেয়। এতে বনু মুসতালিক গোত্রের সকলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার সঙ্গীদের আচার, আচরণ ও মহত্ত্ব দেখে ইসলাম গ্রহণ করে। ঠিক একই রকম ব্যাপার সাফিয়া রাযিয়াল্লাহু আনহার বেলাতেও। এভাবে ইসলামের চরম শত্রু গোত্রগুলো পরিণত হলো ইসলামের পরম মিত্র গোত্রে। বলুন তো বড়দা, একজন পলিটিশিয়ান হিশেবে, একজন রাষ্ট্রনায়ক হিশেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই কৌশলকে আপনি কীভাবে দেখবেন?'

'ইট ওয়াজ ডেফিনেটলি অ্যা গুড ডিসিশান।' বড়দা বললেন।

'এরপর নিজের খুব কাছের সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক আরও মজবুত, আরও শক্তিশালী করার জন্যে তিনি তাদের সাথেও সম্পর্ক পেতেছেন। তিনি বিয়ে করেছেন উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা হাফসা রাযিয়াল্লাহু আনহা এবং আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর কন্যা আয়িশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে। শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কন্যা ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে এবং কুলসুম আর রুকাইয়াহকে বিয়ে দিয়েছেন উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। আপনি ইসলামের ইতিহাস দেখুন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিন্তু এই চারজনই ধারাবাহিকভাবে খলীফা তথা মুসলমানদের আমীর নির্বাচিত হয়। এবার বুঝতে পেরেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কৌশলটি কত বিস্তৃত ছিল?'

Scanned by CamScanner

বড়দা এবং রমেশ আচার্য, দুজনেই চুপ করে আছে। সাজিদ বলতে লাগল, 'যাইনাব বিনতে জাহাশ, যিনি ছিলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফাত বোন, তার সাথেও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন তিনি। কেন জানেন?'

রমেশ আচার্য জানতে চাইল, 'কেন?'

'কারণ, আরবের প্রচলিত নিয়ম ছিল, পালকপুত্র হলো নিজের পুত্রের মতো। তাই পালকপুত্রের স্ত্রীকে পরে কেউ বিয়ে করতে পারত না, নিষিদ্ধ ছিল। ইসলাম এসে এই সংস্কৃতির মূলোৎপাটন করে। রাসূল তার পালকপুত্র যায়েদের কাছ থেকে তালাক পাওয়া যাইনাব বিনতে জাহাশকে বিয়ে করে আরবদের জৈবনিক প্রমাণ দিয়ে দেখালেন যে, পালকপুত্র কখনোই নিজের পুত্র হতে পারে না। তাদের তালাক দেওয়া, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়া নারীদেরও বিয়ে করা যায়। এটাই হলো যাইনাব বিনতে জাহাশ রাযিয়াল্লাহু আনহাকে বিয়ে করার পেছনে অন্যতম মাহাত্ম্য।

বড়দা বললেন, 'বুঝতে পারলাম।'

'এগুলো হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু বিবাহের কিছু কারণ। এসব ছাড়া আরও কারণ আছে। যেমন—পুরুষদের জন্য যে-সব মাসআলা-মাসায়েল, সেগুলো তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সরাসরি জেনে নিতেন বা শুনে নিতে পারতেন; কিন্তু নারীদের ব্যাপারে সে সুযোগ ছিল না। কারণ, পর্দার বিধান লঙ্ঘন করে তিনি নারীদের সামনে গিয়ে মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলাপ করতে পারেন না। তাহলে নারীরা কীভাবে রাসূলের কাছ থেকে শিখবে? জ্ঞানার্জন করবে? তাদের জন্য এই কাজটি সহজ হয়ে যায় উম্মুল মুমিনীন তথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের মাধ্যমে। তিনি স্ত্রীদের সাথে যে-সব মাসআলা-মাসায়েল নিয়ে আলাপ করতেন, তার স্ত্রীগণ সেগুলো অন্য নারীদের জানিয়ে দিতেন। এভাবেই দ্বীনের জ্ঞান নারীদের মধ্যেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে; কিন্তু একজন স্ত্রীর পক্ষে একা কখনোই এই দায়িত্ব পালন করা সহজ ছিল না। এ ছাড়াও, বহু স্ত্রীর মধ্যে কীভাবে সমতা রক্ষা করতে হবে এই শিক্ষা উম্মাহকে দিয়ে যাওয়াও অন্যতম একটি কারণ।'

সাজিদ কথা বলা থামিয়ে আরেক গ্লাস পানি পান করল। রমেশ আচার্য নামের লোকটি কিছুই বলছে না। বড়দা ওরফে দীনেশ আচার্য বললেন, 'রমেশ দা কিছু বলবে?'

Scanned by CamScanner

তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, 'না।'

আমাদের হাতের সময় ফুরিয়েছে। চলে আসার জন্য আমরা উঠে দাঁড়ালাম। দুই আচার্যের সাথে হ্যান্ডশেক করে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। বড়দা আমাদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। বাইরে আসামাত্র সাজিদ বলল, 'তুই যে-সাদা ফুলগুলোর দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলি, সেই ফুলগুলোর নাম জানিস?'

সাজিদের কথা শুনে আমি হাঁ করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অবাক হবার কারণ হলো, আমি যখন ফুলগুলো দেখছিলাম তখন সে আমার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিল। সে কীভাবে বুঝল যে আমি তখন সাদা রঙের ফুলগুলো দেখছিলাম?

আমি যে-বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছি সেদিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। সে বলল, 'ওই ফুলগুলোর নাম হলো মধুমঞ্জরি। ইংরেজরা ওই ফুলগুলোকে ডাকে 'রেংগুনকিপার' নামে। আর আসার সময় প্রকাণ্ড সাইজের মাথাওয়ালা যে-লোকটির সাথে ঝগড়া করেছিস, সে ওগুলোকে 'উইকেটকিপার' নামে ডাকে। বড়দা তাকে কত করে শেখায় এই ফুলগুলোর নাম 'রেংগুনকিপার', বেচারা তবুও ভুল করে ডাকে 'উইকেটকিপার' বলে। হা হা হা...।'

সাজিদের হাসি দেখে আমারও হাসি পায়। ফুলের নাম উইকেটকিপার! দারুণ তো!...

Scanned by CamScanner

জান্নাতেও মদ?

সকালবেলার ক্যাম্পাস অন্যরকম সৌন্দর্যে ভরে ওঠে। দোয়েল চত্বরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছটির মগডাল দেখলে প্রথমেই আগুনের গোলা ভেবে যে-কেউ ভুল করতে পারে। মন্টু দার দোকানের পেছনে এঁকেবেঁকে উঠে যাওয়া অর্কিডের গাছ আর রাস্তার দু-পাশে সেনাপতির মতো দাঁড়িয়ে থাকা বকুল, সবমিলিয়ে ক্যাম্পাসটি যেন পৃথিবীর বুকেই এক টুকরো স্বর্গ।

সকালে বুক ভরে মুক্ত বাতাস গ্রহণের তাগিদে এই তল্লাটে অনেকের আগমন ঘটে থাকে। পিজি হাসপাতালের রোগী থেকে শুরু করে বিজি বিজনেসম্যান, পড়ুয়া ছাত্র থেকে শুরু করে পড়ানো শিক্ষক—সকালবেলা সবাই খুব ফুরফুরে মন নিয়ে এদিকটায় হেঁটে যায়।

আজ রবিবার। আমার আর সাজিদ, দুজনের একজনেরও ক্লাস নেই। এদিনটায় আমরা সাধারণত আড্ডা দিয়ে থাকি। খুব ভোরবেলায় সাজিদ রুম থেকে বের হয়েছে। এখনো ফেরার নামগন্ধ নেই। চোখ কচলাতে কচলাতে গতরাতে করা অ্যাসাইনমেন্টের ওপরে ফাইনাল রিভিশন দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের পাশের যে রুমে পার্থরা থাকে, সেখান থেকে জোর ভলিউমে রবীন্দ্রনাথের গান ভেসে আসছে।

খেয়াল করলাম বাইরে থেকে গানের আওয়াজ ছাড়াও কিছু কর্কশ চিৎকার আর আওয়াজের শব্দ ভেসে আসছে। কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকেই যে এই শব্দ আসছে সেটি নিশ্চিত। অ্যাসাইনমেন্ট পেপার ভাঁজ করে টেবিলে রেখে গায়ে শাল

Scanned by CamScanner